সতী

এক

"আঃ! চুরুটের ধোঁয়ায় চারদিক্‌টাই অন্ধকার!— এদিকে যদি আর একটুও পা বাড়াবার উপায় থাকে! বাবাঃ! বাড়ীশুদ্ধু মানুষগুলির আক্কেলের খুরে গড়!"

শিশু সন্তানটিকে বুকে করিয়া লাইব্রেরীর বারান্দায় উঠিয়াই বিদ্যুৎলতা একটু বিরক্তি সহকারেই যেন কথাগুলি বলিয়া ফেলিল।

অন্তঃপুরের এই অংশটা তখন নিস্তব্ধ। কোন জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। কাজেই বিদ্যুৎ যে কাহাকেও শুনাইবার উদ্দেশ্যে কথাগুলি বলিল, এমন সন্দেহ করা অন্যায়!

কিন্তু এই পৃথিবীটা নিতান্তই আশ্চর্য্য স্থান। যে বিষয়টার সম্বন্ধে আমরা সব চেয়ে বেশী পরিমাণে নিশ্চিন্ত ও নিঃসংশয় থাকিতে ইচ্ছুক হই, প্রায়ই দেখা যায়, ঠিক সেই বিষয়টার সম্বন্ধেই সব চেয়ে আশ্চর্য্য রকমের দুশ্চিন্তাজনক—অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটিয়া যায়।

এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। বিদ্যুতের মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে একটি সৌম্যমূর্ত্তি, স্নিগ্ধ-শ্যাম-কান্তি যুবক লাইব্রেরীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। মুচকি হাসিয়া চাপা কৌতুকের ভঙ্গীতে বলিলেন, "আহা হা! বাড়ীশুদ্ধু সকলের আক্কেলের খুর ধ'রে টানাটানি করো না,—সবাই এখুনি হতবুদ্ধি হয়ে হোঁচট্ খাবে যে!—বিশেষ ক'রে আমি দুর্ভাগা তো সকলের আগে!"

"সে আমি জানি"—যুবকের দিকে না চাহিয়াই বিদ্যুৎ কথাটা বলিল এবং সেই সঙ্গে অধিকতর গম্ভীর হইয়া পুনরায় মন্তব্য প্রকাশ করিল, "ধোঁয়ায় যদি কিছুটি দেখবার উপায় আছে, সব অন্ধকার!"

হাত বাড়াইয়া দিয়া যুবক বলিলেন, "ধরো, আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এমন দারুণ অন্ধকারের মধ্যেও ভগবানের সৃষ্টি-করা বিকেলের আলো আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি।"

কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া বিদ্যুৎ এবার মুখ তুলিয়া চাহিল; গম্ভীরভাবেই বলিল, "ভগবানের সৃষ্টি-করা আলো থাকলে কি হবে শুনি? মানুষের সৃষ্টি-করা অন্ধকার যে তাকে হার মানিয়ে ছেড়েছে! আমার চোখের পক্ষে এইটেই অসহ্য মারাত্মক!"

অতিশয় সহানুভূতি জানাইয়া পরম আগ্রহে যুবক বলিলেন, "আহা! ভয়ানক দুঃখের বিষয়!—ধরো, ধরো আমার হাতটা,—ঐ!—চল্লে যে!"

"ভয়ানক বাথিত হয়েছি কি না, তাই!"—বলিয়া পাশ কাটাইয়া বিদ্যুৎলতা লাইব্রেরী-ঘরে ঢুকিয়া [illegible] দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল; দেখিল, ধূমপানকারী আর [illegible]াহাই করুন, চারিদিকের

জানালাগুলি খুলিয়া, ঘরে মুক্ত বাতাস প্রবেশের পথ করিয়া দিতে ভুলিয়া যান নাই ; সুতরাং ঘরে ধোঁয়া নাই বলিলেই হয়।

বিদ্যুৎ মনে মনে একটু খুসী হইল ; মুখের গাম্ভীর্য্যটা কিন্তু যথাসাধ্য যত্ন সহকারে বজায় রাখিল ;—ঘরের একপাশে দোলনার কাছে গিয়া, ঘুমন্ত ছেলেকে দোলনায় শোয়াইয়া, ধীরে ধীরে দোল দিতে দিতে চুপ করিয়া খানিক ভাবিল। তার পর সন্তর্পণে ঘাড় ফিরাইয়া সেই সহানুভূতি-প্রকাশকারী ভদ্রলোকটির দিকে চাহিয়া দেখিল, তিনি ততক্ষণে নিঃশব্দে আসিয়া অদূরে জানালার কাছে একটা আরাম-চেয়ারে বসিয়া, সাবধানে ছুরি চালাইয়া কোন একটা সদ্যঃ আগত মাসিকপত্রিকার মোড়ক কাটিতেছেন আর আড়-চোখে লক্ষ্য করিতেছেন—বিদ্যুৎকে।

বিদ্যুৎ ফিরিয়া চাহিতেই লোকটি তাড়াতাড়ি দৃষ্টি নামাইয়া ছুরির ফলার দিকে একান্ত আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। কষ্টে-সৃষ্টে টানিয়া খুব জোর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমার দুঃখ করবার কারণ আজকাল পদে পদেই জুটছে, যে হেতু, মাসিকের মোড়ক কেটে দেবার লোকও আজকাল অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য।"

পাছে শিশুর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, সেই জন্য কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব সংযত রাখিয়া বিদ্যুৎ বলিল, "সে তো বুঝলুম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এখানে ব'সে এখন ক' ডজন চুরুট পোড়ানো হলো ?"

হাসি সামলাইবার জন্য দু-হাতের প্রায় দশটা আঙুলেই সবেগে গোঁফে তা দিয়া, চাপা গলায় একটু কাসিয়া ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "দু-ডজনের এক-দ্বাদশাংশ অর্থাৎ চলতি কথায় যাকে এক যোড়া

বলে—তাই। আর সেগুলো চুরুট মোটেই নয়, সিগারেট,—সেই যাকে 'কাঁচি' বলে।"

প্রচণ্ড অবজ্ঞার সহিত একটা "হুঁ" শব্দ করিয়া বিদ্যুৎ বলিল, "কাঁচিই চলুক আর ছুরিই চলুক, ফুস্‌ফুস্ কুচি-কাটা করবার পক্ষে ওদের সবাইকার দক্ষতাই সমান। আমার কথা এখন গ্রাহ্য হচ্ছে না, কিন্তু এর পর ঐ সখের নেশা যখন তার দাম আদায় করতে স্বরু ক'রে দেবে, তখন—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া অপর পক্ষ বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিলেন, "তখন হার্টডিজীজ্ থেকে এ্যাপোপ্লেক্সি পর্য্যন্ত চলবে। কেমন, আর কিছু নয় তো?"

"ঝক্‌মারি হয়েছে আমাব।" বলিয়া বিদ্যুৎ তাডাতাডি মুখ ফিরাইয়া লইল—ছেলের গায়ে ঢাকা দিতে দিতে বিরক্তস্বরে বলিল, "বলতে গেলেই ঠাট্টা। কিন্তু এই ছেলেগুলোর স্নায়ুর পক্ষে ঐ বিট্‌কেল তামাকপোড়া ধোঁয়া কেমন মধুর এবং উপকারী সে খবর রাখ?"

যুবক মাসিকের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপাততঃ নিরুত্তরে থাকাই নিরাপদ মনে করি।"

"কিন্তু আপাততঃর পর ভবিষ্যৎ একটা আছে, সেটার কথাও খেয়াল রাখা দরকার। এর পর স্নায়ুর বিশৃঙ্খলা ঘটে, ছেলেগুলো কেউ যখন মাথার অসুখে, কেউ বুকের অসুখে ভুগবে, তখন কি হবে? আচ্ছা, সত্যি বল তো,—ডাক্তারদের চেয়ে বড় অত্যাচারী জীব কি দুনিয়ায় কেউ আছে?"

যুবক মাথা নাড়িয়া খুব গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমার যতদূর বিশ্বাস, সম্ভবতঃ কেউ নেই,—আর যদিই বা কেউ থাকেন, আমাদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চলা,—তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু—" অদূরে টেবিলের উপরকার সিগারেট-কেস্‌টার দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিলেন, "ও বেচারীকে কি নেহাৎ-ই নির্ব্বাসন দিতে হবে ?"

"দিলে তো বাঁচি ! কিন্তু ক' মিনিটের জন্যে বিচ্ছেদটা সহ্য হবে শুনি ?"

"তা' অবশ্য......কিন্তু কথাটা প্রকাশ করতে ইতস্ততঃ করাই মঙ্গল।"

"না, না, অত চক্ষুলজ্জার দরকার নেই, শুনিই না।"

"অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করা অনিষ্টকর।"

"আমার দ্বারা আর কি অনিষ্ট হবে শুনি ?"

"দুনিয়ার সব বিষয়েই কৌতূহল প্রকাশ করা কোন মানুষের পক্ষে উচিত নয়।"

রাগিয়া বিদ্যুৎ বলিল, "আমি মানুষ নয়, জন্তু ! হলো তো ?— এবার বল, আর অনুচিত নেই তো ?"

"আছে বই কি !—ব্যাপারটা বরং আরও ভয়াবহ হয়ে উঠল, যে হেতু, জন্তুমাত্রেই,...কিন্তু আর বলা উচিত নয়।"

"ঐ যে আধখানা ক'রে কথা,—ঐ কথা শুনলেই আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে যায় !"

বেশ গম্ভীর কণ্ঠে ভদ্রলোকটি বলিলেন, "প্রদাহ রোগের যত রকম ঔষধ এ পর্য্যন্ত জানা গেছে, তার মধ্যে—"

অত্যন্ত চটিয়া বিদ্যুৎ বলিল, "থাক্, আর বেখরচায় প্রেস্‌ক্রিপশন তৈরী করতে হবে না,…"

বাধা দিয়া যুবক বলিলেন, "হতেই হবে! যে হেতু, আমার নামই হচ্ছে হিতেন্দ্র! সুতরাং জীব-জগতের হিতসাধনই আমার একমাত্র ব্রত—যদিও হিত এবং মনোহর বস্তু—এই দুটো একসঙ্গে পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ। কিন্তু—"

"ছ্যাখো, আমি জন্তু বটে, কিন্তু আমার ধারালো নখও নেই, দাঁতও নেই, এই আমার ভয়ানক দুঃখু! নইলে—কিন্তু নাঃ, তার পর আর কি হবে, আমিই বা বলব কেন?"

"না বল্লেও কোন ক্ষতি নেই, কারণ,—তার পর,—পরবর্ত্তী ব্যাপারটা বুঝে নেওয়া মানুষমাত্রের পক্ষেই অত্যন্ত সহজ!"

একটু অপ্রস্তুত হইয়া বিদ্যুৎ বলিল, "অমনি আন্দাজী চাল সুরু হলো!—আহা! আমিও যেন বুঝ্‌তে পারি না,—ঐ যে সিগারেট-কেস্‌টা নির্ব্বাসন দেওয়ার মতলব হচ্ছে, ও স্রেফ্‌ চক্ষুলজ্জার খাতিরে! ও চক্ষুলজ্জা ঠিক ততক্ষণই থাকবে—এই আমি যতক্ষণ এ ঘরে আছি—না?"

"কৈফিয়তের জন্যে বেশী রকম পীড়াপীড়ি করলে অগত্যা নাচার হয়েই আমায় 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' নীতির আশ্রয় নিতে হবে। কারণ, সরল ব্যবহারটা সরলের সঙ্গে ভিন্ন করা চলে না।"—কথাটা বলিয়াই তিনি মাসিকপত্রিকাখানা খুলিয়া মুখের উপর আড়াল করিয়া খুব মনোযোগের সহিত পড়িতে সুরু করিয়া দিলেন।

বিদ্যুৎ অবাক্ হইয়া খানিকটা চাহিয়া রহিল; তারপর খুব

আস্তে আস্তে বলিল, "ছ্যাখো, তুমি যে রকম ক'রে কথা বল, আর একটা তৃতীয় ব্যক্তি যদি হঠাৎ এসে শোনে, সে কি মনে করবে বল দেখি ?"

"যা খুশী মনে করুক, আমি সবতাতেই রাজী আছি ; কিন্তু পড়ার সময় গোলমাল করাটা যে মোটেই ভাল নয়, সেটা বোধ হয় তোমার মনে আছে ?"

"থাকলেও আমি ভুলে যেতে বাধ্য !—কেন না, তোমার কথাগুলো এমনি বেয়াড়া বেখাপ্পা ধাঁচের যে, শুনলে আমার মাথার ঠিক থাকে না।"

খুব গম্ভীর হইয়া হিতেন্দ্র উপদেশ দিতে লাগিলেন, "যারা বুঝতে পারে, যে তাদের মাথার ঠিক থাকছে না, তাদের উচিত গোড়া থেকেই আত্মসংযমের চর্চ্চা করা,—তাহ'লে তারা নিজেরাও বিপদ থেকে বেঁচে যায়, আর বাকী সকলেও বহু উপদ্রবের দুঃখ থেকে নিস্তার পেয়ে বাঁচে !"

"সমস্ত ব্যাপারটাই খুব স্পষ্ট ক'রে বুঝ্‌লুম, এবার মানে মানে স'রে পড়াই আমার পক্ষে মঙ্গল।"

হিতেন্দ্র হঠাৎ মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন, "কিন্তু ছেলে যদি কাঁদে,—আমি তাহ'লে চীৎকার করেই ডাক দিতে বাধ্য হব। তখন রাগ করলে চলবে না, তা' ব'লে রাখছি কিন্তু।"

বিদ্যুৎ চলিয়া যাইতেছিল, কথাটা শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল ; স্বামীর মুখের উপর অসঙ্কোচ স্থির দৃষ্টি রাখিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "ঐ আদিখ্যেতাগুলি দুচক্ষে দেখতে পারিনে কি না, তাই আমি

শঠ, আমি বিশ্বাসঘাতক—আমি···আরও কত-কি! না হ'লেই আমি খুব সরল হতুম,—না? তাহ'লেই তোমাকে আর 'শঠে শাঠ্যং' নীতির আশ্রয় নিতে হোত না, কি বল?"

"সে বিষয়ে 'সংশয় নাস্তি' বল্লে কথাটা খুব অত্যুক্তি হয়ে পড়ে, নইলে তাই বলতুম। কিন্তু তা নয়। তোমার সেই 'সই'-টিকে—সেই যে! যাকে তুমি গোপনে লম্বা লম্বা চিঠি লেখো,—তার গোপন রহস্য থেকে থেকে আমায় ভয়ানক ধোঁকা দেয়।—অথচ আমি আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করতে পারলুম না, তোমার সেই 'সই'টিই বা কে, আর তুমি তাঁকে লেখই বা কি?—আমাকে ঐ দেবীটির পরিচয় জানাতে তোমার যে কিসের আপত্তি, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে।—এ লক্ষণটার কোনখানে সরলতা, বুঝিয়ে দিতে পারো?"

বেশ একটু সন্দিগ্ধ এবং উৎকণ্ঠিত হইয়া বিদ্যুৎ বলিল, "আমার চাবি চুরি ক'রে ড্রয়ার খুলে দেখা হয়েছে, নয়? সত্যি বল দেখি?"

হাসিয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "ছ্যাখো, সাটে-পাটে চোর ধ'রে বসো যদি, তাহ'লে সত্যিই একদিন···সেই 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' না কি বলে?—ভাল বাংলাগুলো ব'লে দাও না গা,—কথাটা ঠিক হলো কি?"

ঈষৎ হাসিয়া বিদ্যুৎ বলিল, "খুব ঠিক হয়েছে, কিন্তু এ রকম ভাল বাংলা আর কোন বাঙালীর সামনে বলো না,—বিশেষ অনুরোধ রইল। কিন্তু সত্যি সত্যিই আমার চাবি চুরি করবার মতলব থাকলে আগে থেকেই বল, তাহ'লে এই বেলা,—"

"কেন ? সাবধান হয়ে বামাল সরাবে ?—আচ্ছা, নির্ভয় ! আমি তোমার চাবি চুরি করব না, করব না ! কেমন, বিশ্বাস করছ তো ?"

একটু উদাসভাবে বিদ্যুৎ বলিল, "তা করছি বটে, কিন্তু তোমায় খুব বেশী বিশ্বাস করবার কারণও কিছু নেই। আচ্ছা, তোমার বন্ধুদের খবর জানবার জন্যে আমার তো তিলার্দ্ধও আগ্রহ নেই,—আমার সইটির পরিচয় জানবার জন্যে তোমার এত মাথাব্যথা কেন বল দেখি ?"

"ঐ তো দোষ ! সকলকার খবর কি জানতে আছে, না জিজ্ঞাসা করতে হয় ? ঐ জন্যেই তো চাণক্যের বচন মনে পড়ে—ঐ জন্যেই তো সরলতাহীনা বলতে হয় !"

"বাঃ ! আর আমার সইটির খবর যে তুমি জানতে চাও—ঐ মামীমা ডাকছেন। চল্লুম।"

বিদ্যুৎ দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

বিধবা মামীমাই এ বাড়ীর গৃহিণী। অল্পবয়সেই হিতেন্দ্রের পিতামাতা মারা গিয়াছিলেন, সেই অবধি মামীমাই তাঁহাকে মানুষ করিতেছেন। মামীমার সন্তানাদি নাই, হিতেন্দ্রকে তিনি পুত্রের মত স্নেহ করেন ; হিতেন্দ্র এবং বিদ্যুৎকে লইয়াই তাঁহার সংসার।

দুই

কিছুক্ষণ পরে ছেলের কান্নার সাড়া পাইয়া, বিদ্যুৎ দুধের বাটি হাতে লইয়া ত্রস্তে ঘরে ঢুকিল। হিতেন্দ্র দোলনার কাছে দাঁড়াইয়া দোল দিতে দিতে সেই মাসিকপত্রিকাখানা নীরবে পড়িতেছিলেন ;

বিদ্যুৎ ঘরে ঢুকিতেই কোন কথা না বলিয়া, দোলনা ছাড়িয়া, পূর্ব্বস্থানে গিয়া বসিলেন ; আবার একান্তমনে পড়িতে লাগিলেন।

ছেলেকে দোলনা হইতে তুলিয়া দুধ খাওয়াইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যুৎ বলিল, "তুমি আজ বেড়াতে যাবে না ?"

পাঠ্যের দিক হইতে চোখ না তুলিয়াই হিতেন্দ্র জবাব দিলেন, "না, এই গুরুগম্ভীর প্রবন্ধগুলো পড়তে হবে। অনেক কাজের কথা রয়েছে দেখছি।"

"কাজের কথার খবর এর পর নিও, এখন খুব খানিকটা জোর পায়ে হেঁটে এস দেখি, একটা কাজ হোক।—শুনছ, একটা কথা রাখো।"

"একটা কথা ছেড়ে আধখানা কথা রাখতেও আমি এখন রাজী নই, কমাণ্ডিং অফিসার!—থামো, পড়তে দাও।"

"থামবও না, পড়তেও দেব না!—খুব চেঁচামেচি সুরু করব এবার, তা' ব'লে রাখছি কিন্তু।—ভালয় ভালয় ওঠো, বেড়িয়ে এস।"

"আঃ, কি মুস্কিল!—ছেলে যদি এতক্ষণে মিশ্র-সারং থামালেন তো ছেলের মা অমনি গৌড়-সারং সুরু করলেন—প্রাণ ঝালাপালা ক'রে তুলেছে! থামো না একটু—"

"আহা, আমি থামলে তোমার খিদেটাও যে সেই সঙ্গে থেমে থাকবার পথে পা বাড়াবে, তার দুঃখু ভোগ করবে কে ?—তুমি ?—রাত্রে খেতে ব'সে 'খিদে নেই, খিদে নেই,' ক'রে জ্বালাবে তো আমাদেরই, না আর কেউ ভুগতে আসবে ?"

হিতেন্দ্র কোন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করিলেন না ; খুব নির্ব্বিকার-

ঔদাস্য অবলম্বন করিয়া নিজমনে পড়িতে লাগিলেন। বিদ্যুৎ খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "শুনছ, ওঠো না!—রাতদিন পড়াশুনো করতে ভাল লাগে তোমার?"

হিতেন্দ্র এবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন; ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "গ্রে সাহেবের অ্যানাটমিটা মনে আছে? সেই মগজ নিয়ে তর্ক?…স্বীকার করছ কি ছ' আউন্স ওজনের তফাৎ আছে?"

সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বিদ্যুৎ বলিল, "বয়ে গেছে! গ্রে সাহেবের অ্যানাটমিই হোক্, আর কার্পেণ্টারের ফিজিওলজিই হোক্, আমি কারুখ্যে মানিনে! গায়ের জোরে ছ' আউন্স ব্রেন্ অমনি কমাতে পারলেই হলো! সব বাজে কথা! অর্থহীন আত্মম্ভরিতা ছাড়া এর মধ্যে এক ফোঁটাও সত্যি নেই,—যা হোক্ ক'রে মেয়েদের ছোট করতে পারলেই অমনি ওঁদের পরমার্থলাভ হয় কি না!"

হাসিমুখে হিতেন্দ্র বলিলেন, "চটেছ তো? আচ্ছা, তাহ'লে আর একটু চটানো যাক্ ভাল ক'রে! শোনো—"

বিদ্যুৎ কোন কথা শুনিবার পক্ষে প্রবল উপেক্ষা জানাইয়া,—চট্ করিয়া উঠিয়া পড়িল; ছেলেটিকে দোলনায় শোয়াইয়া আসিয়া গম্ভীরমুখে ঘরের জানালাগুলি বন্ধ করিতে লাগিল।

হিতেন্দ্র হাসিমুখে ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আমার সামনের জানালাটাও বোধ হয় এখুনি বন্ধ হবে। তাহ'লে আমায় কি পাশের বাড়ীর ছেলেদের ঘরে গিয়েই আড্ডা নিতে হবে?"

"ছেলেদের ঘরে? সেই হট্টগোলে?—উঃ, কি জেদ্! তবুও

পড়া ছেড়ে উঠবে না ? কিছুতেই বেড়াতে যাবে না ?—অর্থাৎ কোন-মতেই কথা শুনবে না !"

বিদ্যুৎ বলিল এক অর্থে, হিতেন্দ্র সেটা ঘুরাইয়া লইলেন অন্য অর্থে ! অবশ্য, সরল-সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া নয় !—তাই বিদ্রূপ সহকারে বলিলেন, "রাম কহ ! কথা শুনব না ? তবে আর কথার সীমানা এড়িয়ে বেরুতে অনিচ্ছুক হচ্ছি কেন ?"

"বেশ, থাকো তাহ'লে এই অন্ধকারে ব'সে।"

"আঃ, সত্যিই পড়তে দেবে না নাকি ?"

"তাহ'লে এত কষ্টে জানলা বন্ধ করছি কেন ?"

"হায়, স্ত্রীবুদ্ধি কি প্রলয়ঙ্করী ! সমস্তই অন্ধকার !"

"গ্রে সাহেবের অ্যানাটমি খুলে বসোনা, আলো দেখতে পাবে বেশ। মেয়েদের চেয়েও যাদের মগজ, ওজনে তিন ছটাক বেশী, তাদের আবার ভয়-ভাবনা কিসের ?"

"হায় ! ডাক্তার কার্পেণ্টার সেই যে বিশেষ রোগগুলোর কথা টুকে গেছেন—"

"বলি, বেরুবে না, কি ?"

"নেহাৎ-ই শত্রুতা সুরু করলে ?"

"কি করব ? যাঁদের শ্রীচরণে অনুনয়-বিনয়ের পুষ্পাঞ্জলি ঢেলে কোনও কাজ করাতে পারা যায় না—"

বাধা দিয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "তাঁদের গলদেশে হস্তপ্রদান-পূর্ব্বক,······মিলিয়ে দাও, আর ভাল বাংলা মনে পড়ছে না।—বল, বল তার পর ?"

"তার পর যা খুশী কর! আমি বিনাবাক্যে মহাপ্রস্থানের পথে চল্লুম।" বিদ্যুৎ রাগতভাবে প্রস্থানোদ্যত হইল; কিন্তু হিতেন্দ্র তার সামনে এমন ভাবে অতর্কিতে একখানি পা বাড়াইয়া দিলেন যে, অন্ধকারে কিছু দেখিতে না পাইয়া পা বাধিয়া গিয়া বিদ্যুৎ হুমড়ি খাইয়া পড়িবার মত হইল! হিতেন্দ্র ধরিয়া ফেলিলেন, খুব মোলায়েম স্বরে বলিলেন, "ছুটন্ত বিদ্যুৎ কতখানি বিপজ্জনক বস্তু দেখছ? এরাই মানুষের মাথায় বাজ মারে!"

অপ্রস্তুত বিদ্যুৎ হেঁট হইয়া, হিতেন্দ্রের পায়ের ধূলা লইয়া, ঈষৎ ভৎর্সনার স্বরে বলিল, "সবই যেন কি রকম! কি মনে করেছ বল দেখি?"

অনেকখানি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "ঐ নাও, এবার আমার 'মনে করার' অপরাধ হলো? তুমিই নিজে বল্লে না— 'যা খুসী কর'?"

"আচ্ছা, তা' ব'লে পায়ে প্যাঁচ লাগিয়ে আমায় ফেলে দিতে বলেছি না কি?—"

"না লক্ষ্মী, আমি তোমায় ফেলে দিই নি; তুমি নিজেই পড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে চলেছিলে, আমি বরং তোমায় অধঃপতন থেকে রক্ষা করলুম, নইলে তোমার আত্মরক্ষার পথ মোটেই ছিল না।"

"এই সব সুমধুর বিশেষ্য বিশেষণগুলি শুনলে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়! খুব উপকার করেছ, সরো! বুকের ভেতর আমার ধড়াস্ ধড়াস্ করছে—এমন ঘুরিয়ে ফেলেছ, সত্যি!"

হিতেন্দ্র চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া,—নীচু গলায় বলিলেন,

"আস্তে,—চুপটি ক'রে একবার শোও দেখি। এখন ছুটোছুটি করতে যেও না,—এই চেয়ারটাই নাও।"

তিনি বিদ্যুতের হাতটা ধরিয়া একটু জোর করিয়াই বসাইয়া দিলেন। আদেশপালন সম্বন্ধে এতখানি নিরীহ ভালমানুষি প্রকাশে বিদ্যুতের মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বুকটা তখন ধড়্ ফড়্ করিতেছিল,—তাই বিদ্রোহের চেষ্টা ছাড়িয়া, বাধ্যতার পন্থা অনুসরণ করিল। ঘাড়ের নীচে দু'হাত রাখিয়া চেয়ারের পিঠে হেলিয়া পড়িল। কম্পিত কণ্ঠস্বর ও দ্রুত নিঃশ্বাসকে যথাসাধ্য চাপা দিয়া, সংযতভাবে বলিল, "তুমি আর অন্ধকারে এগিও না, টেবিল-চেয়ারের ঘাড়ে হুড়মুড়িয়ে পড়বে। একটু থামো, আমি এখুনি উঠে আলো জ্বেলে দিচ্ছি।"

হিতেন্দ্র বাধা দিয়া বলিলেন, "আমিই জ্বেলে নিচ্ছি,—দেশলাইটা হাতের কাছেই আছে। তুমি ব্যস্ত হয়ো না।"

তিনি দেশলাই জ্বালিয়া টেবিলের আলোটা জ্বালিলেন। তার পর সরিয়া আসিয়া বিদ্যুতের চেয়ারের কাছের জানালাটা খুলিয়া দিয়া,—নিজে সেই জানালার উপর চুপ করিয়া বসিলেন।

নিতান্তই অস্বস্তি সহকারে মিনিট কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ—স্নায়বিক উত্তেজনাটা সামলাইয়া ঘাড় তুলিয়া সোজা হইয়া বসিল। স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "বড্ড ভাল মানুষ সেজেই ব'সে পড়েছ যে, কি ভাবছ?"

হিতেন্দ্র পরীক্ষকের তীক্ষ্ণ নিপুণ দৃষ্টি লইয়া একবার বিদ্যুতের মুখের দিকে চাহিলেন। তার পর অতিশয় গম্ভীর হইয়া বলিলেন,

"ভাবছি, অ্যানাটমির কথা। তুমি নাস্তিক, এ সব প্রত্যক্ষ-পরীক্ষিত বিজ্ঞানকে তো মানবে না, নইলে—এই সামান্য ঘটনাটা আমি এক্ষুনি তোমার কাছে প্রমাণ ক'রে দিতে পারতুম—আমাদের অস্থি আর পেশীর দৃঢ়তার কাছে তোমরা কত ভয়ানক দুর্ব্বল।"

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বিদ্যুৎ হাসিমুখে বলিল, "ভয়ানকই হই, আর মারাত্মকই হই, দুর্ব্বল ক'রেই ভগবান্ যখন আমাদের সৃষ্টি করেছেন তখন তার বিরুদ্ধে আমার কোনোই নালিশ নেই।"

"কিন্তু আমার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আছে?"

"নিঃসন্দেহে!······"

হিতেন্দ্র একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আমার এবার খুব রাগ হচ্ছে,—খুব ভীষণ-কঠোর হয়ে উঠতে ইচ্ছা হচ্ছে।"

বিদ্যুৎ ততক্ষণে ধীরে সুস্থে ঘরের মেঝেয় গালিচা বিছাইয়া, তাকিয়া সাজাইয়া, টেবিলের উপর হইতে আলোটা আনিয়া সেখানে রাখিল, গালিচার এক পাশে বসিয়া ছেলের জন্য কাঁথা সেলাই করিতে সুরু করিয়া দিল। হিতেন্দ্রের কথা শুনিয়া গম্ভীর হইতে গিয়াও হাসিয়া ফেলিল,—"আহা, মরে যাই! কবেই-বা তোমরা করুণ কোমল মূর্ত্তি ধ'রে আছ, যে আজ নতুন ক'রে ভীষণ কঠোর হবে?"

"দেখবে তবে?"

"ঢের দেখেছি, আমার হাড় জরজর হয়ে গেছে,—থামো। একান্তই যখন বেরুবে না, তখন মাসিকপত্রটা একটু পড়ো—আমি নিজের কাজ করতে করতে শুনি।"

"পড়তে রাজী আছি, কিন্তু তোমায় শুনতে দেবার ইচ্ছে কোন মতেই নেই"—বলিতে বলিতে হিতেন্দ্র উঠিয়া টেবিলের উপর হইতে সেই মাসিকপত্রখানা লইয়া গালিচায় আসিয়া সটান সোজা হইয়া শুইলেন। বিদ্যুৎ অনুনয় করিয়া বলিল, "লক্ষ্মীটি, একটু উপকার কর, একটুখানি চেঁচিয়ে পড়, যেন শুনতে পাই।"

ঠিক সেই সময় বাহিরে দুই জোড়া জুতার আওয়াজের সঙ্গে, সুকোমল কিশোর-কণ্ঠের আহ্বান শোনা গেল—"ছোট্‌দিমণি ঘরে আছ?"

কণ্ঠস্বরটা বিদ্যুতের ছোট ভাই প্রশান্তচন্দ্রের। বিদ্যুৎ ত্রস্তে বলিল, "আছি, এখানে আয়।—কৌতুক এসেছে?"

"এসেছি"—বলিতে বলিতে ষোল বছর বয়সের বড় ভাই কৌতুকচন্দ্র, তের বছর বয়সের ছোট ভাই প্রশান্তকে পিছনে লইয়া ঘরে ঢুকিল। কৌতুকের চেহারাটা 'কাজের লোকের' উপযুক্ত সুদৃঢ়,—সুন্দর। চোখ-মুখের ভাব,—নামের উপযুক্ত, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়,—ছেলেটির ত্রিসীমানায় দুষ্টবুদ্ধির কোন চিহ্নই নাই। কিন্তু যাঁহারা তাহার সহিত বিশেষ পরিচিত, তাঁহারা ছেলেটিকে দেখিলেই একটু বিশেষ রকম সশঙ্ক হইয়া উঠিতেন।

প্রশান্ত খুব নম্র,—নিরীহ লাজুক স্বভাবের ছেলে। দাদার প্রভাবের ছায়ায় আত্মগোপন করিয়া থাকিতেই সে ভালবাসে। দাদার যেমন চলিতে বলিতে পায়ে মুখে কিছুমাত্র বাধে না,—সে তেমন নয়। কথা সে অল্পই বলে এবং যা বলে, তা খুব সঙ্কোচের সঙ্গেই।

পিতা সিমলা পাহাড়ে লাট-দরবারে কাজ করেন, মাতা এবং আর একটি ছোট ভাই সেইখানেই থাকেন। বড় ছেলে দু'টি পড়া-শুনার জন্য কলিকাতার কোনও বোর্ডিংএ থাকে। বোর্ডিংটা এ বাড়ী হইতে দশ মিনিটের পথ মাত্র।

হিতেন্দ্র গালিচার একপাশ ঘেঁসিয়া শুইয়া, তাহাদের বসিবার জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "বোস হে প্রশান্ত!"

দুই ভাই বসিল। বিদ্যুৎ তাহাদের কুশলপ্রশ্ন করিয়া, পিতার চিঠিপত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া—ভাই দু'টির সঙ্গে কথাবার্ত্তায় খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িল। হিতেন্দ্র সেই অবসরে মাসিকপত্রিকার একটা অংশ খুলিয়া খুব মনোযোগের সহিত পড়িতে সুরু করিয়া দিলেন।

প্রশান্ত দু' চারটা কথার উত্তর দিল; তার পর প্রশ্নের জবাব দিবার জন্য দাদার উপর দায়িত্ব দিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল। দোলনার কাছে গিয়া ঘুমন্ত ভাগিনেয়টির হাত-পাগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া, দুষ্টুমিমাখা ঘুমন্ত মুখে সন্তর্পণে দু'একটি চুমু দিয়া আদর করিতে লাগিল। বিদ্যুৎ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "দেখিস্ ভাই, যেন জেগে না ওঠে।"

প্রশান্ত মাথা নাড়িয়া অভয় জানাইল। কৌতুক কথাবার্ত্তার মাঝে ফাঁক পাইয়া, হিতেন্দ্রের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "ও-মশাই, অনেকক্ষণ থেকেই তো পড়ছেন, এবার দিন না একবার, ছবিগুলো দেখি।"

হিতেন্দ্র অনেকখানি দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "দাঁড়াও

হে,—থামো, ছবি দেখবে এখন পরে। আমায় গালাগালি দিয়ে একজন যা আর্টিকেল্ লিখেছেন,—এ পড়েই আমার পিত্তি জ্ব'লে গেছে! দাঁড়াও, এটা শেষ করি আগে।"

আশ্চর্য্য হইয়া কৌতুকচন্দ্র বলিল, "আপনাকে গালাগালি দিয়ে লিখেছেন? কে লিখেছেন?"

পরিপূর্ণ অবিশ্বাস-ভরে বিদ্যুৎ বলিল, "শুনছিস্ কেন ওসব গাঁজাখুরি কথা? তুইও যেমন!"

হিতেন্দ্র মুখ তুলিয়া চাহিলেন। পরম বিস্ময়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "গাঁজাখুরি কথা? প'ড়ে দেখো না, এ সব আমায় লক্ষ্য ক'রে লেখা হয়েছে, নয় তো কাকে? এ জীবন-কাহিনী সমস্তই আমার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে, আবার বলে, না!"

প্রচ্ছন্ন কৌতুকের ভঙ্গীতে বিদ্যুৎ বলিল, "আচ্ছা যাও!—লেখকদের তো খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তাই তোমায় লক্ষ্য করবার জন্যে তাঁরা ব'সে আছেন, আর কি!"

"আহা, লেখকদের লেখা হ'লে তবু তো একটা ভরসা থাকত! তাহ'লে সন্দেহ করবার কোন কারণই ছিল না; কিন্তু এ যে বেনামী আর্টিকেল্, স্পষ্ট আমার ওপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, হেডিংএ পর্য্যন্ত কবুল জবাব রয়েছে দেখো—'আমার বিয়ে'!"

তিনি পত্রিকাখানা বিদ্যুতের দিকে সোজা করিয়া ধরিলেন। বিদ্যুৎ—কে জানে কেন, হঠাৎ অস্বাভাবিক মাত্রায় দমিয়া গিয়া, কৌতুকের মুখের দিকে চাহিয়া শুষ্ককণ্ঠে কাসিয়া উঠিল।

কৌতুক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে দিদির মুখের দিকে ক্ষণেকের জন্য চাহিয়া হঠাৎ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হিতেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই! ওই দু'টি ছোট কথা থেকে অমনি দাবী করে বসলেন,—ওটা আপনার বিষ্ণের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গিত হয়েছে! তাহ'লে বলুন, ত্রেতাযুগের হনুমানের লঙ্কাদগ্ধের কাণ্ডখানাও আপনাকে লক্ষ্য ক'রে রামায়ণে ঢোকানো হয়েছে।"

বিদ্যুৎ সাহস পাইয়া বলিল, "শুধু তাই-বা কেন? তাহ'লে স্বীকার করতে হয়, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাটাও ওঁকে লক্ষ্য করেই দ্বাপরযুগে রচিত হয়েছিল, কেমন?"

হিতেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "না না, আমি ব্রজলীলার শ্রীকৃষ্ণকে ততটা ভালবাসার চোখে দেখি না,—আমি পছন্দ করি কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণকে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে—আমার আর সব রকম সাদৃশ্য থাকলেও ঘোড়া-তাড়ানো বিদ্যেটার নেই, সুতরাং ওটা দাবী করা অন্যায়। কিন্তু এই যে ময়ূরপঙ্খী মাসিকে 'আমার বিছে' বেরিয়েছে,—এটা যে ডাহা আমারি বিছে, সে সম্বন্ধে কোন ভুল নেই! বিশ্বাস না হয়, পড়,—আমি হাতে হাতে প্রমাণ মিলিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।"

কৌতুক বলিল, "আচ্ছা দিন তো কই দেখি, কিন্তু যেটা আমার সন্দেহ হবে,—সেটার তক্ষুণি মীমাংসা ক'রে দিতে হবে,—রীতিমত পরিষ্কার ক'রে। দেখুন, তখন তো—হ-য-ব-র-ল করবেন না?"

"না হে ছোকরা, না, তুমি পড়, আমি ব'লে ব'লে দিচ্ছি।—দেখে নিও, প্রত্যেক কথাটি মিলিয়ে দেব।"

প্রশান্ত এতক্ষণ অবাক হইয়া তর্ক শুনিতেছিল। এবার তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া দাদার পিঠ ঘেঁসিয়া উৎসুক-চিত্তে পাঠ শুনিতে বসিল।

তিন

কৌতুক আলোর দিকে ঘুরিয়া, শান্ত-শিষ্টের মত বসিল। প্রশান্ত তাহার পিছন হইতে ঝুঁকিয়া মাসিকপত্রিকাখানা দেখিতে লাগিল,—বিদ্যুৎ হেঁট হইয়া সেলাই করিতেছিল, প্রশান্ত ঝুঁকিয়া পড়িতেই তাহার মুখটা আড়াল হইয়া গেল।

হিতেন্দ্রের দৃষ্টি সেদিকে পড়িল। চকিতে বিদ্যুতের মুখের দিকে একটা গোপন কটাক্ষপাত করিয়া হঠাৎ তিনি স্থান ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন।—পাঠোদ্যত কৌতুক বিস্মিত হইয়া বলিল, "এ কি, প্রেসিডেণ্ট পালাচ্ছেন কোথা ?"

হিতেন্দ্র সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না ;—সটান দোলনার কাছে গিয়া ঘুমন্ত ছেলেটিকে, ধাত্রীবিদ্যা-অভ্যস্ত সুশিক্ষিত হস্তে সুকৌশলে তুলিলেন। তার পর কেহ কিছু বুঝিবার আগেই বিস্মিত বিদ্যুতের কোলে—ঝুপ্ করিয়া ছেলেটিকে শোয়াইয়া দিলেন। নিরবচ্ছিন্ন ঘুমে বাধা পাইয়া, শিশু হাত-পা ছুড়িয়া অসন্তোষভরে খুঁক্-খুঁক্ করিয়া কান্না জুড়িয়া মার বুকের উপর মুখ ঘষিতে সুরু করিল।

বিদ্যুৎ প্রথমটা ব্যস্ত হইয়া উঠিল ছেলেকে ভুলাইবার জন্য এবং তার পর,—ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল হিতেন্দ্রের উপর! কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট মাত্রায় বিরক্তি-প্রকাশের চেষ্টা করিয়া বলিল, "একে কোন-দেশী ছেঁচ্‌কি-পোড়া আদর বলে? ঘুমন্ত ছেলেটার নড়া ধরে' তুলে এনে আমায় জব্দ করবার মানেটা কি?"

হিতেন্দ্র সে কথার কোন উত্তর দিলেন না; বেশ নিরুদ্বেগে যথাস্থানে শুইয়া পড়িলেন। কৌতুকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পড় হে, এবার পড়। পলায়নপথ রুদ্ধ হয়েছে, এবার নির্ভয়ে বিচারকার্য্য চালানো যাবে।"

কৌতুক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বিদ্যুতের মুখের দিকে চাহিল। বিদ্যুৎ রুষ্টস্বরে বলিল, "খবদ্দার, পড়িসনে কাতু, আমায় জব্দ করবার চেষ্টা যেখানে এত, সেখানে তোরা কোনো কথায় থাকিস নে। দে, নন্‌-কো-অপারেশন স্বুরু ক'রে।"

হাসিয়া কৌতুক বলিল, "নন্‌-কো-অপারেটর হলুম মশাই, নিন আপনার কাগজ ফেরৎ! পড়া টড়া আমার দ্বারা হবে না!"—সে পত্রিকাখানা হিতেন্দ্রের দিকে আগাইয়া দিল।

হিতেন্দ্র বেশ অবিচলিতভাবেই কাগজখানা গ্রহণ করিলেন। তাকিয়ার উপর হইতে মাথাটা ঈষৎ তুলিয়া, বিদ্যুতের দিকে চাহিয়া খুব নরম সুরে বলিলেন, "তোমার কি খুব বুক ধড়্‌-ধড়্‌ করছে?"

এ সময় এখানে—এইরূপ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে হঠাৎ ঐ হৃদ্‌দৌর্ব্বল্যের সংবাদটা জিজ্ঞাসা করিবার যে কি গুরুতর প্রয়োজন ছিল, বিদ্যুৎ কিছুই অনুমান করিতে পারিল না। অভিমানে ক্ষুব্ধ

হইয়া বলিল,—"হ্যাঁ করছে—এক্ষুনি দম আটকে ম'রে যাব, দেখতে পাচ্ছ না ?"

খুব নরমসুরে হিতেন্দ্র বলিলেন, "দেখতে যা পাচ্ছি, তার অর্থ বড় সোজা নয়। যে হেতু, ক্রোধ থেকে সন্দেহ আসে, আর সন্দেহ থেকেই স্মৃতিবিভ্রম, এবং তা থেকেই বুদ্ধিনাশ অনিবার্য্য। যাই হোক্—আমি এখন নিজেই এটা প'ড়ে চললুম প্রশান্ত, তুমি শোন—"

প্রশান্ত অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া একবার দিদির মুখের দিকে, একবার দাদার মুখের দিকে চাহিল, অর্থাৎ সে এখন কোন দলে ভর্ত্তি হইবে ? কিন্তু মুরুব্বীদের নিকট হইতে কোন সঙ্কেত আসিবার আগেই হিতেন্দ্র খপ্ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "ওহে, তোমাদের স্কুলের বোর্ডিংএর গার্জ্জেন হচ্ছি আমি—তোমাদের অসুখ হ'লে ছুটির জন্যে মেডিকেল সার্টিফিকেট্ জোগাড় ক'রে দিতে হয় আমাকেই! কানু, আহাম্মকটার মত পরের কথায় ভুলে তুমিও কি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে ? হ্যাঁ ভাই ?"

গালিচার ফুলগুলির উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে সেই দিকে চাহিয়া,—প্রশান্ত সলজ্জ সঙ্কোচে হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"না।"

"তাই বল। শোন এখন গল্পটা, এর গোড়ার কথা হচ্ছে,—'আমার বিয়ে'। অর্থাৎ কি-না, হিতেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব'লে যে অভাগা লোকটি এবার মেডিকেল কলেজের ফাইনাল একজামিন

শেষ ক'রে, সম্প্রতি একটু নিচ্চিন্দি হয়ে বাড়ীতে ব'সে আছে,—তার সর্ব্বনাশ করবার যোগাড় হচ্ছে—এই দু'টি কথাতে। তার পর শুনে যাও—'প্রথমেই বারণ করিতেছি, আপনারা কেউ হাসিবেন না।'—কথাটার মানে বুঝতে পারলে? তার মানে আর কি, আপনারা সবাই মিলে খুব জোরে—হা হা ক'রে হাসুন। বুঝতে পারছ?"

প্রশান্ত দায়ে পড়িয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "পেরেছি, তার পর বলুন।"

"তার পর হচ্ছে,—'কারণ, যদিচ আমি খুব 'রাগী ছেলে' নামক সুন্দর বিশেষণে সুবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছি বটে, কিন্তু আমার একটা মহৎ দুর্ব্বলতা আছে,—যত রাগই হউক, সামনে কেহ হাসিতেছে দেখিলে, আমি কোনমতেই হাসি সামলাইতে পারি না!'—বুঝতে পারছ, এ সবে কা'কে লক্ষ্য করা হয়েছে?"

বর্ণনার ঘটায় প্রশান্ত মনে মনে মুগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল বোধ হয়। প্রশ্নমাত্রেই পুনশ্চ সম্মতি জানাইয়া কৌতূহল-ভরে বলিল, "তার পর? তার পর বলুন।"

"তার পর—'আর—রাগের সময় দৈবাৎ হাসিয়া ফেলিলে মানুষের আত্মসম্মানে যে কতখানি আঘাত লাগে, সে বোধ হয়, আপনারা সবাই জানেন, কেমন?'—দেখছ, আবার রীতিমত চালাকির সুরেই, অম্লানবদনে প্রশ্ন করা হচ্ছে—'কেমন?' দেখেছ স্পর্দ্ধা?"

কৌতুক মাঝখান হইতে হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "হাসালেন মশাই! লেখবার সময় লেখকের মুখখানা ম্লান হয়েছিল কি অম্লান

ছিল, তা পর্য্যন্ত আপনি অম্লানবদনেই নির্ণয় করছেন যে! 'দিব্য-দৃষ্টি-টিষ্টি আছে না কি?"

কপট বিস্ময়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "না থাকলে টের পাচ্ছি কিসের জোরে?"

বিদ্যুৎ উদাস-গম্ভীরভাবে বলিল, "আন্দাজী চাল!—তাও শুধু চাল নয়—"

কৌতুক মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "একেবারে বাদশা-ভোগ চাল? কি বল ছোট্দিমণি?"

গতিক মন্দ দেখিয়া হিতেন্দ্র, সেই বিদ্রোহী ভাই-বোন দু'টিকে এড়াইয়া আবার নিরীহ প্রশান্তকে গল্প-ব্যাখ্যা শুনাইতে সুরু করিলেন,—"বুঝলে, তার পর হচ্ছে,—'সে বিপদে পড়িলে আমার ইচ্ছা হয়, ডাক ছাড়িয়া কাঁদি! কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সে সদিচ্ছাটা সে সময় হাসির তোড়ে আর সফল হয় না, হওয়াই অসম্ভব! কিন্তু বিপদে পড়িলে—যাক্ প্রাণ থাক মান! কাজেই আর কিছু না পারিলে,—অগত্যা প্রাণপণ শক্তিতে চোখে আঙুল রগড়াইয়াও কিঞ্চিৎ জল বাহির করিয়া মান বাঁচাইতে হয়! কারণ, মহাজনের অভিমতও তাই—যথাসময়ে যথাবিহিত কাজ করাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের লক্ষণ!"

এই পর্য্যন্ত পড়িয়াই হিতেন্দ্র উৎসাহভরে উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "দেখে নাও! আমার চরিত্র থেকে প্রত্যেকটা অক্ষর পর্য্যন্ত চুরি করা হয়েছে! সমস্ত কথাগুলোই একেবারে হুবহু মিলে গেল!"

কৌতুক সহাস্যে বলিল, "ও মশাই, আর বাড়াবাড়ি করবেন না,—বিপদে পড়বেন! মহাজ্ঞানী মহাজনদের ওপর পর্য্যন্ত দাবী ক'রে বসলে আমাদের সিলেক্ট কমিটি বিনাবাক্যে আপনাকে আত্মসাৎ ক'রে ফেলবে, কোন ওজর-আপত্তি শুনবে না, সাবধান হোন।"

উত্তর দেওয়াটা নিরাপদ নয় দেখিয়া হিতেন্দ্র সে কথাটা যেন শুনিতেই পাইলেন না, ঠিক এমনি ভাবেই প্রশান্তকে আবার গল্প শুনাইতে লাগিলেন,—"শোন,—সেকেণ্ড প্যারায়, 'বয়স আমার কত নাই বা বলিলাম, তবে পড়ি আমি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে।'—এটা একটু চালাকি ক'রে ঘুরিয়ে বলা হচ্ছে, কিন্তু ওর আসল অর্থ হচ্ছে, বয়স আমার তখন পঁচিশ বছর, আর পড়ছি আমি তখন ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজের ফিফ্‌থ ইয়ারে! বুঝতে পারছ প্রশান্ত?"

বিদ্যুৎ হঠাৎ এইবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "পারছে। প্রশান্ত, অশান্ত, দুর্দ্দান্ত, সবাই ঐ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার অর্থ বেশই বুঝতে পারছে। —সবাই ভক্তি-বিমোহিত হয়ে উঠেছে! আচ্ছা, চলুক, বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে,—তার পর?"

গম্ভীর হইয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "নন্‌-কো-অপারেশনের মাঝে গোলযোগ সুরু হচ্ছে যে! ঐ দুঃখেই তো জ্ঞানীরা উপদেশ দিয়ে গেছেন,—'লাফ দেবার আগে চেয়ে ছাখো', তা তো কেউ শুন্‌বে না?"

কৌতুক স্মিতমুখে বলিল, "ভুল করছেন মশাই—আমরা শুনছি

সমস্তই উৎকর্ণ হয়ে, আর দেখছি সবই দু' চক্ষু বিস্ফারিত ক'রেই !—আমাদের মত নিরীহ জীব হঠাৎ লাফ দেবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে পারে না,—সে আশঙ্কাটা মহাশয়ের পক্ষেই বিশেষভাবে বিদ্যমান !"

হিতেন্দ্র তাকিয়াটা কোলের উপর টানিয়া লইয়া—দু'হাতের কনুই তার উপর স্থাপন করিলেন। দু'হাতের আঙুলগুলি পরস্পর সংলগ্ন করিয়া হাত দু'খানি বেশ দৃঢ়রূপে মুষ্টিবদ্ধ করিলেন। তারপর একটুখানি ঝুঁকিয়া সেই মুষ্টির উপর চিবুক রাখিয়া খুব গম্ভীরভাবে চোখ বুজিয়া কি যেন ভাবিতে ভাবিতে নিজ মনেই বলিতে লাগিলেন—"বিশেষ ভাব ? বিশেষ ভাবের আর একটা কথা হচ্ছে—ধর গিয়ে যেমন জনসাধারণ—বিশিষ্ট সাধারণ—আর একটা ধর, যেমন ইতর সাধারণ ! হ্যাঁ,—ইতর, আর বিশেষ ! অর্থাৎ বিশেষের উল্টো তরফটাই হচ্ছে ইতর ! যেমন,—ট্যাক্সি চ'ড়ে যে ভদ্রলোক মাতাল অবস্থায় আমাদের এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে রাত্রে এসে অতিথি হন, তিনি মাতাল হলেও ইতর মাতাল নন,—বিশিষ্ট, ভদ্র-শ্রেণীর মাতাল ! যে হেতু, তিনি ট্যাক্সি আরোহী ! সুতরাং তিনি বিশেষের দলে, অতএব—"

কৌতুক সবিদ্রূপে বলিল, "কি মশাই ! পাঁচু ঠাকুরের ভর-টর হলো না কি ? নিজের মনে ও রকম আবোল্-তাবোল্ বকছেন কেন ?"

বিদ্যুৎ গম্ভীর অথচ বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বলিল, "চুপ কর ! আসন মুদ্রা বাগিয়ে নিয়ে এখন তত্ত্বচিন্তায় সমাধিস্থ হয়েছেন, ধ্যানের ব্যাঘাত ঘটলে এখুনি গোষ্ঠীশুদ্ধ সকলকে অভিসম্পাত ক'রে

বসবেন! প্রশান্ত, চট ক'রে স'রে বোস, নইলে এক্ষুনি হয় তো তপস্যার আঁচে ভস্ম হয়ে যাবি!"

নিরীহ প্রশান্ত ভয়ে ভয়ে একটু সরিয়া বসিল।

তত্ত্বচিন্তা-বিভোর হিতেন্দ্র মিটি মিটি চক্ষে আড়ে আড়ে চাহিয়া—ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আমি এবার কিন্তু সত্যি সত্যিই অভিশাপ প্রদান করতে বাধ্য হব,—কারণ, উপদ্রব অত্যন্তই বেড়েছে।"

কৌতুক বলিল, "মাপ করবেন মশাই, বিনা অপরাধে অভিশাপ দিলে, আমরা নেহাৎ বিফল জীবন নিয়েই মারা যাবো, জীবনে কোন সৎকাজ করতে পাবো না!—ও রকম অবিবেচনার কাজ করবেন না, দোহাই আপনার! তার চেয়ে বরং গল্প-ব্যাখ্যাটা শুনিয়ে দেন,—শুনে-টুনে খুসী হয়ে বোর্ডিংএর পথ দেখি। রাত্রি ক্রমশঃই বাড়ছে।"

নীচেকার ঠোঁট দিয়া উপরের ঠোঁটটা ঠেলিয়া, মুখ বিকৃত করিয়া পরম তাচ্ছিল্যভরে হিতেন্দ্র বলিলেন, "তপো দানাপমানঞ্চ গোপ্যান্যেতানি যত্নতঃ—অপমানকে যত্নপূর্ব্বক গোপন করাই উচিত। সুতরাং আর বলছি নে, গল্প-ব্যাখ্যা ঐ পর্য্যন্তই থাক, যতক্ষণ না কড়া সমালোচনা করতে পারছি। আমিও সহজে ছাড়ছিনে।"

বিদ্যুৎ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "ও গল্পের আর কি সমালোচনা হবে শুনি?"

প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুরে কৌতুক বলিল, "যেমন মারাত্মক গল্প, তেমনি মারাত্মক সমালোচনা হবে, কি বলুন? ও মশাই, আমায়

কিছু খাওয়াতে রাজী আছেন কি, তাহ'লে কবুল করুন। আমি ছুনিয়ার সেরা সেরা গল্প বেছে নিয়ে লেখকের উদ্দেশে—অগ্নিবাণ, বরুণবাণ সব বর্ষণ করতে রাজী আছি।"

হিতেন্দ্র নিজের আঙুল গণিতে গণিতে হিসাব করিয়া বলিলেন, "আগুনে কারুর হাত পুড়িয়ে তার ওপর জল ঢেলে দিলে ফলটা যে সবিশেষ মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কিছুই নেই। সুতরাং অগ্নিবাণ বরুণবাণ একসঙ্গে কারুর ওপর বর্ষণ করবার পর, শেষে চিকিৎসার জন্যে যে আমারি ডাক পড়বে, সে বিষয়েও কোন সংশয় নেই; তখন,...আচ্ছা! হ্যাঁ—আসছে রবিবারে তোমাদের নিমন্ত্রণ রইল। তুমি, তোমার বন্ধু অজিত আর প্রশান্ত তিন জনে সকাল আটটায় এসো, রাত্রে খেয়ে একেবারে আটটায় বোর্ডিংএ ফিরে যাবে।"

আপত্তির সুরে প্রশান্ত বলিল, "এক্কেবারে এ-বেলা, ও-বেলা ছু'বেলাই নিমন্ত্রণ ?"

হাসিয়া কৌতুক বলিল, "পরের সর্ব্বনাশ করবার উৎসাহে মশাই একেবারেই যে মুক্তহস্ত হয়ে পড়েছেন ?"

বিদ্যুৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "বেজায় মহানুভব কি না !"

হিতেন্দ্র বঙ্কিম-কটাক্ষে একবার বিদ্যুতের দিকে চাহিলেন। তার পর হাই তুলিয়া আলস্য ভাঙিতে ভাঙিতে—টেবিলের দিকে ইসারা করিয়া প্রশান্তকে বলিলেন, "ওহে, সিগারেট-কেস্‌টা দাও তো একবার।"

বিদ্যুৎ কিছু বলিল না। মুহূর্ত্তের জন্য অনুযোগপূর্ণ নীরব দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল মাত্র। তার পর নিঃশব্দে ঘুমন্ত ছেলেটিকে বুকে তুলিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

চার

প্রশান্ত নির্দ্দেশমত উঠিয়া গিয়া সিগারেট-কেস্ আনিয়া দিল। কিন্তু দেখিয়া বিস্মিত হইল, হিতেন্দ্র ধূমপানের দিকে কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া—নিতান্তই অবহেলাভরে তাকিয়ার পাশে সেটা ফেলিয়া রাখিলেন। কৌতুকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি হে, নেশা-টেশা করছ আজকাল? চলে এ সব?"

সলজ্জ হাস্যে মাথা নাড়িয়া কৌতুক বলিল, "আজ্ঞে না! ক্ষীণজীবী বাঙালী সন্তানের ধাতে ওসব কি সহ্য হয়?—কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না। দিন তো মশাই আপনার ডায়েরী বইখানা।"

"কেন, কি দরকার?—"

"রবিবারে নিমন্ত্রণের কথাটা টুকে রেখে যাই। কি জানি যদি দয়া ক'রে ভুলে যান, ওটা দেখিয়ে মনে পড়িয়ে দেবার সুবিধা হবে। ঐ যে টেবিলে রয়েছে, আমি নিচ্ছি।—" কৌতুক উঠিয়া গিয়া নিজেই ডায়েরীখানা আনিল, তারপর আলোর কাছে ঝুঁকিয়া সেটার পাতা উল্টাইতে লাগিল।

পাশের ঘরে ছেলে শোয়াইয়া আসিয়া বিদ্যুৎ কি একটা কাজের জন্য সেই সময় আবার এ ঘরে ঢুকিল। তাহাকে দেখিয়াই,—হিতেন্দ্রের মনে কি কবিত্ব-রস উথলিয়া উঠিল, কে জানে,—মাথার পিছনে দু'হাত রাখিয়া তাকিয়ার উপর সোজা হইয়া শুইয়া মধুর কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি সুরু করিলেন:—

আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া, বর্ষা আসে বসন্ত ;
কারা এই সমুখ দিয়ে আসে যায় খবর নিয়ে,
খুশী রই আপন মনে, বাতাস বহে সুমন্দ ॥
সারাদিন আঁখি মেলে দুয়ারে রব একা।
শুভখন হঠাৎ এলে তখনি পাব দেখা।
ততখন ক্ষণে ক্ষণে হাসি গাই মনে মনে,
ততখন রহি রহি ভেসে আসে সুগন্ধ।
আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ ॥

বিদ্যুৎ খুব উদাসভাবেই আবার সেলাই করিতে বসিল। কবিতা শ্রবণে যে তাহার কিছুমাত্র মনোযোগ আছে, এমন কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

কৌতুক ততক্ষণে ডায়েরীর পাতা খুলিয়া কি একটা সংবাদ আবিষ্কার করিল কে জানে,—হিতেন্দ্রের দিকে পিঠ ফিরাইয়া বসিয়া, পকেট হইতে কাগজ পেন্সিল বাহির করিয়া গোপনে কি একটা ছোট কথা চট্ করিয়া লিখিয়া লইল। তারপর কাগজটুকু পকেটস্থ করিল। হিতেন্দ্র কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু বিদ্যুৎ সেটুকু লক্ষ্য করিল। কৌতূহলভরে বলিল, "ওটা কি রে কাতু ?"

কাতু চক্ষের নিমেষে একসঙ্গে অনেকগুলো পাতা উল্টাইয়া কথিত পাতাখানি বেমালুম চাপা দিয়া বলিল, "ক্যালভার্ট সাহেবের প্লুরিসীর লেক্‌চারের নোট্। আচ্ছা চাটুয্যে মশাই, সমুদ্রে ময়দানে

এর পর মনের সুখে ঘুরে বেড়াবেন, তার আগে সেই গল্পের ব্যাখ্যাটা শুনিয়ে দিন-না দয়া ক'রে।"

সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত একটু উস্‌খুস্‌ করিয়া সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের স্বরে বলিল, "বলুন না, জামাইবাবু।"

জামাইবাবু তন্ময় বিভোর চিত্তে পূর্ব্বোক্ত কবিতার শেষাংশ আওড়াইতে আওড়াইতে বিদ্যুতের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "ওঁকে পড়তে বল।"

বিদ্যুৎ তখন একদৃষ্টে চাহিয়া সূচে সূতা পরাইতেছিল। হিতেন্দ্রের কথা শুনিয়া, মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "কেন? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত কিছু 'অখাদ্য' ঘটনা বিবরণের ওপর দাবী করার সখ এর মধ্যে মিটে গেল?"

কৌতুক টিপ্পনী কাটিয়া বলিল, "সে কি মশাই? স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়েই বিদ্যে শেষ করলে চলবে কেন? ও কি অলুক্ষুণে কথা? বিদ্যে আর একটু না এগুলে আজকালের দনে চলবে কি ক'রে? উঠুন! উঠুন!"

প্রশান্ত একটু কাতর হইয়া বলিল, "পড়ুন না জামাইবাবু, —দেখুন দেখি, ওরা কত রকম ঠাট্টা করছে!—আপনি সবটা প'ড়ে শেষ ক'রে দিন তো, তাহ'লে ওরা আর কিচ্ছুটি বলতে পারবে না, এই নিন পড়ুন।—" সেই মাসিকপত্রিকাখানি খুলিয়া নির্দ্দিষ্ট পাতাটি হিতেন্দ্রের সামনে ধরিয়া প্রশান্ত পুনরায় বলিল, "পড়ুন।"

হিতেন্দ্র গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "ওহে, মহাজনদের কথাই হচ্ছে, —'নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে'।"

বাধা দিয়া বিদ্যুৎ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, "তা সুবুদ্ধি-মশাই এখানে হেসে ওড়াবার চেষ্টা ছেড়ে দুর্ব্বুদ্ধি-প্রণোদিত হয়ে মামলা-মোকদ্দমার জোগাড় করছেন, তাহ'লে কেন শুনি? সমালোচক ভাড়া করবার দরকারটাই বা কি শুনি?"

হিতেন্দ্র ফোঁস্ করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "জানো হে প্রশান্ত, একটা গ্রাম্য প্রবাদ আছে,—'পড়ল কথা সবার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে'!—"

বিদ্যুৎ যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ হইয়া কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কৌতুক তাহাকে থামাইয়া দিয়া সহাস্যে বলিল, "ঠিক বলেছেন মশাই! আমিও আপনার সম্বন্ধে ঠিক ঐ কথাটাই ভাবছিলুম! তবে পেছিয়ে পড়ছেন দেখে একটু সন্দেহ লাগছে এখন।—আচ্ছা, সে যাই হোক্—সমালোচকের খোরাক থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না তো?"

হিতেন্দ্র বারবার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "মোটেই না! মোটেই না!—'ক্ষমা নাই দয়া নাই সত্যের বিচারে, আছে শুধু পাষাণ কঠোর,—'ন্যায়'।'—আমি দুর্ব্বাসা ঋষির ঠাকুরদা! একদম খাতির নাস্তি! 'আমার বিদ্যের' সমালোচনার জন্যে আমি সর্ব্বস্ব খরচ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছি।"

"তবে আমরাও আগামী রবিবারে মহাশয়ের বাড়ীতে শুভাগমন করছি, এবং অবশ্য, অবশ্য, অবশ্যই যথাসাধ্য খরচ করাবার চেষ্টা দেখছি। নিশ্চিন্ত থাকুন। ওঠ্ প্রশান্ত, এখন বোর্ডিংএ ফেরা যাক্।"

দাদার আদেশমাত্রই প্রশান্ত উঠিয়া দাঁড়াইল। জুতা পরিতে পরিতে ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, " 'আমার বিছে' প'ড়ে শোনালেন না, জামাইবাবু? আচ্ছা ছোট্‌দিমণি, তুমি ওটা প'ড়ে শোনাবে? রবিবার দিন?"

বিদ্যুৎ চোখ তুলিয়া চাহিয়া গভীর অবজ্ঞার সহিত বলিল, "ও—আর কি শুনবি ভাই? ফিফ্‌থ্‌ ক্লাসের ছেলের বিছের খবর,—বুঝতেই পারছিস্‌, ও বিছে কদ্দূর পর্য্যন্ত হ'তে পারে! কুল চুরি, মার্ব্বেল খেলা, পাখীর ছানা, বেরাল-ছানা, আর গাছ থেকে প'ড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙা,—এর বেশী কিছু বিদ্যে ওতে থাকতেই পারে না। ওসব শুনে তোদের কোন লাভ নেই, বরং লোকসান ঢের আছে!—ওগুলো পড়ার মানেই—"

বাধা দিয়া,—হঠাৎ বীরদর্পে তড়াক্‌ করিয়া উঠিয়া বসিয়া হিতেন্দ্র সজোরে তাকিয়ার উপর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া অতিশয় দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "এ কথার কোন অর্থ নেই! পাখীর ছানা, বেরাল-ছানা ওতে মোটেই নেই! কুল-মার্ব্বেলের সন্ধানও আমি কিচ্ছু পেলুম্‌ না,—ওতে যা পাওয়া যায়, সে পিওর ফিলজফি!"

বিদ্যুৎ অবিশ্বাসভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা! ওর নাম ফিলজফি? তাহ'লে ওর গুণপনা ও রকম কেন?"

"ঐ তো মজা! ফিলজফির ফাঁকি বোঝাই তো শক্ত কথা—স্কুলের মাষ্টারকে ধোঁকা দেওয়া, বাড়ীর প্রাইভেট্‌ টিউটারকে বোকা বানানো, আর কুস্তি-শিক্ষক ওস্তাদজীকে কঠোর পরিশ্রমে ধস্তাধস্তি করিয়ে সদ্য সদ্য হায়রান্‌ ক'রে ফেলার কৌশলগুলোর

এমন নির্জ্জলা সুন্দর ছবি এঁকে দেখানো—এরই নাম ত আসল দর্শনশাস্ত্র !"

ব্যঙ্গভরে বিদ্যুৎ বলিল, "এর নাম যদি আসল দর্শনশাস্ত্র হয়, তবে নকল দর্শনশাস্ত্রের চেহারা—না জানি কেমন 'মধুর-মূরতিই' হবে !"

অভিনয়ের ভঙ্গীতে দু'হাত আস্ফালন করিয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "অবজ্ঞা ? সন্দেহ ? অবিশ্বাস ? অধঃপতনের চূড়ান্ত পরিচয় এতেই প্রকট ! হে মূঢ়ে—"

বাধা দিয়া অপ্রসন্নভাবে বিদ্যুৎ বলিল, "বোকো না, থাম ! তোমাদের কলেজের থিয়েটারে গিয়ে ওসব বাছা বাছা বোল ঝেড়ো,—খুব বাহবা পাবে ; আমার কাছে বাজে খরচ করো না, থামো বলছি !"

হিতেন্দ্র থামিলেন, কিন্তু সে মাত্র বিদ্যুতের সঙ্গে বাক্যালাপে !—প্রস্থানোদ্যত কৌতুকের দিকে চাহিয়া গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "ওহে, শোন, ইতিমধ্যে আর একটা কাজ করতে পারো ?"

কৌতুক মুখ ফিরাইয়া সহাস্যে বলিল, "কি ? কারুর মাথা ভাঙতে হবে ?"

দু'হাত বক্ষের উপর জড়াইয়া সটান সোজা হইয়া বসিয়া হিতেন্দ্র খুব গম্ভীর মেজাজে বলিলেন, "উঁহুঃ ! তবে কাছাকাছি বটে !—ময়ূরপঙ্খীর সম্পাদককে একখানি চিঠি লেখো,—" তিনি থামিয়া একটু কাসিলেন, এবং আড়চোখে বিদ্যুতের মুখের দিকে একবার কোমল কটাক্ষপাত করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিদ্যুৎ তখন

খুব হেঁট হইয়া কাঁথা সেলাই করিতেছিল, সুতরাং তাহার মুখখানা দেখিতে পাইল না।—কাজেই একটু ভগ্নোদ্যম হইয়া আর একটু কাসিয়া গলা শানাইয়া সুরু করিলেন, "সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করো—এ মাসের কাগজে 'আমার বিয়ে' নামক যে নামহীন লেখাটি বেরিয়েছে, তার প্রণেতা কে ?"

কৌতুক বলিল, "লেখক যখন নাম প্রকাশ করেননি, তখন বেশ বোঝাই যাচ্ছে, সাধারণে নাম প্রকাশ করতে তাঁর যা হোক কিছু আপত্তি আছে। সুতরাং—তা সত্ত্বেও যদি সম্পাদকমশাইকে ওরকমভাবে বিরক্ত করা যায়, তাহ'লে সম্পাদকমশাই নিশ্চয়ই আমার গালে ঠাস্ ক'রে চড়িয়ে দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করবেন, তুমি বাপু জ্যাঠামি করবার কে ? তোমার এতে কি ইন্‌টারেষ্ট্ আছে যে, এমনভাবে বে-আদবি করছ ?—তাহ'লে তখন কি জবাব দেব ? সত্যি বলতে কি, তখন আপনার নামের দোহাই মানাই অপরিহার্য্য হয়ে উঠবে ! দেখুন, তাতে রাজী আছেন ?"

মুখ কাঁচুমাচু করিয়া মাথা চুলকাইয়া হিতেন্দ্র একটু বিরক্তভাবেই বলিলেন, "আঃ, অতদূর এগুচ্ছ কেন ? আমার নাম নিয়ে টানাটানি ক'রে কি হবে ?"

কৌতুক বলিল, "তা বল্লে উপায় নেই। চলবার পথে একবার নামলে না এগিয়ে আর নিস্তার নেই, তা সে যতই চক্ষু কপালে তুলুন !—পেছিয়ে দাঁড়াবার পথ সেখানে একেবারেই নাস্তি ! পরের গর্দ্দানে কোপ বসাতে চাইলেই নিজের গর্দ্দানের মায়া ছাড়তে হবে ! —এটা সর্ব্বজনবিদিত সত্য।"

বুকের হাত খুলিয়া দু'হাতে নিজের ঘাড়ে হাত বুলাইয়া হিতেন্দ্র সকরুণ কণ্ঠে বলিলেন, "মহা-মুস্কিল!"

"কি করব মশাই? তা ভিন্ন আর উপায় নেই!—পুনশ্চ বলছি, মহাপুরুষদের নীতি যদি স্মরণ করবার ইচ্ছে থাকে, এই বেলা করুন!"

হিতেন্দ্র বিমর্ষভাবে ঘাড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বিদ্যুতের উদ্দেশে বলিলেন, "হ্যাঁ গো, কি করব, একটু ব'লে দাও না।"

সেলাইয়ের দিক হইতে চোখ তুলিয়া, বিদ্যুৎ নিম্নস্বরে বলিল, "আমায় প্রশ্ন হচ্ছে না কি?"

"তা নইলে আর কাকে বলব? আমার তো আর সইও নেই, সাঙাৎও নেই যে—"

বাধা দিয়া বিদ্যুৎ ঈষৎ ভ্রূকুটি করিল। ভাই দুটির দিকে চাহিয়া বলিল, "তোরা যা তো! অনর্থক ন্যাকামি নিয়ে সময় কাটানো দু'চক্ষে দেখতে পারিনে, যা পড়াশুনো করগে।—আর ত্যাখ্‌ কাতু, রবিবারে যদি সত্যিই তোদের খাওয়ার ব্যবস্থা এখানে করা হয়, তবে আমি মামীমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এর পর তোদের লিখে পাঠাব,—তবে আসিস্। ওঁর কথায় খবরদার নির্ভর করিস্‌নি, জানলি?"

"আচ্ছা, আসি মশাই, নমস্কার।"

তাহারা দুইজনে চলিয়া গেল।

হিতেন্দ্র খুব নিরীহভাবে খানিকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া রহিলেন।

তার পর ফোঁস্ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া করুণ ক্ষোভের উচ্ছ্বাসে কবিতা আওড়াইলেন ঃ—"হায় !—

চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কথন,
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে, জানিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে !"

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিয়া বিদ্যুৎ বলিল, "হয়েছে ওস্তাদ, থামো !—আমি বিদ্যুৎ, আমিও নিজের তরফ থেকে মুক্তকণ্ঠে বলছি,—

যতদিন ভবে, না হবে না হবে,
তোমার অবস্থা আমার সম।
নীরবে রহিব, নীরবে সহিব,
কিছু না বলিব,—"

হিতেন্দ্র বাধা দিয়া খপ্ করিয়া বলিলেন, "ক্রোধের কারণ মম ! কি বল ?"

হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া বিদ্যুৎ বলিল, "কই হোল ? ঠ্যাং খোঁড়া ছন্দ নিয়ে কাজ চলতে পারে কি ?"

তাকিয়ার উপর হেলিয়া পড়িয়া হতাশ করুণ কণ্ঠে হিতেন্দ্র বলিলেন, "হায় দুর্ব্বৃত্তা নারী ! তুমি সকল তাতেই আমায় অচল ক'রে দিতে চাও ?"

"যিনি সোজা পথে চলতে জানেন না, তিনি আপনা থেকেই অচল হয়ে দাঁড়ান। কোন নর-নারীর দুর্ব্বৃত্ততায় তাঁর কিচ্ছু এসে

যায় না !—জ্ঞানী লোকেরা স্পষ্টই ব'লে গেছেন, 'পথ ছোড়্‌কে যো বিপথমে যা'গা ওহি গিরে গা' !"

হিতেন্দ্র গোঁফে তা লাগাইয়া খুব গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এবার আমার রাগ করবার প্রবৃত্তিটা খুব বাড়িয়ে তুলতে ইচ্ছে হচ্ছে !"

হাসিমুখে বিদ্যুৎ বলিল, "ভালই তো, কোন চিন্তাশীল লেখকের ভাষায় আমিও না হয় বলছি, পুরুষের প্রবৃত্তির মধ্যে যখন জেগে ওঠে আদিম দানবীয় শক্তি তখনই হয় তা মারাত্মক।"

সবিস্ময়ে বিদ্যুতের মুখের দিকে চাহিয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "সর্ব্বনাশ করেছ ! তুমি ও-কথাটা পেলে কোথায় ?"

নিশ্চিন্ত-মুখে বিদ্যুৎ বলিল, "চাকরটা বাজার থেকে কাল যে কাগজের ঠোঙায় ক'রে ময়দা এনেছিল,—সেই ঠোঙাটা—"

রুদ্ধশ্বাসে হিতেন্দ্র বলিলেন, "গত বছরের ভাদ্র মাসে 'বাঁশরী' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল ?"

"কোন্ মাসের তা অত দেখিনি, তবে 'বাঁশরী' পত্রিকাই বটে। ঠোঙাটার জোড় খুলে, প্রবন্ধগুলোর ওপর একটু চোখ বুলিয়ে দেখলুম। বিয়ে জিনিসটার সত্য স্বভাব বর্ণনা ক'রে একজন মাতব্বর বেশ অনেকগুলি কথা বলেছেন দেখলুম—"

"হায় হায় গো !—ওটা তোমায় পড়তে দেব না বলেই কাগজখানা পড়েই তাড়াতাড়ি মুদীর দোকানে চালান ক'রে দিয়ে নিশ্চিন্দি হয়েছিলুম, আর মুদী ব্যাটা কি না বে-ওজর ঐটেকেই রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিয়ে বসল ?"—তিনি আবার শুইয়া পড়িলেন।

গোঁফ চুমরাইয়া অতিশয় করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "অসাধ্য ! একেবারেই অসাধ্য !"

হাসিয়া বিদ্যুৎ বলিল, "বাস্তবিক আমিও তাই দেখছি ! তুমি যেটি আমায় ফাঁকি দিয়ে লুকুতে চাও, আমি ঠিক সেইটিই সকলের আগে টের পাই ! এ বেশ মজা কিন্তু ! দেখছ ? একেই বলে 'বিধির মার' !"

হিতেন্দ্র মাথা নাড়িয়া সমর্থন জানাইয়া বলিলেন, "ব্যাপারটা ক্রমশঃই 'তুনিয়ার বার' হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু ছাখো, ঠাট্টা নয়,—ওসব লেখা মেয়েদের পড়বার বা আলোচনা করবার উপযুক্ত মোটেই নয়, জানলে ? যা পড়েছ,—সে সব ভুলে যাও !"

প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপভরা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বিদ্যুৎ, মিটিমিটি চক্ষে চাহিয়া, মিহিস্বরে বলিল, "কেন বল দেখি ? অনেকগুলো ভয়ানক সত্য 'বিবাহের বিভিন্ন রূপ' প্রবন্ধটিতে প্রকাশ করা হয়েছে তাই, নয় ? এমন কি, সেই···—বর্ব্বর পশুজনোচিত ক্ষুধা মিটাবার উদ্দেশ্যটা পর্য্যন্ত খোলাখুলি ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ব'লে,—নয় ?"

হিতেন্দ্র চক্ষু বুজিয়া মাথার উপর তু'হাত তুলিয়া আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বলিলেন, "আজ বিকেলে বেড়াতে বেরুনোই আমার পক্ষে নিরাপদ্ ছিল। এসব বিপজ্জনক কৈফিয়ৎ এড়িয়ে তাহ'লে স্বস্তি পেতুম !"

বিদ্যুৎ বলিল, "এ আপদ সেজন্যে অনেক অনুনয়ই করেছিল, স্মরণ আছে আশা করি ? এতক্ষণের পর অনুতাপ ক'রে লাভ নেই, —কিন্তু আমার কথা না শুনে চললেই পদে পদে বিপদে পড়তে হবে, মনে রেখো।—"

চক্ষু বুজিয়াই গোঁফে আঙুল চালাইতে চালাইতে হিতেন্দ্র নিম্নস্বরে বলিলেন, "অতঃপর আমার পক্ষে সম্পূর্ণ নিরুত্তর থাকাই মঙ্গল।"

বিদ্যুৎ হাসিমুখে বলিল, "আমিও তাহ'লে একটু স্বস্তি পেয়ে বাঁচি!"

পাঁচ

রবিবার সকালে বিদ্যুৎ নিজের শোবার ঘরে টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া কি একটা জিনিস খুঁজিতেছিল। কিছুক্ষণ আগে সে স্নান করিয়া আসিয়াছিল, পিঠের উপর খোলা চুলগুলি এলাইয়া পড়িয়াছিল। পরণে আটপৌরে সাজ-সজ্জা। সদ্যঃস্নাত স্নিগ্ধ সুন্দর মুখখানি, কি একটা দুষ্টামির চিন্তায় যেন কৌতুকোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

পিছন হইতে খালি পায়ে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া হিতেন্দ্র আচমকা খুব জোরে কাসিয়া উঠিলেন। চমকিয়া বিদ্যুৎ,—এক হাতে মাথায় কাপড় তুলিয়া দিতে দিতে অন্য হাতে ত্রস্তে ড্রয়ার ঠেলিয়া বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি চাবি বন্ধ করিতে লাগিল। হিতেন্দ্র আগাইয়া আসিয়া চাবির গোছাশুদ্ধ হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা! চাবিটি ছাড় দেখি!"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া বিদ্যুৎ বলিল, "কেন বল দেখি? লাট সাহেব হয়ে গেছ যেন একেবারে, না?"

মৃদুমন্দ হাসির সহিত হিতেন্দ্র মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, " 'লাট'ও হইনি, 'সাহেব'ও হইনি, 'যেন'ও হইনি, আর 'একেবারে'ও হইনি,—আমি যে হিতেন চাটুজ্যে, সেই হিতেন চাটুজ্যেই আছি! নিশ্চিন্ত থাক। আসল কথা চাবিটা ছেড়ে দাও দয়া ক'রে।—"

"আমার অত দয়া-টয়া নেই! ভ্যাখো, সক্কালবেলা এ সব খুনসুড়ি ভাল লাগে না। চাবি ছাড়ো!"

"তুমিই ছাড়ো না, সেইটেই বেশ ভাল হবে।"

"অত বেশ ভাল'য় আমার কাজ নেই, খুব মন্দই আমার পক্ষে ভাল।"

"আহা, ড্রয়ারটা একটু 'সার্চ্চ' করতেই দাও না, দেখি না, ওতে কি সব সম্পত্তি আছে—"

রাগে লাল হইয়া বিদ্যুৎ সবেগে মাথা নাড়া দিয়া বলিল, "ঘোড়ার ডিম আছে! হাতীর ডিম আছে!—খাবে?"

হিতেন্দ্র হঠাৎ কৌতুকময় হাসির উচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া উঠিলেন; বিদ্যুতের হাত ছাড়িয়া দিয়া, খাটের উপর বসিয়া পড়িলেন; হো হো শব্দে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এই প্রাতঃকালে চমৎকার পুষ্টিকর খাদ্যগুলি আমদানি করলে যা হোক্! বলিহারি গিন্নিপনা! ঘোড়ার ডিমের সঙ্গে হাতীর ডিম। বাপ্!"

মুক্তি পাইয়া বিপন্ন বিদ্যুৎ রাগ সামলাইবার সুযোগ পাইল।

ঝোঁকের মাথায় কি যে অসংলগ্ন কথা মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে,—সেটা স্মরণ করিয়া একটু অপ্রস্তুত বিব্রত হইয়া উঠিল। একটু হাসিও পাইল, এবং পাছে সেটা ধরা পড়িয়া যায়, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া পলাইল।

মুহূর্ত্তে হিতেন্দ্র চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "খোকা উঠেছে, একে নিয়ে যাও।"

কিন্তু বিদ্যুতের কোন সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না। হিতেন্দ্র বিপন্ন হইলেন। ছেলেটি যে এইখানেই খাটে শুইয়া ঘুমাইতেছে, সেটা তিনি পূর্ব্বে দেখেন নাই,—এবং বোধ করি, বিদ্যুতেরও মনে ছিল না, তাই হাসির সময় সতর্ক করিয়া দেয় নাই। এখন হাসির শব্দে এই যে নিদ্রিত শিশুটি জাগিয়া উঠিয়া কান্না সুরু করিল,—ইহার প্রতীকারের উপায় ?

নিকটে ঝি-চাকরদের কাহারও সন্ধান পাওয়া গেল না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া অগত্যা হিতেন্দ্র নিজেই ছেলেটিকে বুকে তুলিয়া লইয়া, বারান্দার বাহির হইলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তে বারান্দার থামের আড়ালে দুখানি ছোট সুন্দর পা ও একখানি কাপড়ের আঁচল নজরে ঠেকিল। কোন একজন মানুষ যে সেখানে আত্মগোপনের ব্যর্থ চেষ্টায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে,—সেটা স্পষ্টই বোঝা গেল। নিঃশব্দে নিকটে আসিয়া হঠাৎ সামনে হাজির হইয়া, গুপ্ত প্রাণীটির মুখোমুখি দাঁড়াইলেন!—হাসি চাপিবার জন্য দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া বলিলেন, "নাও! এ ছোকরা বড় বদ্‌মাইসি সুরু করেছে, কেবল তির্‌বির্ তির্‌বির্ ক'রে লাফাচ্ছে,—একে একটু ঠাণ্ডা কর।"

বিদ্যুৎ কষ্টে-স্বষ্টে খানিকটা গম্ভীর হইয়া, ভৎ´সনাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া, ছেলেটিকে বুকে লইয়া বলিল, "ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে এবার নিশ্চিন্ত হ'লে তো !"

কপট গাম্ভীর্য্যে মাথা চুলকাইয়া হিতেন্দ্র অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলিলেন, "তা তো হলুম, কিন্তু হাতীর ডিম পদার্থটি কি, বলতে পারো ? আমি তো ওর মানে কিছুই খুঁজে পাচ্ছিনে। জিনিসটা কি গো ?"

"জানি নে, সরো।"—বলিয়া বিদ্যুৎ একটু সরিয়া গিয়া থামের কোণ ঘেঁসিয়া বসিল। হিতেন্দ্র সামনের থামের গায় হেলিয়া দাঁড়াইয়া ছোট শিশুর মত আবদারের ভঙ্গীতে বলিলেন, "বল না,—হাতীর ডিম বস্তুটি কোত্থেকে আমদানী করলে ?"

সলজ্জ দৃষ্টি তুলিয়া বিদ্যুৎ চুপি চুপি বলিল, "সারাদিন ঐ নিয়ে জ্বালাতন করবার মতলব, না ? ছাখো, কারুর সামনে যদি এ সব কথা বলবে, আর ঐ বীরভোগ্যা বসুন্ধরার দোহাই দিয়ে যদি চাবি কাড়তে আসবে, তাহ'লে ভাল হবে না, তা ব'লে রাখছি কিন্তু।"

"না ব'লে রাখলেও কোন হানি ছিল না, কারণ, হাতীর ডিম জিনিসটা কি, সেটা ব্রহ্মাণ্ড শুদ্ধ লোককে না জিজ্ঞাসা ক'রে আমি আজ কোন মতেই ঠাণ্ডা হ'তে পারব না।"

অপ্রসন্ন এবং কতক নিরুপায় হইয়াই বিদ্যুৎ বলিল, "তাই ঠাণ্ডা হোয়ো, কিন্তু আমি বার বার ক'রে ব'লে রাখছি, ছেলেরা সবাই আজ খেতে আসবে। আজ সারাদিন ওদের নিয়ে মনের সুখে যত পারো হো হো ক'রে চেঁচিও, আর এর গর্দ্দান নেওয়া, ওর মাথা

নেওয়ার পরামর্শ ক'রে সময় কাটিও, কিছু বলব না। কিন্তু বারোটার সময় সকলের খেতে বসা চাই, এর বেশী দেরী যেন না হয়, জানলে ?"

হিতেন্দ্র একবার এদিক্-ওদিক্ চাহিলেন, তার পর হঠাৎ বিদ্যুতের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুর করিয়া গান ধরিলেন—"জানি জানি কপাল ভেঙেছে যখন—!"

দু'হাতে হিতেন্দ্রের চিবুক ধরিয়া ঠেলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি নিজের মাথাটা যথাসম্ভব পিছাইয়া লইয়া বিদ্যুৎ বেশ রাগের ভঙ্গীতেই বলিল, "অসভ্য কোথাকার, কি মনে করেছ বল দেখি ? কলেজ হাসপাতালের ডিউটী নেই ব'লে আজকাল একেবারেই সাপের পাঁচ পা দেখতে পেয়েছ, নয় ?"

নিকটবর্ত্তী থামের গায়ে ঠেস দিয়া বসিয়া হিতেন্দ্র মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, "দোহাই ধর্ম্ম বলছি,—পাঁচ পা নয়—দুখানি পা দেখতে পেয়েছি,—তাও ঠিক এইখানে, এই থামের আড়ালে !"—বিদ্যুৎ ইতিপূর্ব্বে যেখানটায় লুকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তিনি সেই স্থানটা আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিলেন।

বিদ্যুৎ রাগভরা মুখেই একটু হাসিয়া ফেলিল।—ক্ষোভ-করুণ কণ্ঠে বলিল, "কে জানে, ওখানেও তোমার নজর পড়বে ! আমি ভেবেছিলুম, থামের আড়ালে এখন লুকিয়ে থাকি, তার পর দেখতে না পেয়ে তুমি চ'লে গেলে, ছেলেটাকে তুলে নিয়ে পালাব চুপি চুপি !—তা তোমার জ্বালায় যদি একটা মতলব হাসিল করবার যো আছে !"

"সত্যপীরের সিন্নি মান না, মতলব হাসিল হবে।"

"মানছি। যেন শীগ্‌গির ক'রে,—একেবারেই ম'রে যাই, তার পর তুমি কাকে এত জ্বালাতন পোড়াতন কর,—তা যেন দু'চক্ষু ভ'রে দেখতে পাই।"

"দু'চক্ষু কেন? দশ চক্ষু ভ'রে, মনের সুখে—আমার দুঃখ-দুর্গতিগুলি দেখো, কোনও বাধা নেই, কিন্তু দোহাই তোমার,—'শীগ্‌গির ক'রে' আর একেবারে মোরো না।—একটু রয়ে সয়ে অন্ততঃ দুশো পাঁচশো বছরে ও কাজটা ধীরে সুস্থে শেষ কোরো। না হ'লে, ও কাজটায় আমি মত দিতে পারব না, তা পূর্ব্বাহ্লেই ব'লে রাখছি।"

"সাধে মেয়েরা বিদ্রোহী হয়?"—বিদ্যুৎ মুখ তুলিয়া চাহিয়া একটু হাসিল। চুপি চুপি বলিল, "আমাদের মরণটাকেও তোমাদের মতামতের ফরমাস খাটতে হবে?"

গোঁফে তা দিয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "একান্ত ইচ্ছা তো তাই।—কিন্তু হায় দেবি,—কেন জ্ঞানপাপী হয়ে এ সব অনিষ্টকর প্রশ্নের অবতারণা করছ?"

বিদ্যুৎ বলিল, "তাই ত গো দেবতা,—তোমাদের ইষ্টসিদ্ধির পথে কেবল চক্ষু বুজে—অজ্ঞান-পাপী হয়ে চলাই আমাদের—"

বাধা দিয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "ত্যজ দুর্জ্জন-সংসর্গম্‌!"—তার পর ছেলেটিকে ধরিয়া সজোরে নাড়া দিয়া বলিলেন, "ওহে ছোকরা, তুমি এই সময় জোর তালে কান্নাকাটি সুরু কর না বাপু,—ও সব বদখৎ চিন্তা অথই তলে তলিয়ে যাক! আমিও কৈফিয়তের দায়ে অব্যাহতি পেয়ে বাঁচি।"

আচমকা নাড়া পাইয়া ছেলেটি সভয়ে চীৎকার করিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল। বিদ্যুৎ ছেলেভুলানো ছড়া আওড়াইয়া ছেলেকে ঠাণ্ডা করিল,—তারপর হিতেন্দ্রের দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গভরে বলিল, "কি সুখের দশাই হয়েছে!—পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, কলেজ নেই, হাসপাতাল নেই, ক্লাসের বন্ধুরা সব দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে,—এখন 'নাই কাজ, তো খই ভাজ'! বাড়ীতে ব'সে ব'সে খালি বীরমাতুনী! একটু লজ্জাও করে না?"

মুখখানা যথাসাধ্য গম্ভীর করিয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "তোমায় দেখে, সময় সময় বিলক্ষণ লজ্জাশীল হয়ে উঠতেই বাধ্য হই,—বড় দুঃখের বিষয়! দেখছ না, সেই দুঃখের খাতিরেই আমার অত সাধের সিগারেট-মেধ যজ্ঞটার একেবারে নির্ব্বাণ আহুতি দিয়েই ব'সে আছি!—প্রফেসাররা ব'লে দিয়েছেন, খাটুনী বন্ধ ক'রে, 'থিন-বডী'টার উন্নতি করগে, তুমি ব'লে দিলে সিগারেট বন্ধ ক'রে চুপচাপ ব'সে থাকগে।—এখন সময় কাটাই কি নিয়ে? কাজের দিক সব ফাঁক হয়ে গেছে।—'কুকুরকে দিলে মুগের পথ্যি, কুকুর বলে এ কি বিপত্তি'—জানো ত? এ নিষ্কর্ম্মণ্যতা হজম করতে হ'লে সংসারের দু'চারটে মানুষকে জ্বালাতন করা চাই,—না হ'লে দিন কাটে কিসে?"

স্মিতমুখে বিদ্যুৎ বলিল, "তাই দেখছি! না হ'লে 'আমার বিত্তে' সমালোচনা করবারই বা কি দরকার ছিল, আর সেটাকে নিজের ব'লে দাবী করবারই বা কি জরুরী আবশ্যক ছিল,—আর আমার সইয়ের খোঁজ-খবর নেবার দিকেই বা কি প্রয়োজন ছিল,

তার কোন কারণই খুঁজে পাইনে! অলস মগজই যে ভূত-প্রেতের তাণ্ডব-নৃত্যের কারখানা হয়, সে আমি ঢের দেখেছি, তোমার ভেতর আর বিশেষ ক'রে দেখবার কিছুই নেই।"

হিতেন্দ্র ফোঁস্ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া,—ঢুলুঢুলু চক্ষে ঊর্দ্ধে চাহিয়া ভাববিহ্বল কণ্ঠে কবিতা আওড়াইলেন—

"হায় দেবি,—অভদ্রা বর্ষাকাল,
হরিণ চাটছেন বাঘের ছাল;
শোন্ রে হরিণ তোরে কই
সময় বুঝে সকল সই!"

হাসিয়া বিদ্যুৎ বলিল, "আহা গো দেবতা, তোমার সম্বন্ধেও ঠিক অম্নি ভাবে, অম্নি ভঙ্গীতে ঠিক ঐ কথাগুলি আমিও আওড়াতে পারতুম, যদি চক্ষুলজ্জায় না বাধত! ভগবান্ মেরে রেখেছেন, কি করি বল!—না হ'লে সকালবেলা কাজের সময়, এম্নি ক'রে ছেলে কাঁদিয়ে দিয়ে কেউ যদি আমায় জব্দ করতে আসতেন,—তা হ'লে ভাল করেই আজ তাঁকে দেখে নিতুম!"

"মন্দ ক'রে দেখাটাই তোমার অভ্যাস, আমি কি করব বল?—নইলে সামনেই স-শরীরে ব'সে আছি—"

বাহিরের দুয়ারের কাছ হইতে ব্যঙ্গ-বিকৃত উচ্চকণ্ঠে ডাক আসিল, "ডাক্তার চট্-পট্-ধাই, বাড়ী আছেন? একটা 'কল' আছে মশাই, শীগ্রী আসুন।"

"এ আবার কোন্ ফক্কড়? দেখি—" বলিয়া হিতেন্দ্র উঠিয়া পড়িলেন। বিদ্যুৎ হাসিমুখে বলিল, "চিনতে পারছ না! কাতু যে।"

সই

"কাতু?" সবিস্ময়ে ক্ষণেক নির্ব্বাক্ থাকিয়া হিতেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "তাই তো বটে! ছোকরা আচ্ছা গলার স্বর বদল করার বিদ্যে শিখেছে তো!"

সঙ্গে সঙ্গে মুখ বাড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, "হ্যাঁ হে, মুখ্‌খুজি বাড়ীতেই আছি! তোমার কল-কারখানা নিয়ে এইখানেই এস, দেখি কেমন চেহারা!"

ছয়

প্রশান্ত, কৌতুক এবং কৌতুকের সমবয়স্ক বন্ধু অজিতনাথ আসিয়া বারান্দায় পৌঁছিল। অজিতের সঙ্গে কৌতুকের খুব বন্ধুত্ব।—অজিত প্রায়ই মাঝে মাঝে এ বাড়ীতে আসে। কৌতুকের সম্পর্ক ধরিয়া বাড়ীর সকলের সঙ্গেই যথাযোগ্য আত্মীয়তা করিয়া লইয়াছে।

"ভাল আছেন, জামাইবাবু?"—বলিয়া হিতেন্দ্রের উদ্দেশে হাসিমুখে নমস্কার করিয়া, অজিতনাথ বিদ্যুৎকে প্রণাম করিল। স্নেহসম্ভাষণপূর্ণ শুভ কামনা জানাইয়া, বিদ্যুৎ বলিল, "চল ভাই, সতরঞ্চি বিছানো আছে, বসবে চল। মা বাবা ভাল আছেন? বাড়ীর চিঠি-পত্র পেয়েছ?······"

কৌতুকের নমস্কারের উত্তরে হিতেন্দ্র ততক্ষণে তাহার পিঠে

তিন থাবড়া ঠুকিয়া,—সহাস্যে বলিলেন, "কি হে, বে-আদবচন্দ্র, আমার জন্যে কল-কৌশল কি এনেছ, দেখাও।"

পিঠ সামলাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কৌতুক বলিল, "দাঁড়ান মশাই,—ধীরে-সুস্থে হচ্ছে। অত তাড়াতাড়ি করেন কেন? শিবচন্দ্র বাবাজী এসেছেন জানেন?"

শিবচন্দ্র হিতেন্দ্রের এক দূর-সম্পর্কীয় ভাগিনেয়। কলিকাতাতেই তাঁহাদের বাড়ী। অল্পবয়সেই ওকালতী পাশ করিয়া আলিপুরে যাতায়াত সুরু করিয়াছেন। লেখায়, পড়ায়, বৈষয়িক, সাংসারিক সকল বিষয়েই ছেলেটির বুদ্ধি চৌকশ। হিতেন্দ্রের এবং চার পাশের অনেক আত্মীয়-আত্মীয়ার আপদে-বিপদে সুখে-সম্পদে তিনি বল-বুদ্ধি ভরসাস্থল ছিলেন। বয়সে ছোট ভাগিনেয় হইলেও বুদ্ধির জন্য হিতেন্দ্র তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধাপূর্ণ স্নেহের চোখে দেখিতেন। আজ শিবচন্দ্রকেও তিনি এখানে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

শিবচন্দ্র আসিয়াছেন শুনিয়াই বিদ্যুৎ ব্যস্ত হইয়া প্রশান্তকে ছেলের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া বলিল, "আমি দেখি গে যাই, বাড়ীতে পা দিলেই সে ছেলের খিদে পায়,—"

ডান হাতে ছাতা দোলাইয়া বাঁ হাতে খাবারের প্রকাণ্ড ঠোঙা লইয়া, বারান্দায় আবির্ভূত হইয়া শিবচন্দ্র সহাস্যে বলিলেন, "সত্যি বৌমা, বাড়ীতে পা দিলেই খিদেয় আমি চোখে অন্ধকার দেখি! এই দেখুন, রাস্তায় আসবার সময় তাই এক ঠোঙা তেলে-ভাজা বেগুনী ফুলুরী কিনে নিয়ে এলুম। দিদিমাকে ব'লে এসেছি, সের-দুই চাল-ভাজা পোয়াটাক তেল মেখে পাঠিয়ে

দিতে।—আর আপনি ততক্ষণে সের-পাঁচেক চায়ের জল তৈরী ক'রে আনুন।"

বিদ্যুৎ মাথার কাপড় টানিয়া জনান্তিকে অস্ফুট স্বরে বলিল, "ছেলে যদি ভুলেও একটি ছোট কথা বলেছেন! সব বড় বড় কথা।"

কৌতুক মাঝখান হইতে ফশ্ করিয়া বলিল, "নরাণাং মাতুলক্রমঃ! কি বলুন শিবু মামা? চট-পট-ধাইয়ের ভাগ্নে বানরজী, তিনি আবার উকীল! সোনায় সোহাগা একেবারে! ছোট কথা বল্লে চলবে কেন?"

ছাতাটা যথাস্থানে রাখিয়া, ঠোঙাটা সতরঞ্চির পাশে বসাইয়া—জুতা খুলিতে খুলিতে শিবচন্দ্র বলিলেন, "তা বটেই তো! ছোট কথার কি 'কাল' আছে? এখন তুমি কবে থেকে আমায় 'বাবা' বলে ডাকছ, তা বল।"

ঐ সম্বোধনটির জন্যে কৌতুকের উপর অনুরোধ উপরোধ, এমন কি, রীতিমত স্নেহের উৎপীড়ন পর্য্যন্ত শিবচন্দ্র সময় সময় চালাইতেন। কিন্তু প্রস্তাবটায় রাজী হইবার পক্ষে, কৌতুকের আপত্তি ছিল ভয়ানক। কথায় কথায় জবাব যোগাইয়া, শিবচন্দ্রকে উপহাস করিতেও বড় একটা ত্রুটি রাখিত না। কাজেই আজ অনুরোধ করা মাত্রই কপট-গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল, "আপনি যে দিন থেকে ঐ মধুর সম্বোধনে আমায় আপ্যায়িত করতে সুরু করবেন, আমিও সেই দিন থেকে ও-বিষয়ে বিবেচনা করব।"

বিদ্যুৎ স্নিগ্ধ-হাস্যে অস্ফুট স্বরে বলিল, "এবার কি বলবেন, ছেলে-মামা?"

বয়সে অনেক বড় ভাগিনেয় বলিয়া বিদ্যুৎ, শিবচন্দ্রকে "ছেলে-মামা" বলিয়া ডাকিত। এ সম্বোধনের আর একটা কারণ,—শিবচন্দ্র ঐ খুদে মামীটিকে কস্মিন্‌কালেও মামীমা বলিতে পারেন নাই,—গায়ের জোরেই সকল শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করিয়া নিজেকে পূজনীয় গুরুজনের আসনে বসাইয়া,—শ্বশুর-শাশুড়ী-গণের অনুকরণে বিদ্যুৎকে "বৌমা" বলিয়া ডাকিতে সুরু করিয়াছিলেন। কাজেই নিরুপায় বিদ্যুৎ দায়ে পড়িয়া সামঞ্জস্য-রক্ষার জন্য একটা নিজের খুশীমত সম্বোধন বাছিয়া লইয়াছিল।

বিদ্যুতের কথায় অপ্রতিভ শিবচন্দ্র একটু হাসিয়া বলিলেন, "এ ব্যাটাকে একদিন উত্তমমধ্যম দিয়ে সোজা না করলে আর উপায় নেই দেখছি—"

কৌতুক বাধা দিয়া বলিল, "ব্যাটা নয়,—ব্যাটা—একজোড়া 'ব' 'আকার' উচ্চারণ করুন।"

"এই যে করছি"—বলিয়া শিবচন্দ্র জুতা ছাড়িয়া সতরঞ্চিতে তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া কৌতুকের ঘাড়ে এক চড় বসাইলেন। কৌতুক ব্যথিত ঘাড়ের উপর হাত বুলাইয়া সরিয়া বসিতে বসিতে বলিল, "বানরজীর হাতের চড়টি আস্ত বাঁদুরে সাইজের!—উহুঃ! আর নয় বৎস, থামুন!—কই, পিওনের কাছ থেকে চিঠিগুলো যে নিয়ে এলেন,—গেল কোথা? উকীলী বুভুক্ষায় উদরস্থ ক'রে ফেললেন না-কি?"

পকেটে হাত পূরিয়া চিঠি বাহির করিতে করিতে শিবচন্দ্র বলিলেন, "আমি না এসে পড়লে, বুঝলে হিতু মামা,—আর একটু

হলেই তোমার চিঠিগুলো এই ডাকাতটা মেরেছিল আর কি!
—মোড়ের মাথা থেকে দেখছি, দুয়ারে দাঁড়িয়ে দিব্যি ডাকপিওনটার সঙ্গে ঘরকন্নার কথা জুড়ে, ভাবসাব জমিয়ে সুড়্-সুড়্ ক'রে চিঠি আদায় করা হচ্ছে!—দেখেই আমি ছুটতে ছুটতে এসে ছোঁ মেরে চিঠিগুলো পিওনের হাত থেকে তুলে নিলুম! না হ'লে ওর আর 'পাত্তাই' পেতে না!"

আরোপিত অভিযোগের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি না জানাইয়া কৌতুক হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। অজিত স্মিতমুখে বলিল, "চিঠির কথা তুলে কাতু আপনাকে আচ্ছা ফাঁকি দিলে!—বকুনি ভুলে গেলেন মামা?"

হিতেন্দ্রের দিকে চিঠিগুলো আগাইয়া দিয়া শিবচন্দ্র বলিলেন, "ভুলব কি? দাঁড়াও, চাল-ছোলা ভাজা এসে পড়েছে, আগে সেগুলোর সদ্গতি করি, তার পর ও ব্যাটাকে দেখে নিচ্ছি।"

কৌতুক উদাসগম্ভীর মুখে বলিল, "ভুল হচ্ছে,—একজোড়া 'ব'-এ আকার হবে।"

গৃহিণী মামীমা এক থালায় চাল-ছোলা ভাজা, ও আর এক থালায় কতকগুলি নোনতা খাবার ও মিষ্টি লইয়া স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। পিছনে একজন চাকর কেটলীতে গরম জল ও চায়ের সরঞ্জাম বহিয়া আনিল। গৃহিণীকে দেখিয়া বিদ্যুৎ সসম্ভ্রমে মাথায় অনেকখানি কাপড় টানিয়া—বারান্দার একপাশে ঘেঁষিয়া চা তৈরী করিতে বসিল।

গৃহিণী খাবারের থালা নামাইতেই, তাঁহার সঙ্গে দুই চারিটা

পরিহাস করিয়া শিবচন্দ্র বলিলেন, "দিদিমা, আপনি শুদ্ধু আমাদের সঙ্গে এই চাল-ভাজার ব্রেক-ফাষ্টে ব'সে যান না! ছোলা-ভাজা চিবুতে যদি আপনার কষ্ট হয়, আমি নয় চিবিয়ে চিবিয়ে দেব, কি বলুন ?"

ছেলেরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল! কৌতুক বলিল, "মামীমা, ও কথাটার জবাব দেবার জন্যে আমায় অনুমতি দিন তো,—আপনার এই ফাজিল নাতিকে আমি একবার দেখে নিই!"

শশব্যস্তে শিবচন্দ্র বলিলেন, "খবর্দ্দার দিদিমা,—ও কাতুকুতুর হাতে,—ওকালতনামা ছাড়বেন না, ছাড়বেন না! পরকালটি একদম সাফ ক'রে দেবে! তার চেয়ে আমায় 'পাওয়ার অফ্ এ্যাটর্ণী' করুন যে—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া কৌতুক বলিল, "যে—পরকালটি দু-দম্ সাফ্ হয়ে যাবে, কি বলেন ?"

মামীমা হাসিমুখে বলিলেন, "আমার দু-দমেও কাজ নেই, তিন দমেও কাজ নেই,—তোমরা ঝগড়া বন্ধ কর। অজু এধারে স'রে এস তো বাবা, খেতে ব'স সবাই। হিতু, এদের সঙ্গে একমুঠো খা-না বাবা!"

হিতেন্দ্র তখন একপাশে বসিয়া, একখানা করিয়া চিঠি খুলিয়া একে একে পড়িতেছিলেন। মামীমার অনুরোধ শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ও সব ছোটদের পক্ষেই ভাল,—আমার ভাল লাগে না। মামীমা! আমায় বরং একটু চা দিতে বলুন।"

শিবচন্দ্র বলিলেন, "সেই সঙ্গে দুটি চালভাজাও খাও না বাপু,—ছাখো, কেমন সুন্দর গরম-গরম বেগুনী এনেছি।"

কৌতুক বলিল, "আসুন না জামাইবাবু, জাত যাবে না আমাদের সঙ্গে খেলে।"

হিতেন্দ্র বলিলেন, "ওই আশঙ্কাটাই আমার সব চেয়ে প্রবল। বিশেষ তোমার সঙ্গে খেলে, আমার জাতটা তো সন্থঃ সন্থঃ গিয়ে—বসেই আছে! তুমি হচ্ছ, মুখ্‌খুজী!"

প্রশান্ত এতক্ষণ ভাগিনেয়টিকে লইয়া খেলায় মগ্ন ছিল, ইহাদের কথায় কান দিবার অবকাশ পায় নাই। এইবার বিদ্যুতের ইঙ্গিতে ছেলেটি চাকরের হাতে হস্তান্তর হইতেই—সে সরিয়া আসিয়া, থালার সামনে বেশ ভব্যযুক্ত হইয়া বসিয়া গম্ভীর-মুখে আপত্তির সুরে বলিল, "মুখুজ্জেরা মুখ্যি কুলীন, তা জানেন? এই শিবুমামারা—বাঁড়ুয্যেরা তার চাইতে ছোট, আর আপনারা, চাটুয্যেরা—"

কনুইয়ের ঠেলায় তাহাকে থামাইয়া অজিত হাসিমুখে বলিল, "ওরে থাম্, আমিও সি—এইচে নাম সই করতে বাধ্য হই। না জামাইবাবু, আপনি কিছু মনে করবেন না, আসুন,—কাতুকুতুর দৌরাত্ম্যে যদি আপনার জাত মারা যায়, আমি ফের বাঁচিয়ে দেব, কুচ্ পরোয়া নাই।"

"না ভাই, তোমরা খাও,—আমার ও সব অসময়ে খাওয়া সয় না। তোমরা খাও, আমি ব'সে দেখি।"

শিবচন্দ্র মহা চটিয়া বলিলেন, "ডেঁপোমি কোর না বাপু, থামো! —উনি সকালবেলা দুটো বেগুনী আর একমুঠো চালভাজা, তাও

খেয়ে সহ্য করতে পারবেন না,—উনি আবার ডাক্তারী করবেন! আরে বাপু, কোন্ ডাক্তারটা সুসময়ে দানাপানি পায়, আমায় দেখিয়ে দাও তো!—অসময়ে খাওয়াই তো ডাক্তারের দস্তুর!"

ঈষৎ হাসিয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "তুই আর জ্যাঠামি করিস নে শিবে, থাম্।—নিজের পেট জ্বলছে—গিলে নে,—কাজ দেখবে।"

"এস হে, আমরা ব'সে যাই।"—মুখে চালভাজা তুলিয়া চক্ষু বুজিয়া পরম আরামে বেগুনীতে কামড় দিতে দিতে শিবচন্দ্র প্রবল মুরুব্বি-আনার সুরে বলিলেন, "এই ছোকরা-ডাক্তারগুলোর দ্বারা যদি দেশের একটা উন্নতির আশা আছে! একমুঠো চালভাজা তা শুদ্ধু এরা খেতে চায় না মশাই!—এদের দুর্গতি কি হবে বল দেখি।"

হিতেন্দ্র নিরুত্তরে হাসিলেন। কৌতুক চালভাজা চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "ছোকরা-উকীলগুলি কিন্তু চালভাজা চিবিয়ে চিবিয়ে দেশের খুব উপকারসাধন করছে, কি বল শিবু মামা?—আরে চোখ চেয়ে খাও! ছাখো দেখি, তোমার এই আধ-খাওয়া বেগুনীটার মধ্যে পোকার মত কি একটা দেখলুম—"

খাওয়া বন্ধ করিয়া সবিস্ময়ে বেগুনীটা চোখের সামনে তুলিয়া বারবার পরীক্ষা করিতে করিতে—হঠাৎ শিবচন্দ্র লাফাইয়া উঠিলেন! নর্দ্দামার কাছে ছুটিয়া গিয়া, হাতের বেগুনী ও মুখের খাবারগুলো থু থু করিয়া ফেলিয়া দিয়া সরোষে বলিলেন, "রাম রাম! ব্যাটারা আস্ত পোকাটাকে বেগুনীর মধ্যে পূরে স্বচ্ছন্দে ভেজেছে মশাই, দুত্তোর!—থু থু—"

হিতেন্দ্র চিঠির উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া, শিবচন্দ্রের দিকে চাহিয়া সবিদ্রূপে বলিলেন, "কি হে মুরুব্বি, বেগুনী-ভোজন মাহাত্ম্যে দেশ সশরীরে স্বর্গের পথে ক'মাইল এগোল?"

"থামো মশাই! যা এখন গা ঘিন্ ঘিন্ করছে—ধ্যাৎ, বাজারের খাবার আবার মানুষে খায়, দাও ও-বেগুনীগুলো টান মেরে ফেলে, বাড়ীর শুকনো চালভাজাই, আচ্ছাঃ। দিন তো বৌমা, চাগুলো এগিয়ে, গলাটা আগে একটু ভিজুই।"

বেচারার অত সখের খাবারগুলি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় স্নেহময়ী প্রবীণা দিদিমা বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া 'আহা আহা' করিতেছিলেন। বিদ্যুৎও মনে মনে অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। চায়ের পেয়ালা লইয়া সামনে আসিয়া, ঘোমটার ভিতর হইতে চুপি চুপি বলিল, "ছেলে-মামা, আপনারা ব'সে খান, আমি এখনি ব্যাসন ফেনিয়ে বেগুনী তৈরী ক'রে আনছি। বাড়ীতে ব্যাসনও আছে, বেগুনও আছে।"

কথাটা মামীমার কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন, "তাই তো বটে!—আমিই যাচ্ছি, ভাগ্যিস্ কাল ব্যাসন আনিয়েছিলুম। বৌমা, এদের চা দিয়ে তুমি ধীরেসুস্থে এস, আমি চল্লুম।"—তিনি প্রস্থান করিলেন।

চিঠি পড়িতে পড়িতে—বোধ হয় কি একটা কথা মনে পড়ায় হিতেন্দ্র হঠাৎ মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বিদ্যুতের দিকে একটা গোপন কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, "মামীমা চ'লে গেছেন, না? আচ্ছা!—শিবু শোনো, কাতু আর অজু তোমরাও শোনো, আচ্ছা, 'ঘোড়ার

ডিম' ব'লে একটা জিনিস বাজারে চলে তোমরা জানো বোধ হয়, কিন্তু 'হাতীর ডিম' ব'লেও একটা টেক্‌নিক্যাল ওয়ার্ড আছে, তোমরা জানো, তার মানেটা কি ?"

বিদ্যুৎ বিদ্যুদ্বেগেই মাথা ফিরাইয়া হিতেন্দ্রের দিকে চাহিল। ঘোমটার ভিতর হইতে দু'চোখ বিস্ফারিত করিয়া নীরবে ঠোঁট নাড়িয়া সে যে কি মন্তব্য ঘোষণা করিল,—সেটা অন্তর্য্যামীই জানেন ! —হিতেন্দ্র কিছু বুঝিতে পারিলেন না, শুধু চাহিয়া দেখিলেন মাত্র ! প্রসন্ন হাস্যে বলিলেন, "বুঝলি শিবু, হাতীর ডিম ! পদার্থটা যে কি, তা জানিনে,—তবে শুনলুম, শোবার ঘরে দেরাজের মধ্যে তাকে রাখাও চলে, আর—ভদ্রলোকের পাতেও সেটা স্বচ্ছন্দে পরিবেশন করা যায় ! বলতে পারিস জিনিসটা কি ?"

শিবচন্দ্র আর যাহাই হউন,—সাংসারিক বুদ্ধিতে যথেষ্টই পাকা হইয়াছেন ! বিদ্যুতের দিকে হিতেন্দ্রের বঙ্কিম কটাক্ষ, এবং বিদ্যুতের ঐ ত্রস্ত, চকিত, অসহিষ্ণু ভাব,—এসব দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র, তাঁহার কাছে ব্যাপারটা যেন অনেক পরিষ্কার হইয়া গেল। তিনি পূজনীয় মাতুলটির কৌতূহল উপশমের জন্য জবাব দিবার কোন ব্যস্ততাই প্রকাশ করিলেন না। ঘাড় হেঁট করিয়া একান্তমনেই চালভাজা চিবাইতে লাগিলেন !

কৌতুক ও অজিত কি বুঝিল, তাহারাই জানে,—কোন জবাব না দিয়া যেমন খাইতেছিল, তেমনই খাইতে লাগিল। শুধু প্রশান্ত একটু উস্‌খুস্‌ করিয়া উঠিল,—বোধ করি 'হাতীর ডিম' পদার্থটি সম্বন্ধে তাহার মনে কিঞ্চিৎ কৌতূহল হইয়াছিল ; কিন্তু

বড় দলের কেউ কোন উচ্চবাচ্য করিল না দেখিয়া সে কোন কথা বলিতে সাহস করিল না, শুধু, এর ওর মুখপানে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিল।

বিদ্যুৎ কাহারও মুখের দিকে না চাহিয়া চট্‌পট্‌ চায়ের বাটিগুলো সকলের সাম্‌নে ধরিয়া দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সাত

কিছুক্ষণ পরে গরম বেগুনী লইয়া মামীমা আসিয়া ছেলেদের পরিবেশন করিলেন। শিবচন্দ্র তাড়াতাড়ি একটা তুলিয়া মুখে ফেলিয়াই—হঠাৎ 'উহু-হু,—আঃ' শব্দে এক উৎকট হুঙ্কার ছাড়িলেন! হিতেন্দ্র চিঠি পড়িতে পড়িতেই হাসিয়া বলিলেন, "আবার কি বিভ্রাট বাধল?"

"বড্ড গরম! মুখ পুড়ে গেল বাপু!"

"ঐ জন্যেই তো মুখপোড়া ছেলে ব'লে ডাকতে ইচ্ছে হয়! খাচ্ছিস্‌ খাচ্ছিস্‌ একেবারে চোখ বুজেই খেয়ে চলেছিস্‌! আরে, চক্ষু দুটো একটু চেয়ে খা —"

শিবচন্দ্র হিতেন্দ্রের সে কথার কোন জবাব না দিয়া দিদিমাকে লইয়া পড়িলেন!—'উঃ আঃ' করিয়া ঠোঁট চাটিয়া মুখের জ্বালা থামাইবার ব্যর্থ চেষ্টায় হুস্‌ হাস্‌ করিয়া সরোষে বলিলেন, "আপনি

কি ফাঁসুড়ে লোক দিদিমা, এমনি করেই মানুষের মুখ পুড়িয়ে দিতে হয় ? অত গরম খাবার পাতে দেয় ?"

হাসিমুখে দিদিমা বলিলেন, "তা বটে ! পাতে দেওয়াই অন্যায় হয়েছে, মুখে তোলায় কোন দোষ হয়নি ! সাধে বলছি,—একটা নাৎ-বৌ নিয়ে এস, যার হাতে প'ড়ে দিনকতকের মধ্যে একটু মানুষ হ'তে পারবে ! নইলে লোকসমাজে আর মুখ দেখিও না !"

শিবচন্দ্র মুঠা মুঠা ভরিয়া মুখে তুলিয়া চক্ষু বুজিয়া মনের সুখে চালভাজা খাইতে লাগিলেন। দিদিমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। কৌতুক বলিল, "সত্যি মামা, কি আইবুড়ো কার্ত্তিক সেজে রয়েছেন, এ মানাচ্ছে না বাপু। যা হোক্ তা হোক্ একটা বিয়ে চট্‌পট্ সেরে ফেলুন না।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শিবচন্দ্র বলিলেন, "আমি কার্ত্তিক ! আহাম্মক ! আমি কার্ত্তিকের পূজনীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র স্বয়ং ! আমার কার্ত্তিক এই,—পাশে।" তিনি কৌতুকের পিঠে সশব্দে এক চড় বসাইলেন।

মামীমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আহা, করিস্ কি রে ! বাছাকে—আমার, সবাই মিলে পিট্‌ছিস্ যে !"

শিবচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আহা, হোক্ হোক্, দু-ঘা এক-ঘা মাঝে মাঝে হওয়া ভাল, নইলে 'বাবা' বলবে কেন ?"

কৌতুক ছোলাভাজা বাছিয়া মুখে ফেলিতে ফেলিতে বলিল, "আপনি সাক্ষী রইলেন মামীমা; কে কাকে 'বাবা' বলে, তা শীগ্‌গিরই দেখ্‌তে পাবেন।"

অজিত বেশ নিরুদ্বিগ্ন চিত্তেই চালভাজা চিবাইতেছিল, আর সকলের অলক্ষ্যে মাঝে মাঝে হিতেন্দ্রের চিঠিগুলি লক্ষ্য করিতেছিল। আড়চোখে চাহিতে চাহিতে,—সেই সময় অপঠিত চিঠিগুলির ভিতর হইতে হিতেন্দ্রকে একটা সুদৃশ্য বড় খাম তুলিয়া লইতে দেখিয়া সহসা মুখ তুলিয়া চাহিয়া,—প্রশংসামুগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বাঃ, বেশ জমকালো খামে টাইপ করা চিঠি তো!—আপনার কোন বড়লোক বন্ধু বুঝি বৌভাতের নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছেন ?"

চিঠির শিরোনামার দিকটা নিজের দিকে ঘুরাইয়া লইয়া, হিতেন্দ্র ঈষৎ বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন, "কি জানি ?—টাইপ ক'রে বৌভাতের নিমন্ত্রণপত্র আমায় পাঠাবেন আবার কোন্ মহাত্মা ?"—তিনি চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

শিবচন্দ্র চিঠিখানার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "বড়লোকের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র নিশ্চয়, তার কোন ভুল নেই। নইলে অমন জাঁকালো রেশমী-খাম বাজে খরচ করতে কেউ পাঠাবে না।"

কৌতুক ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "দেখছিস্ অজু, উকীলী বুদ্ধি কি রকম অব্যর্থ সন্ধানী ?"

অজিত অত্যন্ত সম্ভ্রম জানাইয়া বলিল, "তা হবে না ? লোকে গরু চরিয়ে খায়, ওঁরা মানুষ চরিয়ে খাচ্ছেন! আমরা ওঁদের বুদ্ধির নাগাল পাব কোথা ভাই ?"

শিবচন্দ্র গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "অজিতনাথ ছেলেটি বেশ লক্ষ্মী-সক্ষ্মী,—আর এই কাতুটা, পাক্কা স্কাউন্‌ড্রেল যাকে

বলে ভাই! আচ্ছা বাবা, জো-সো ক'রে একবার একটা ক্রিমিনাল কেসের ফাঁদে পা দাও না, তার পর তোমায় দেখে নিচ্ছি!"

কৌতুক চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলিল, "আপনার আস্ফালন দেখে আমার একটা কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, ডাক্তাররা চায় দুনিয়া-সুদ্ধু লোকের রোগ হোক্!"

ঠিক, সেই মুহূর্ত্তে,—দারুণ উৎকণ্ঠা-ব্যগ্র স্বরে হিতেন্দ্র হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ওরে শিবু, এ আবার কি ফ্যাসাদ হোল ছাখ!"—তিনি সেই জমকালো খামের ভিতরের তেমনি ধরণের জমকালো কাগজে টাইপ-করা একখানা চিঠি শিবচন্দ্রের দিকে ফেলিয়া দিলেন।

কৌতুক ও অজিত অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া সমস্বরে বলিল, "কি হোল, কি হোল?"

শিবচন্দ্র নিমেষে চিঠিখানা তুলিয়া দশ সেকেণ্ডে পড়া শেষ করিয়া, হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া, দারুণ উদ্বেগ-উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "ও দিদিমা! সর্ব্বনাশ হয়েছে!—হিতু মামার সেই সোনার ঘড়িটা পাওয়া গেছে!"

অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কৌতুক বলিল, "সর্ব্বনাশ হোল, আবার ঘড়িও পাওয়া গেল? কি রকম, কি রকম?"

ততোধিক বিস্মিত হইয়া অজিত বলিল, "কি হয়েছে, ঘড়ি? জামাইবাবুর ঘড়ি হারিয়েছিল না কি? কত দিন আগে?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে শিবচন্দ্র বলিলেন, "প্রায় ছ'মাস আগের কথা হে! হারাণো কি? দস্তুরমত রাহাজানি করেছিল!

—হিতু মামার এক বন্ধুর বিয়ের নিমন্ত্রণ খেয়ে ওঁরা ক'জনে মোটরে শেষ রাত্রে ফিরছিলেন! চিৎপুর রোডের মোড়ের মাথায় হিতু মামা মোটর ছেড়ে নেমে পড়েন, পায়ে হেঁটে এইটুকু আসছিলেন আর কি—মোটরও পার হয়ে গেছে, আর আচম্‌কা তিন ব্যাটা এসে ছোরা খুলে দাঁড়িয়েছে; তার পরই আর কি, কাছে টাকা, পয়সা, ঘড়ি, চেন যা কিছু ছিল, সব হস্তগত ক'রে তারা চম্পট দেয়। তাদেরই একজন আজ এই চিঠি লিখেছে, ঘড়ি ফিরিয়ে দেবার কথা বলেছে।"

আতঙ্কে এবং উৎকণ্ঠায় অধীর মামীমা সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হইয়াই বসিয়া পড়িয়াছিলেন! একটু সামলাইয়া সভয়ে শুষ্ককণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কই বাপু, আমরা তো কাউকে গালটাল কিছুই দিইনি, তবু কেন তারা চিঠি লিখলে? ও মা, কি হবে! বাড়ীর সন্ধান পর্য্যন্ত জেনেছে!"

বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া শিবচন্দ্র বলিলেন, "এইটেই যে সর্ব্বনেশে কথা!"—চিঠিখানা চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া, দুশ্চিন্তা-গম্ভীর মুখে তিনি পুনরায় আদ্যোপান্ত পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

কৌতুক সকরুণ দৃষ্টিতে মামীমার মুখের দিকে বার দুই চাহিল। তার পর সসঙ্কোচে বলিল, "আপনি ভয় পাবেন না মামীমা। জানলেই বা তারা বাড়ীর সন্ধান,—এখানে এসে আর কি করতে পারবে?"

শিবচন্দ্র উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "কি না করতে পারবে শুনি?

কলকাতার গুণ্ডা,...দেখনি তো কখনো তাদের চেহারা, হুঁঃ! তাদের সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণাই নেই!"

অজিত ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'ও কথা বলবেন না মশাই! সাতদিন হয় নি, এখনো—হ্যারিসন রোডের মোড়ে—কাতুর পকেট মেরে বাবাজীবনরা নগদ দেড় টাকা শ্রীকরকমলেষু করেছেন!"

"তাই না কি? অতি উত্তম হয়েছে!—যেমন রাস্তায় রাস্তায় আড্ডা দিয়ে, ভিড় দেখে বেড়ানো বাবুদের স্বভাব! আচ্ছা হয়েছে, পকেট মেরেছে!"

হিতেন্দ্র কিছুক্ষণ নীরবে ভাবিয়া বলিলেন, "তা তো হোল রে! এখন এ যে মহা মুস্কিল হয়ে দাঁড়ালো!—কি করি বল্ দেখি?—আচ্ছা দেখি, ঘড়ির নম্বরটা ঠিক মিল্‌ল কি না, কত রে শিবু?—"টু—এইট্—জিরো—"

শিবচন্দ্র চিঠি দেখিয়া বলিলেন, "টু—এইট্—জিরো—ফোর্—ফোর্—"

"আচ্ছা দাঁড়া, আমার ডায়েরীটা দেখে আসি।" হিতেন্দ্র লাইব্রেরী-ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। তার পর অবিলম্বে সেদিনের সেই ডায়েরীখানা হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন, "ঠিকই মিলেছে! এই ব্যাটারাই বটে!—আমায় ভোগাবে দেখছি!—আবার বলে কি না 'আপনার দয়ায় মুগ্ধ হয়ে'!—কই বাবা, আমি যে কখন হাসপাতালে কার কি উপকার করেছি, কিছুই তো আমার মনে পড়ে না! আমার সন্দেহ হচ্ছে কেউ ঠাট্টা করলে না তো?"

মাথা চুলকাইয়া শিবচন্দ্র বলিলেন, "তা কি হয়? ওরা ঘড়ির নম্বর জানবে কোত্থেকে?"

প্রতিবাদ করিয়া কৌতুক বলিল, "তা উনি তো পুলিশে জানিয়ে এসেছিলেন, পুলিশ কি খবরের কাগজে জানায় নি?"

মাথা নাড়িয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "উহুঁ।"

মামীমা হা-হুতাশ করিতে করিতে বলিলেন, "ঘড়ি গেছ্‌ল গেছ্‌ল বাবা, প্রাণে বেঁচে থাকলে আবার হোত, কিন্তু কেনই যে কথাটা সাত কান করলি, পুলিশে জানালি?—তাদের হয়তো একটা 'আখোজ' হয়েছে!"

সূত্রটুকু আবিষ্কৃত হইবামাত্র শিবচন্দ্র বলিলেন, "তাও হ'তে পারে! আর, তাই হওয়াই সম্ভব! নইলে তোমার দয়ায় মুগ্ধ হয়ে এতখানি উদার হয়ে ওঠা, কোনো গুণ্ডার পক্ষে তো সম্ভব নয়! দিদিমা যা বলেছেন, তাই বোধ হয় ঠিক।"

দিদিমা অধিকতর ভীত হইয়া বলিলেন, "কি লিখেছে ওরা? আমাকে বল না?"

শিবচন্দ্র চিঠিখানা চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "লিখছে যে—'প্রিয় হিতু বাবু' "—কথাটা বলিয়াই তিনি অত্যন্ত অসহিষ্ণু বিরক্তি-ভরে ঠোঁট-মুখ বাঁকাইয়া নিজের মনেই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "আঃ! আস্পর্দ্ধা দেখো দেখি! 'প্রিয় হিতু বাবু'! ব্যাটারা যেন হিতু মামার এক ক্লাসের ইয়ার একেবারে!"

"তাই বটে!"—বলিয়া কৌতুক ও অজিত হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া

হাসিয়া উঠিল! হিতেন্দ্র কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, "না, হে, ঠাট্টা নয়! গুণ্ডাই হোক্, আর ডাকাতই হোক্—'শা—রা' খাতির জানে! আমার পকেট থেকে যখন সমস্ত বের ক'রে নিলে, আমি হতভম্ব হয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম, তার পর মনে পড়ল বিয়ের পত্র দু'খানার কথা!—তারা তখন চ'লে যাচ্ছিল,—বল্লুম, 'বিয়ের পত্র দু'খানা নিয়ে তোমাদের কোন কাজ হবে না বাপধন,—ও দু'খানি ফিরিয়ে দেবে কি?' দলের সর্দ্দার বেটা তৎক্ষণাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি বল্লে, 'দে রে, বাবুর দরকারী কাগজ দু'খান ফিরিয়ে দে।' সঙ্গীটা ফিরিয়ে দিলে।"

অজিত বলিল, "আপনার সাহসও কম নয় মশাই, আপনি চাইতেও পারলেন তেমন অবস্থায়?"

কৌতুক টিপ্পনী কাটিয়া বলিল, "বেড়ে রসিকতা ক'রে নিয়েছে তারা কিন্তু! কি বলুন মশাই?"

মামীমা ভয়ার্ত্তকণ্ঠে বলিলেন, "রসিকতাই বটে বাবা! মনে করলে আজও গা শিউরে ওঠে! কি কাণ্ড বল দেখি,—তিন তিন জন ছুরি খুলে আগলে দাঁড়িয়েছে! যদি এক ঘা বসিয়ে দিত, কি হোত বল দেখি?"

গতিক মন্দ দেখিয়া হিতেন্দ্র কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিলেন, "পড়্ শিবে, চিঠিটা পড়ে মামীমাকে শুনিয়ে দে।"

শিবচন্দ্র পড়িতে লাগিলেন—'আমি আপনার কাছে একশো টাকা চাই। আপনার সোনার ঘড়িটা ফেরত দিতে ইচ্ছা করি, যদি আমার এই প্রস্তাবটা গ্রহণ করেন। যদি রাজী থাকেন, তবে আসছে

কাল রাত নটায় হেদোর পূব দিকের গেটের কাছে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন, তার পর—'

মামীমা যার-পর-নাই আতঙ্কিত হইয়া বলিলেন, "ও গুরুদেব! আবার রাত্তিরে হেদোর ধারে দেখা করতে যেতে হবে, তবেই হয়েছে!"

বাধা দিয়া শিবচন্দ্র বলিলেন, "শুধু তাই? আবার মজা শোন, —লিখছে—'একা আসবেন। অন্য কেউ সঙ্গে এলে ঘড়ি পাবেন না। কাউকে একথা প্রকাশ করবেন না'।"

কৌতুক সোৎসাহে বলিল, "ব্যস্, সাফ্ জবাব! একা আসবেন। ...কাউকে একথা প্রকাশ করবেন না।—ও চাটুজ্যে মজাই, তবে কল্লেন কি? আমাদের সবাইকে জানিয়ে দিলেন? তাহ'লে আপনার ঘড়ি পাওয়ার দফা তো এইখানেই নিকেশ হয়ে গেল!"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শিবচন্দ্র বলিলেন, "কি ক'রে নিকেশ হয়ে গেল? হিতুমামা কথাটা ঘরে কাউকে চুপি চুপি জানালেন কি না, তা তারা কি ক'রে জানবে?"

"গোয়েন্দা-কাহিনী পড়েন নি? ঘরের দেয়ালগুলোরও কান আছে।"

অত্যন্ত চটিয়া শিবচন্দ্র বলিলেন, "ওসব বাজে কথা রেখে দাও তো! ঘরের দেয়ালগুলোরও কান আছে! ফাজিল কোথাকার! তোমরা তাহ'লে কেউ গিয়ে সেই গুণ্ডাদের কাছে গুপ্তকথা ব'লে এস, না হ'লে,—ঘরের দেয়াল তো কথা কইতে পারবে না, যাও ওঠো!"

কৌতুক মুখ কাঁচুমাচু করিয়া সবিনয়ে বলিল, "আমার ওপর রাগ করলে কি হবে বলুন? গোয়েন্দা-কাহিনী যদি পড়েন,—তবে জানতে পারবেন, ঘরের দেয়ালগুলোর বাস্তবিকই 'কান' আছে, জানালাগুলোরও কথা বলবার 'মুখ' আছে, এমন কি, ঐ কড়িকাঠ-গুলোর পর্য্যন্ত—নানারকম অনিষ্টকর কৌশল আবিষ্কার করবার 'মাথা' আছে!"

অজিত বলিল, "এবং—ঘরের মেঝেগুলোরও পর্য্যন্ত দৌড়ে যাবার 'পা' আছে!"

ঈষৎ হাসিয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "তোমরা যে রকম সব বিবরণ দিচ্ছ, মনে হচ্ছে,—তোমরা কোন সময়ে মঁসিয়ে লিকোর ওস্তাদ ছিলে!"

অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শিবচন্দ্র বলিলেন, "হুঁ! ওস্তাদ!—শোনো কেন হিতুমামা,—ওসব বাঁধা বুলি কর্ত্তারা কপ্‌চাচ্ছেন কোত্থেকে জানো? আমার কুবুদ্ধি হয়েছিল, তাই ওসব ফক্কড়কে কতকগুলো গোয়েন্দা-লীলার বই পড়তে দিয়েছিলুম, কাজেই আমারি ওপর আজ স্বচ্ছন্দে গুরুমারা বিদ্যে জাহির হচ্ছে! ফাজিল ছেলে সব!—বাপ-মা'রা পয়সা খরচ ক'রে লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়েছেন,—ওঁরা এই সব না শিখলে আর কি শিখবেন! ষ্টুপীড্ কাঁহাকা!"

মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিয়া কপট অভিমানভরা অনুযোগের স্বরে কৌতুক বলিল, "আহা, চটেন কেন মশাই? বাবার ওপরও বাবা আছেন, সেইটে মনে করিয়ে দিচ্ছি!"

শিবচন্দ্র ক্ষণেক চুপ করিয়া কি ভাবিলেন। তারপর উঠিয়া

গিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ সুরু করিলেন।' দূরের জানালাগুলিতে উঁকি দিয়া রাস্তার নিরীহ পথিকগুলিকে পর্য্যন্ত বে-ওজর সন্দেহের দৃষ্টিতে একদফা নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন। কৌতুক এবার সুযোগ বুঝিয়া বলিল, "দেখলেন, ভাগ্যে মনে করিয়ে দিলুম, তাই তো অব্জার্‌ভেশন বিদ্যেকে কাজে লাগাতে পারলেন!"

অতিশয় অপ্রসন্নভাবে শিবচন্দ্র বলিলেন, "থামো ওস্তাদ, এ সব ফাজলিমির কথা নয়!"

কৌতুক গম্ভীর মুখে বলিল, "কে বলছে মশাই? আপনিই তো রাগের চোটে সব কিছুকে তুড়িতে ওড়াচ্ছেন! এখন মামীমাকে চিঠিখানা শেষ পর্য্যন্ত শোনান, তার পর?"

শিবচন্দ্র পুনরায় স্বস্থানে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "শোন দিদিমা; ঐ ঘড়ি ফেরত দেবার কথা ব'লে শেষকালে লিখেছে,—'আপনার দয়ায় মুগ্ধ হয়ে আমি এই কাজটি করছি, কারণ একবার আপনি হাসপাতালে আমার খুব উপকার করেছিলেন'।"

কৌতুক গম্ভীর হইয়া বলিল, "একে কোন্ রকমের মুগ্ধ হওয়া বলে মশাই? লোক সঙ্গে গেলে ঘড়ি দেবে না কেন?"

শিবচন্দ্র বলিলেন, "শোন, চিঠির শেষে লিখেছে—'আপনার গুণমুগ্ধ—বাহাদুর সিং।' লোকটা একটা প্রসিদ্ধ গুণ্ডা! এমন দুর্দ্দান্ত লোক কল্‌কাতার গুণ্ডাদের মধ্যে খুব অল্পই আছে।"

অজিত সবিস্ময়ে বলিল, "সত্যি না কি? বাহাদুর সিং ব'লে সত্যিই একজন গুণ্ডা আছে তাহ'লে?"

"বিলক্ষণ! নামজাদা লোক! এ লোকটা দিনকে রাত করে!"

চক্ষু মিটিমিটি করিয়া কৌতুক বলিল, "তাই বোধ হয়, রেশমী খামে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠিয়েছে!"

অজিত বলিল, "হতেও পারে, ও লোকটার হাতে অনেক লোক-জন আছে, এমন কি বাঙালীও আছে তার দলে। তাই বাংলায় চিঠি দিয়েছে।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শিবচন্দ্র উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "এ সব লোকের হাতে কত দেশের কত রকম লোক থাকে। দেখো নি তো ফৌজদারী আদালতের কাণ্ড! দেখলে চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যেত।"

কৌতুক উঠিয়া দাঁড়াইল। পরম আরামে মাথার উপর দু'হাত তুলিয়া মেরুদণ্ড বাঁকাইয়া আলস্য ভাঙিতে ভাঙিতে বলিল, "তা হ'তে পারে, কিন্তু উপস্থিত মশাইরা স্বচক্ষে যা জিবেগজা দর্শন করছেন, তাতে বিলক্ষণ করুণরসের সঞ্চার হয়েছে।"

"আবার ফক্কুড়ি!" শিবচন্দ্র ক্রুদ্ধভাবে উঠিয়া কৌতুকের পিঠে চপেটাঘাতবর্ষণে উদ্যত হইলেন—কিন্তু তার আগেই সতর্ক কৌতুক-চন্দ্র তিন লাফে বারান্দা ডিঙাইয়া দ্রুত অন্তর্দ্ধান করিল।

শিবচন্দ্র তখন কলিকাতার বিখ্যাত বিখ্যাত গুণ্ডাদের কীর্ত্তি-কাহিনী শুনাইয়া, ভয়ার্ত্তা দিদিমাকে অতিশয় ব্যাকুল করিয়া তুলিতে লাগিলেন। হিতেন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তার পর অস্থির চিত্তে ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দিকে উঠিয়া গেলেন।

আট

আমোদ-উৎসবের মাঝে, হঠাৎ ঐ অপ্রত্যাশিত পত্রখানা আসিয়া পড়ায়, হিতেন্দ্রের মনটি বড় খারাপ হইয়া গিয়াছিল। তবু সমাগত লোকদের অনেকেই হাস্যকৌতুকের স্রোতে মনকে ভাসাইয়া দেওয়ায় তিনিও মনে মনে অনেকটা স্বস্তি বোধ করিতেছিলেন, কিন্তু হাল্‌কা হইয়া তাহাতে ভিড়িতে পারিতেছিলেন না। বিশেষ করিয়া হিতেন্দ্রের সুযোগ্য উকীল ভাগিনেয় শ্রীমান্ শিবচন্দ্র বাবাজী যেরূপ দৃঢ় নিশ্চয়তার সহিত অশেষ-বিশেষ আশঙ্কাজনক মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহাতে হিতেন্দ্রের পক্ষে ভরসার কথা কিছুই ছিল না, লাভের মধ্যে মনটা উত্তরোত্তর দমিয়াই পড়িতেছিল।

বিমর্ষভাবে হিতেন্দ্র আসিয়া, আমিষ-রান্নাঘরেই প্রথমে ঢুকিলেন। উড়িয়া-ঠাকুর ডাল-ভাত সিদ্ধ করিতে দিয়া, বসিয়া বসিয়া কাটা মাছে নুণ-হলুদ মাখাইতেছিল। হিতেন্দ্রকে দেখিয়া বলিল, "বাবু, আপনার মাছের মুড়ো কি ঝোলে দেব ?"

অন্যমনস্কভাবে হিতেন্দ্র বলিলেন, "তাই দাও !—খোকাবাবুদের জিজ্ঞাসা ক'রে নাও, কে কি ভালবাসেন। কাতু কোথায় ঠাকুর ?"

ঠাকুর উত্তর দিল, "গিন্নীমার রান্নাঘরে—বৌমার কাছে।"

বিনাবাক্যে হিতেন্দ্র আসিয়া অদূরে নিরামিষ-রান্নাঘরে চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইলেন। দুয়ারের সামনেই উনুনের কাছে বসিয়া বিদ্যুৎ কড়ায় কি ভাজিতেছিল, আর কৌতুক তাহার সার্ট, গেঞ্জি,

খুন্তি খুলিয়া দুয়ারের কাছে একটা আসনের উপর রাখিয়া,—বিদ্যুতের একখানা চওড়া কালোপাড় গরদের শাড়ী মালকোঁচা করিয়া পরিয়া, বিদ্যুতের কাছে বসিয়া চপের বড়া তৈরী করিয়া দিতেছিল।

হিতেন্দ্র চৌকাঠের উপর একটা পা রাখিয়া অনেকটা অভিনয়ের ভঙ্গিতে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, " 'বাঃ! চকিতে চকিতে মূর্ত্তি ধরেন অশেষ। দেখিতে দেখিতে হৈল ব্রাহ্মণের বেশ!'—কিন্তু শাড়ীর পাড়টা যে বড্ড চওড়া হে!"

কৌতুক গম্ভীর হইয়া বলিল, "তা কি করি বলুন মশাই,—এ গরীব,—ডাক্তারও নয়, উকীলও নয় যে, পরের সর্ব্বনাশ করবার জন্যে পয়সা খরচ ক'রে পরামর্শ-সভা বসাবে। কাজেই পট্টবস্ত্র পরিধান ক'রে রান্নাঘরে ঢুকে পড়লুম। চাট্টি ফুলকপির চপ্ তৈরী ক'রে রাখি, পরামর্শ-সভার সভ্যবৃন্দ 'জিবেগজা-দর্শনে' যে রকম শুষ্কতালু হয়ে উঠেছেন, তাতে ঠোঁটের কাছে এই মুষ্টিযোগগুলো এগিয়ে দেওয়া খুব—"

শুষ্কহাস্যে হিতেন্দ্র বলিলেন, "আরে থামো! ঠোঁটের ওপর মুষ্টিযোগ ঘুষিযোগ আর চালিও না, এক পত্রাঘাত-যোগেই আমায় যথেষ্ট কাবু ক'রে ফেলেছে! হ্যাঁগা, শুন্‌লে সব?"

বিদ্যুৎ কড়ার উপর খুন্তি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে সেই দিকে চোখ রাখিয়া বলিল, "কি শুন্‌ব?"

কৌতুকের দিকে চাহিয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "বল নি তোমার দিদিকে?"

কৌতুক উদাস-গম্ভীর মুখে বলিল, "দিদিকে বলেই বা কি করব, আর দিদি শুনেই বা কি করবে? হেদোর ধারে রাত্রে আপনার নিমন্ত্রণ আছে, রাত্রে আপনারা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবেন, এই তো মোট কথা,—এ আর দিদিকে শুনিয়ে লাভ কি?"

ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে হিতেন্দ্র বলিলেন, "নিমন্ত্রণ রাখতে 'আপনারা'—আবার কে যাবে? তোমার দিদি শুদ্ধু না কি? হ্যাঁ গো যাবে?"

পরম নিশ্চিন্তভাবেই বিদ্যুৎ উত্তর দিল, "নিয়ে গেলেই যাব।"

একটু খুঁৎ খুঁৎ করিয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "আঃ!…কিন্তু… নিমন্ত্রণকর্ত্তাটি কে, জানো? আমার সেই ঘড়ি যাঁদের হাতে হস্তান্তর হয়েছে, তাঁদেরই একজন।"

সম্পূর্ণ অবিচলিতভাবেই দৃষ্টি তুলিয়া চাহিয়া বিদ্যুৎ বলিল, "তা হলেই বা, তাতে কি এসে গেছে? তুমি যাবে ত?"

যো পাইয়া হিতেন্দ্র একটু ভাবিয়া বলিলেন, "ধর, আমি যদি না-ই যাই। তুমিই না-হয় আমার বদলে নিমন্ত্রণটা রেখে এলে, পারবে না?"

কৌতুক অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "বড় অন্যায় বলছেন মশাই, ছোট-দিমণি কি তাদের কোন উপকার করতে গিয়েছিল যে, তারা সেই জন্যে 'দয়ায় মুগ্ধ হয়ে আপনার ঘড়িটি ফিরিয়ে দিতে চাই' ব'লে আহ্লাদ ক'রে নেমন্তন্নের চিঠি ছাপিয়ে পাঠিয়েছে? আপনি উপকার করেছিলেন, তাই তারা সোহাগভরে প্রত্যুপকার

করতে এসেছে। এর মধ্যে ছোট-দিমণি কিসের জন্য অনধিকারচর্চ্চা করতে যাবে? ছোট-দিমণি, ও সবের ভেতর থেকো না।"

"আরে! রসভঙ্গ করছ কেন? থামো না, হ্যাঁ গো, শুনছ?"

কৌতুক মাঝখান হইতে বাধা দিয়া পুনশ্চ বলিল, "কি শুনবে? আপনারা ডাক্তার উকীলের দল,—'মহা-পরোপকারী মনুষ্য' আপনারা, পরের উপকার ক'রে এখন 'ফির্‌তি ঘুষি মিষ্টি ভারী, তত্ত্ব-তাবাস লেনা-দেনা'র ঠেলায় পড়েছেন,—কিন্তু 'সইয়ের কলা শিকেয় তোলা আগেই উচিত ছিল জানা,'—এটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন, এর এখন ছোট-দিমণি কি শুনবে? আর কি-ই বা করবে?"

"ছাখো হে ফাজিল ছোকরা, তুমি একটু থামো, নইলে তোমার কাণ দুটির অবস্থা এবার চিকিৎসাযোগ্য হয়ে উঠবে!"

হঠাৎ খিল্ খিল করিয়া বিদ্যুৎ যেন হাসির তুবড়ি ছুটাইয়া দিল। বলিল, "হ্যাঁ, তা বই কি? হাসপাতালের ঐ মড়া ছোঁয়া কাপড় নিয়ে মামীমার হেঁসেলটা না ছুঁলে চলবে কেন? ছাখো, রান্নাঘরে ঢুকো না বলছি।"

হিতেন্দ্র রান্নাঘরে ঢুকিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, বিদ্যুতের কথায় সসঙ্কোচে পিছু হটিয়া দাঁড়াইলেন,—এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া, অপ্রস্তুত ভাবে বলিলেন, "আহা-হা!—আর ওঁরা দু-ভাইবোনে ভারী পবিত্র!"

কৌতুক প্রতিবাদের ভঙ্গীতে যেন একটু বীরের মতই বলিয়া উঠিল, "বটে! গঙ্গাজলের কলে 'চান্' ক'রে, সাক্ষাৎ গরদ পরিধান ক'রে,—বসেছি মশাই! আমায় অপবিত্র বলবার যো'টি নেই।"

"আর তোমার দিদি ?—জিজ্ঞেসা কর দেখি সকালে ড্রয়ার বন্ধ করবার সময়—"

মুখ তুলিয়া চাহিয়া বিদ্যুৎ বলিল, "সেই,—সেই সময়কার কথা তো ? আজ্ঞে হ্যাঁ, সে জামা-কাপড় ছেড়ে এসেছি। কিন্তু ঐ যে, আমার সঙ্গে লাগতে যাওয়া, ওর ফল হাতে হাতে কেমন ফোলল ছাখো ! এসেছে তো হেদোর ধার থেকে নেমন্তন্ন ?"

হিতেন্দ্র অনেকখানি নিরুৎসাহ হইয়া শুষ্কমুখে নীরবে হাসিলেন।

বিদ্যুৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "পঞ্চাশ দিন বারণ করেছি, ছাখো, লেগো না আমার সঙ্গে,—তা সাধুভাষায় বল্লে কে-ই বা শুনছে, মনে করেন, মাথায় ইঞ্চি কতক বড় আছি, কত বড়লোকই আমি না জানি !—ও ছোটলোকটার কথা শুনব কেন ? কিন্তু এই ছোট-লোকটাকে দুঃখু দেওয়ার ফলে কেমন উল্টো দুঃখু নিজেকে ভোগ করতে হচ্ছে ছাখো।"

হিতেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া সে পুনশ্চ বলিল, "দেখছ ? শেখো একটু।"

কৌতুক দু-হাতে বড়া পাকাইতে পাকাইতে স্থিরলক্ষ্যে সেই দিকে চাহিয়া, গম্ভীরভাবে কবিতা আওড়াইল,—

"মনে ব্যথা পেয়ে যদি চণ্ডালিনী শাপে,—
খণ্ডাইতে নারে তারে ব্রাহ্মণের বাপে।"

হাসিয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "তাই বটে ! নিমন্ত্রণপত্রটা দিলে-দিলে,—ঠিক আজকের দিনেই ক্ষ্যান্ বুঝে দিয়ে বসল ! আজ

আমার বাড়ীতে এঁদের নেমন্তন্ন, আর আমায় কি-না তারা নেমন্তন্ন ক'রে বসল হেদোর ধারে!—'শা'—দের আক্কেল্ দেখো দেখি।"

বিদ্যুৎ হঠাৎ হাঁটুতে মুখ ঘষিয়া খক্ খক্ করিয়া কাসিয়া উঠিল! কৌতুকের দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে বলিল, "ছাখ্ কাতু, ওঁর দৌলতে পৃথিবীর সকল দরের মানুষগুলিই বেশ বে-ওজরে আমার ভাই হয়ে যাচ্ছে, এ আমার একটা মস্ত লাভ, কি বলিস্?"

কৌতুক বলিল, "একশো বার!"

হিতেন্দ্র ব্যঙ্গভরে বলিলেন, "তা, ভাইটির সঙ্গে একবার দেখা করবে চল!"

"চল না, আমি এখুনি রাজী!"

হার মানিয়া হিতেন্দ্র ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ভারী বীর রমণী দেখছি যে!"

গম্ভীর হইয়া বিদ্যুৎ বলিল, "কেনই বা হব না? যারা রাতদিন পরের সঙ্গে ঝগড়া আর হিংসুটিপনা ক'রে বেড়ায়, তারা স্বভাবতঃই দুর্ব্বল হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। আমার তো সে স্বভাব নয়। মনঃশক্তির বাজে খরচ বন্ধ করলে মনের জোর আপনা থেকেই বেড়ে ওঠে, এটা বিজ্ঞানসম্মত সত্য।"

হিতেন্দ্র বলিলেন, "বিজ্ঞানসম্মত সত্য হোক্ আর নাই হোক্—আমার কাছ থেকে ধার-করা বিদ্যে যে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই! দাঁড়াও, এবার তোমায় ভাল করেই সব শেখাচ্ছি। কিন্তু এখন আর বেশী রাগ জানাবার সময় নেই, মামীমা আসছেন, আস্তে আস্তে স'রে পড়ি।"

কৌতুক ঘাড় নাড়িয়া সমর্থন জানাইয়া বলিল, "সেই ভাল কথা, স'রে পড়ুন! কিন্তু নুণ খেয়ে নিমকহারামি করা আমার কোষ্ঠীতে লেখে নি, সেজন্যে বাধ্য হয়েই মনে করিয়ে দিচ্ছি,—'আমার বিয়ের' সমালোচনা সুরু হবে কখন?"

প্রস্থানোদ্যত হিতেন্দ্র হতাশভাবে কি একটা কথা বলিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু মুহূর্ত্তে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল বিদ্যুতের কৌতূহল-পূর্ণ মুখের দিকে! নিমিষে আগের কথাটা সামলাইয়া লইয়া হিতেন্দ্র ব্যঙ্গদৃষ্টিতে বিদ্যুতের দিকে ইসারা করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর না! ওঁরই তো আগ্রহ এ ব্যাপারে সব চেয়ে বেশী!"

হিতেন্দ্র মনে করিলেন, বিদ্যুৎকে রাগাইবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—রাগ করা চুলোয় যাক্,—বিদ্যুৎ পরম উদারভাবেই গভীর অবজ্ঞার স্বরে বলিল, "আমার আগ্রহ! তা বলবে বই কি! গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করা—সে আমারই স্বভাব বটে! হুঁ! সাধে মনে দুঃখু পেতে হয়? ঐ সব মিথ্যে কথার জন্যেই,...জানো?"

গম্ভীর হইয়া কৌতুক বলিল, "সেই জন্যেই তো পলাশীর যুদ্ধে লেখা হয়েছে—

'জানিও জানিও পাপি—জীয়ন্তে যেমন
ইংরাজের প্রতিহিংসা মলেও তেমন'!"

হিতেন্দ্র কিছু বলিলেন না, শুধু একটা ব্যঙ্গ কটাক্ষ হানিয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িলেন,—কারণ, মামীমা তখন অত্যন্ত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

চলিতে চলিতে হিতেন্দ্র শুনিলেন মামীমা রান্নাঘরে ঢুকিয়া কৌতুককে রান্নার কাজে বসিতে দেখিয়া, ক্ষুণ্ণ অনুযোগের স্বরে কি ভৎ‍র্সনা করিলেন, উত্তরে কৌতুক তাঁহাকে বাধা দিয়া চুপি চুপি কি বলিল। কৌতুকের সেই চুপি চুপি কথাটা শুনিয়া মামীমা সহসা অস্বাভাবিক বিস্ময়োত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"এঁ্যা।—তুমি !—কাতু !—ও মা, কি হবে !"

কৌতুক যা-হোক একটা কিছু আশ্চর্য্য রকমের দুষ্টামী করিয়াছে বুঝিয়া, হিতেন্দ্র দূর হইতেই বলিলেন, "কি হোল মামীমা, কৌতুক কি করেছে ?"

"ত্যাখ দেখি বাবা"—বলিয়াই মামীমা সহসা নীরব ! মিনিট-খানেক অপেক্ষা করিয়াও হিতেন্দ্র আর তাঁহার সাড়াশব্দ পাইলেন না। আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "মামীমা, কি বলতে দিয়ে চুপ করলেন যে ?"

তথাপি কোন উত্তর নাই !

হিতেন্দ্র ফিরিতে উদ্যত হইয়া পুনশ্চ ডাকিলেন, "মামীমা !"

হঠাৎ কৌতুক রান্নাঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মুরুব্বির মত ঘাড়-মুখ নাড়িয়া, কোমল ভৎ‍র্সনার স্বরে বলিল, "মামীমা, মামীমা, মামীমা !—আদুরে 'খোকা' একেবারে যেন ! কেন, কি দরকার মামীমাকে ? তিনি জলটল খাবেন না ?"

হিতেন্দ্রের সন্দেহ হইল, কৌতুকের কোনও একটা দুষ্ক্রিয়ার সংবাদ সম্ভবতঃ মামীমা হিতেন্দ্রকে বলিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কৌতুক সেটার বাধাদানে ব্যগ্র ! ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "সত্যি

বলছ, তিনি জল খেতে বসেছেন ?—আচ্ছা, তুমি কি করেছ বল ? মামীমা অমন চম্‌কে উঠলেন কেন ?"

পরম নিশ্চিন্ত মুখে কৌতুক বলিল, "চম্‌কে ওঠার ভাবনা কি ? মামীমা বড়লোকের মেয়ে, কত-রকম খাবার কতবার খেয়েছেন, কিন্তু আমি যা কপির চপ্‌ তৈরী ক'রে খাওয়ালুম, এ রকম আর কক্‌খোনো খাননি, তাই অবাক্ হয়ে গেছেন ! হ্যাঁ কি না, জিজ্ঞেসা করুন !"

হিতেন্দ্র প্রশ্নসূচক স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ মামীমা ?"

প্রবল আপত্তিভরে কৌতুক বলিল, "তবু ফের মামীমা, মামীমা ! বিশ্বাস না হয়, নিজেই এসে দুটো খেয়েই দেখুন না বাপু, রাতদিন মামীমার উপর তম্বি কেন ?"

সেই সময় রান্নাঘরের ভিতর হইতে মামীমা প্রসন্ন হাস্যরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "তুই নিজের কাজে যা হিতু, ও ডাকাতের সঙ্গে কি তর্কে পারবি বাবা ?"

"তাই বটে !" বলিয়া হিতেন্দ্র নিরুপায়ভাবেই সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। কৌতুক আবার রান্নাঘরে ঢুকিল।

নয়

তার পর সমস্ত দুপুর ধরিয়া, বাহাদুর সিংহের সেই নিমন্ত্রণপত্র লইয়া, আন্দোলন চলিতে লাগিল।—ব্যাপারটা পুলিসের কর্ণগোচর করিয়া, রাত্রে হেদুয়ার ধারে সদলবলে পুলিস ইনেস্‌পেক্টরকে পাঠান উচিত কি না,—ইহা লইয়া, শিবচন্দ্র দুর্ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। কৌতুক ও অজিত যথেষ্ট দুশ্চিন্তা বোধ করিয়া অনেক মন্তব্য বর্ষণ করিল। হিতেন্দ্রও মনে মনে উদ্বিগ্নতা বোধ করিলেন। কিন্তু বাহাদুর সিংহের বিরুদ্ধে কোন অভিযান-সজ্জায় তাঁহার উৎসাহ দেখা গেল না।

স্নানাহারের পর আবার পরামর্শ-সভা বসিল। শিবচন্দ্র একটা তাকিয়া লইয়া মাদুরের উপর গড়াগড়ি দিতে দিতে বলিলেন, "শোন হিতু মামা,—দিদিমা আর বৌমাকে কিচ্ছু ব'লে কাজ নেই, চল চুপি চুপি পুলিসে খবর দিয়ে আসি।—"

সিগারেট টানিতে টানিতে হিতেন্দ্র নিরুৎসাহভাবে বলিলেন, "তার পর ?"

"তার পর আর কি ? পুলিস ইনেস্‌পেক্টর তোমার বদ্‌লি দেবার জন্যে একজন গোয়েন্দাকে হেদোয় পাঠাক, তার পর, নিজেরাও ছদ্মবেশে সঙ্গে গিয়ে, বাহাদুর সিংকে পাকড়াও করুক।"

চিন্তিতভাবে হিতেন্দ্র বলিলেন, "সেটা কি টিকবে ? বাহাদুর সিং কি এতই বোকা যে, পুলিসের হাতে ধরা পড়বার দিকটা না বাঁচিয়েই হেদোর ধারে দেখা করতে আসবে ?"

শিবচন্দ্র বলিলেন, "কিন্তু পুলিসকে না জানিয়ে, তোমার বাপু একা সেখানে যাওয়া কিছুতেই উচিত নয়।"

কৌতুক বলিল, "একা কেন? চলুন না,—আপনি, আমি, অজু তিনজনেই চাটুয্যে মশায়ের সঙ্গে যাই।"

অজিত আপত্তির সুরে বলিল, "বাঃ! তা কেমন ক'রে হবে? একি পাড়াগাঁয়ের মচ্ছপের নেমন্তন্ন যে, একজনকে নেমন্তন্ন করলে অমনি গোষ্ঠীশুদ্ধ সবাই গিয়ে পাত পেতে বসবে? বাহাদুর সিং নেমন্তন্ন করেছে শুধু চাটুয্যে মশাইকে, আমরা সবাই মিলে গিয়ে যদি হাজির হই,—তবে..."

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া কৌতুক বলিল, "তাও তো বটে! তাহ'লে নিমন্ত্রণকর্ত্তা আমাদের ভয়ানক অসভ্য মনে ক'রে বসবে! এও একটা ন্যায়সঙ্গত কথা বটে; কি বলুন চাটুয্যে মশাই?"

সিগারেটে একটা জোর টান দিয়া,—'হূ—স্—হূ' শব্দে ধোঁয়া ছাড়িয়া হিতেন্দ্র হাসিমুখে কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু তার আগেই শিবচন্দ্র অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া চড়া গলায় বলিলেন, "আরে থামো বাপু! কাজের কথা হচ্ছে, হ'তে দাও,—"

বাধা দিয়া কৌতুক বলিল, "আমরা কি মশাই, মার্বেল খেলার কথা বলছি?"

অজিত নরম সুরে বলিল, "চল্‌-কিৎ-কিৎ খেলার কথাও এটা নয়।"

শিবচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "নাঃ, এ সব ফাজিলের সামনে

কোন কথা হতেই পারে না। স'রে পড় দেখি বাছাধনরা!—যাও, পাশের ঘরে গিয়ে আড্ডা দাও গে।"

কৌতুক সান্ত্বনা-শীতল কণ্ঠে বলিল, "আর, চোখ লাল করেন কেন মশাই?"

শিবচন্দ্র অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "সাধে করছি! তোমাদের ফাজলামি দেখে আপনা থেকেই যে চোখ লাল হয়ে ওঠে!—স'রে পড়, আর জ্বালিও না।"

গভীর অভিমানভরে, সকরুণ কণ্ঠে কৌতুক বলিল, "দেখুন মশাই, আমি আর যত দোষই ক'রে থাকি, মশাইকে কস্মিন্‌কালেও কন্যাদান ক'রে যে জ্বালাতন করিনি,—এ-টা ধ্রুব সত্য! হ্যাঁ কি না, স্বীকার করুন? সে রকম বিপদে মশাইকে কখনো ফেলেছি? হুঁ! আমি তেমনি অভদ্র কি না? তবুও বলবেন স'রে পড়?"

"ফক্কড়, শয়তান, গাধা!"

"অগত্যা তাহ'লে স্বীকার করতে হচ্ছে,—'অমৃতং বাল-ভাষিতং'!"

"দ্যাখো, তোমার অদৃষ্টে এবার নেহাৎই প্রহার নাচছে! আর আমি খাতির-ফাতির রাখব না,—সে তুমি—মামার শালাই হও আর মামার ভগ্নীপতিই...।" ফস্‌ করিয়া কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই শিবচন্দ্র অপ্রস্তুতভাবে জিভ্‌ কাটিয়া থামিলেন। কৌতুক তদ্দণ্ডেই বলিয়া উঠিল, "দেখলেন চাটুজ্যে মশাই, নিজের মুখেই শ্রীমান্‌ বৎস পরিচয় প্রকাশ ক'রে দিলেন!"—অজিতের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ বলিল, "অজাগর, তুই ভাই সাক্ষী রইলি!"

অজিত তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া নীরবে তাহার কথায় সায় দিল।

লজ্জিতভাবে শিবচন্দ্র বলিলেন, "নাঃ,—এ সব ওস্তাদ ছেলের সামনে আর কথা নয়। চিঠিখানা দাও তো হিতুমামা,—আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। ঘণ্টা-দুয়ের জন্যে একবার ঘুরে আসি।"

উদ্বিগ্ন-দৃষ্টিতে চাহিয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "কোথায়?"

শিবচন্দ্র গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "সে বল্‌ব'খন পরে।"

কৌতুক নিশ্চিন্তমুখে বলিল, "ওঁর সেই এক বন্ধু এখন গোয়েন্দাগিরির কাজ শিখছেন, নয়?—তাঁর কাছে পরামর্শ করতে যাচ্ছেন। হেদোর পূব দিকের গেটের কাছ দিয়েই তাঁর বাসায় যেতে হয়।—যাবার সময় ওদিকটায় অমনি একটু উঁকি দিয়ে যাবেন মশাই!"

শিবচন্দ্র বলিলেন, "আশ্চর্য্য মাথা! অসাধারণ ছেলে এই ফক্কড়টি! সমস্তই গোড়া থেকে 'আঁচে মেরে' রেখেছেন!···বন্ধুর কাছে যাব, তোমায় বললে কে?"

শিবচন্দ্রের তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া, সটান্ লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া,—চক্ষু বুজিয়া দীর্ঘ আরামের নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কৌতুক সুদীর্ঘচ্ছন্দে বলিল, "বিশল্যকরণীর খোঁজে গিয়ে, গন্ধমাদন উপ্‌ড়ে আনাই মহাবীরদের স্বধর্ম্ম!—এ কথাটা রামায়ণ বহুপূর্ব্বেই বলেছেন। বিস্ময় নিষ্প্রয়োজন!"

রুষ্ট হইয়া শিবচন্দ্র বলিলেন, "দাও হিতুমামা চিঠিখানা। ও সব ফক্কড়ের কথায় কান দেবার সময় নেই। একটা মানুষের প্রাণ-সঙ্কট

ব্যাপার,—আর ওঁদের এখন কি না ফাজ্‌লিমির ফোয়ারা খুলে দিয়ে হা-হা হো-হো হাসির সময় এল! কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান ব'লে একটা জিনিস যদি এদের মধ্যে কিছুমাত্রও আছে!"

শিবচন্দ্র নিজের কাণ্ডজ্ঞানের মর্য্যাদা বজায় রাখিতে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গায়ে শার্ট চড়াইয়া, জুতা পরিয়া, টেবিলের উপর হইতে বাহাদুর সিংহের সেই পত্রখানা তুলিয়া লইয়া দ্রুত প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। কৌতুক নিরীহভাবে শুইয়া,—জুল্ জুল্ করিয়া চাহিয়া চাহিয়া,—শিবচন্দ্রের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করিল। তার পর যখন দেখিল, শিবচন্দ্র চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইতে উদ্যত হইয়াছেন,—তখন হঠাৎ চাঙ্গা হইয়া উঠিয়া বসিয়া, স্নেহকোমল কণ্ঠে বলিল, "বৎস,—পেছু ডাক্‌ছিনে, ঘাব্‌ড়াবেন না। আমার কাণ্ডজ্ঞানের ওপর রাগ ক'রে যতই কাজের লোক হয়ে পড়্‌বার চেষ্টা করুন, মোদ্দা আপনার নিজের কাণ্ডজ্ঞান সম্বন্ধে একটু সচেতন হওয়া উচিত। এই দুপুরের রোদে ছাতাটাকে ঘরে বিশ্রাম করতে বসিয়ে রেখে নিজে যদি খালি মাথায় টো-টো ক'রে টহল দিতে বেরোন, তাহ'লে খুব বিজ্ঞজনোচিত কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, এটা মনে করতে সন্দেহ লাগে!"

"ও, ভুলে গেছি, ধন্যবাদ।" বলিয়াই শিবচন্দ্র কোন দিকে না চাহিয়াই ছাতাটা লইয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

হিতেন্দ্র একটু হাসিয়া মুখ হইতে সিগারেটটা নামাইয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, "কৌতুকচন্দর্, তুমি যদি ভাই ওকালতী লাইনে যাও, বেড়ে পসার জমাতে পারবে!"

পুনশ্চ শুইয়া পড়িয়া কৌতুক উদাসভাবে বলিল, "দাঁড়ান মশাই, আগে জেনারেল লাইনের পাল্লা এড়াই ! কিন্তু ওকালতীতে যদি যেতে হয়, তবে আগে ডাক্তারী প'ড়ে তার পর যাব।—আপনাদের ডাক্তারী নিদর্শন আর যুক্তিতর্কের ফাঁকি নিয়ে আপনার মত ডাক্তারদের দু-এক হাত ঠোক্‌বার ইচ্ছেটা আমার মনে বড়ই প্রবল হয়ে উঠেছে।"

"সাধু ! সাধু !"—বলিয়া হিতেন্দ্র হাসিমুখে সিগারেটের ছাই ঝাড়িয়া, পুনশ্চ সেটা মুখে তুলিয়া, মুদ্রিত চোখে সজোরে এক সুদীর্ঘ টান দিতে সুরু করিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎ ঘরে ঢুকিল।—কোন কথা না বলিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে হিতেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কৌতুক মিহিস্বুরে ডাকিল, "চাটুজ্যে মশাই, কথা কন বা না কন, একবার চোখ মেলে চান !"

হিতেন্দ্র চোখ মেলিয়া চাহিয়াই, বিদ্যুৎকে সামনে দেখিবামাত্র—মুহূর্ত্তে জানালার দিকে ঝুঁকিয়া—'থুঃ' করিয়া ভস্মাবশিষ্ট সিগারেটটা বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। পরক্ষণেই শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ওহে,—ও বাহাদুর সিংহের চিঠি শিবের ঘাড়ের ওপর দিয়ে যা করতে পারে, করুক। তোমরা এখন সেই 'আমার বিয়ে'র সমালোচনাটায় লাগ দেখি।"—বিদ্যুতের দিকে চাহিয়া সৌজন্যে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তুমিও এস। কি লিখতে হবে, এদের ব'লে ব'লে দাও।"

এতখানি সৌজন্যের উত্তরে বিদ্যুৎ সম্পূর্ণই নিরুত্তর উদাসীন হইয়া—সটান দেয়াল-আলমারির কাছে গিয়া, আলমারি খুলিয়া কি একটা জিনিস খুঁজিতে ব্যস্ত হইল।

কৌতুক গম্ভীরভাবে হিতেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "অসহনীয় ধৃষ্টতা যাকে বলে, মশাই এবার তাই সুরু করেছেন। পেটে খেলে পিঠে সয়, আমার চরিত্র ব'লে আমিই না হয় গণেশবৃত্তি অবলম্বন করতে রাজী হয়েছি,—কিন্তু 'আমার বিদ্যে' সমালোচনার জন্যে যদি পরের বিদ্যে ভিক্ষে করতে চান,—তবে এ ব্যাপারের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখতে আমার মন একদম গররাজী!"

হিতেন্দ্র সে কথা যেন শুনিতেই পাইলেন না,—এমনি ভাবেই দোয়াত, কলম ও কাগজের দিস্তা আনিয়া অজিতের হাতের কাছে আগাইয়া দিয়া বলিলেন, "এবার ডাক তোমার ছোট্‌দি-মণিকে।"

অজিত দোয়াতে কলম ডুবাইতে ডুবাইতে, সলজ্জ হাস্যে, সবিনয়ে মাথা হেঁট করিয়া বলিল, "কি লিখতে হবে, আপনিই বলুন না, আমি লিখছি।"

"আরে ভাই,—আমার ভাণ্ডারে ঘোড়ার ডিম, হাতীর ডিম কোন সম্পত্তি নেই। ও সব তোমার ছোট্‌দি-মণির রাজ-ভাণ্ডারের বৈভব! ওঁকে ডাক, ওঁকে ডাক।"

অজিত নতশিরে, মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি যা তোড়জোড় সুরু করেছেন, তাতে,—এ রকম গরমাগরম সমালোচনার আসরে কোন

ভদ্রলোক তার মা-বোনকে নিমন্ত্রণ করবার সাহস রাখে, এটা আপনি বিশ্বাস করেন ?"

"কি জ্বালা !—ভদ্রলোক ছাড়াও 'লোক' পৃথিবীতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে, এ কথা ভুলে যাচ্ছ কেন ?"

কৌতুক তৎক্ষণাৎ বলিল, "রামচন্দ্র বলুন ! চোখের সামনে মশাই সশরীরে বিদ্যমান থাকতে এ কথা ভোলে কার সাধ্য ?"

হতাশভাবে হিতেন্দ্র বলিলেন, "নাঃ, এ নিমকহারামগুলোর দ্বারা কোন কাজ হবে না দেখ্ছি ! এরা কেবল দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করতেই মজবুত !"

কৌতুক হাই তুলিয়া, তুড়ি দিয়া বলিল, "যে যজ্ঞ শিবহীন, সে যজ্ঞ ধ্বংস হওয়াই মঙ্গল ! আর,—হয়েও আসছে তাই, চার যুগ ধ'রে।"

"কোন্ শাস্ত্রে এ কথা লিখেছে ?"

"নাস্তিকের শাস্ত্র ছাড়া সকল শাস্ত্রেই ! শিব,—অর্থাৎ যিনি মঙ্গলের দেবতা, তিনি যেখানে নেই,—সেইখানেই শেষ পরিণাম ভূত-প্রেতের তাণ্ডব-নৃত্য !"

পাশের তাকিয়াটার উপর এক ঘুষি বসাইয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "নাঃ ! বেজায় বাজে-গজল্লা সুরু হয়েছে ! এই গোলমালের মুখে প'ড়ে আমার ইচ্ছে হচ্ছে—গলা ছেড়ে বিকট চীৎকার ক'রে গান ধরি,—'গোঠে মাঠে ধাই, কার মাথা খাই !'···কিন্তু সমালোচনাটা শেষ করা চাই,—সকলের আগে ! আমাকেই কলম ধরতে হোল দেখছি ! ওগো, এগিয়ে এস তো।"—তিনি বিদ্যুতের দিকে চাহিলেন।

বিদ্যুৎ সে দিকে দৃক্‌পাত করিল না। আতরের শিশি খুলিয়া, একটা রুমালে আতর মাখাইতে মাখাইতে,—অজিতের দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে বলিল, "অজু,—ঘোড়াতেও যে মাঝে মাঝে ডিম পাড়ে তোমরা জানো কি ভাই ?"

অজিত হ্যাঁ না কোন উত্তর দিবার আগেই,—হিতেন্দ্র তাড়াতাড়ি বলিলেন, "জানি, জানি—আমি খুব জানি !—শুধু ঘোড়া কেন, আরও অনেক চতুষ্পদ জন্তু ডিম পাড়ে মাঝে মাঝে তা পর্য্যন্ত আমি জানি। সর্ব্বজ্ঞতার ওপর সন্দেহ করার কোন কারণই তোমার নেই,—এবার চ'লে এস। একটু ব'লে দাও। —অজু, লিখতে সুরু কর ভাই,—'ময়ূরপঙ্খী' মাসিকের গত সংখ্যায় 'আমার বিয়ে' নামক একটি গল্প পড়িয়া,—এ সম্বন্ধে দু-চার কথা বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

অজিত তাহাই লিখিল। কৌতুক সামনে ডাকিয়া বলিল, "তার পর লেখ্ অজু—'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু', এ কথাটা যদিচ বহুবার নীতিশাস্ত্রের পাতায় অঙ্কিত থাকিতে দেখিয়াছি কিন্তু,—লোভ ছাড়া আর কোন পদার্থ ই আমার অনুভূতির উপর আধিপত্য-স্থাপনের সুযোগ এ পর্য্যন্ত পায় নাই,—সেজন্য নিশ্চিন্তমনে বিনা হাঙ্গামায় লোভের দাসত্বেই আত্মসমর্পণ করিয়া খোশমেজাজে বহাল-তবিয়তে—এই কড়া-জবাব রচনায় বসিয়া পড়িলাম ! কারণ, 'পড়ল কথা সবার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে'—এ সত্যের সারতত্ত্বটুকু জনসাধারণে প্রচার করিয়া দিতে না পারিলে,—আমার মহামহিম পৌরুষ-মর্য্যাদার যথেষ্টই কলঙ্ক ঘটা অনিবার্য্য।"

বিদ্যুৎ হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "বাঃ! বা-রে কাতু! চমৎকার হয়েছে! চালিয়ে নিয়ে যা! এবার সমালোচনায় যোগদান করতে আমার আপত্তি নেই।"—বিদ্যুৎ আলমারিতে চাবি বন্ধ করিল।—হাতের সুগন্ধী রুমালটায় নাক মুখ আচ্ছাদন করিয়া, ঘাড়ের উপর ফাঁশ দিতে আরম্ভ করিল। কারণ, সিগারেটের ধোঁয়ার প্রতি—উৎকট অবজ্ঞা-জ্ঞাপন করিবার সদিচ্ছাটা যখন মনে জাগিত, তখন সে এইরূপেই সুগন্ধ ব্যবহারে মনোযোগী হইত।

হিতেন্দ্র এদিক্ ওদিক্ হাতড়াইয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "আমার সিগারেটের বাক্সটা কোথায় গেল?"

অজিত, কৌতুক ও বিদ্যুৎ, তিনজনেই সমালোচনা-রচনায় বিশেষ মনোযোগী হইয়া পড়িল। হিতেন্দ্রের প্রশ্নের উত্তর কেহই দিল না।

হিতেন্দ্র অধীর হইয়া বিদ্যুতের উদ্দেশ্যে বলিলেন, "ওগো, শুনতে পাচ্ছ?"

বিদ্যুৎ শুনিতে পাইবার মত কোন লক্ষণই প্রকাশ করিল না—লিখনরত অজিতের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিল, "অজু, বড় বড় বৈদান্তিক, যাঁরা 'ব্রহ্মং সত্য জগন্মিথ্যা' ব'লে স'ব কিছু তর্কের মীমাংসা শেষ ক'রে চুপচাপ ব'সে পড়েছেন,—তাঁরাও 'মিথ্যার' জগতে মানুষের জীবনের জন্যে গোটাকতক জিনিসের প্রয়োজন অনুভব করেন, তার মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে—হাসি!—জানো?"—সঙ্গে সঙ্গে,—নিতান্ত অকারণেই সে খিল্ খিল্ করিয়া উচ্ছল কৌতুকে খানিকটা তরল হাসি হাসিয়া লইল।

হিতেন্দ্র সহসা গুম্ হইয়া গেলেন।—স্তব্ধভাবে খানিকটা

ভাবিয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন, "একটা বিরাট ষড়যন্ত্রই আমার বিরুদ্ধে চলছে তাহ'লে? কি নৃশংসতা! নাঃ, এদের সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই রাখছি নে, এই চল্লুম!—ওগো, তোমার 'সই'এর ঠিকানাটা দাও তো।"

বিদ্যুৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কি?"

"তোমার 'সই'এর ঠিকানা।"

"ঠিকানা? কেন, কি দরকার?"

"দেখা করতে যাব।"

"প্রয়োজন?"

"ইচ্ছা! খুশী!—ঠিকানাটা লিখে দাও।"

গম্ভীর হইয়া বিদ্যুৎ বলিল, "ইচ্ছা, খুশীগুলো সস্তা হ'তে পারে, ঠিকানার সন্ধান পাওয়া অত সস্তা নয়।"

হিতেন্দ্র ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "তাই না কি? কত মহার্ঘ্য, একটা 'আঁচ' দাও দেখি। একবার দর ক'সে দেখি।"

বিদ্যুৎ বসিয়াছিল,—হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার মত ভদ্রতাবোধসম্পন্ন মানুষদের কাছে,—কোন ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে একবর্ণও উচ্চারণ করা পাপ!" পরক্ষণেই সে দ্রুত প্রস্থান করিল।

অপ্রস্তুত হিতেন্দ্র—সহসা নির্ব্বাক্!

কৌতুক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "অজু, বাহাদুর সিংহ উপযুক্ত পাত্রকেই নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছে কি না, এবার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর!"

অজিত নতশিরে, একটু ইতস্ততঃ করিয়া, ক্ষুণ্ন অনুযোগের সুরে বলিল, "মেয়েদের সম্বন্ধে অমন যা-তা ঠাট্টা ক'রে কেনই যে আপনারা মানুষের মনে আঘাত দেন,—এর কারণ কিছু বুঝতে পারি না। ছোট্‌দি-মণির মনে কত দুঃখু হোল, একবার ভাবুন দেখি!"

হিতেন্দ্র নীরব রহিলেন। কৌতুক একটু চুপ করিয়া থাকিয়া,—মৃদুস্বরে বলিল, "ঠাট্টার মধ্যে শ্লীলতা জিনিসটা যদি না থাকে, তবে সেটা যৎপরোনাস্তি অভদ্র-বর্ব্বরতা হয়ে দাঁড়ায়, এটা বুঝতে পারছেন কি মশাই?"

বিমর্ষ ম্লান হাস্যে হিতেন্দ্র বলিলেন, "এমন ঘা দেবার লোক থাকতেও যদি আমার চৈতন্য না ফেরে, তবে আমি গাধা!—নাঃ, সমস্ত শিয়ালের যুক্তিই এক বাঘা-থাবায় ফর্শা হয়ে গেল!—হাসি জিনিসটা মানুষের জীবনের পক্ষে যত প্রয়োজনীয়ই হোক্, সমালোচনার বাঁদ্‌রামি নিয়ে হাসবার আয়োজন করা, কিছুতেই নিরাপদ নয়। ছিঁড়ে ফেল কাগজখানা!"

অজিত তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিল।

কৌতুক বলিল, "অতঃপর কিং কর্ত্তব্যম্?"

হিতেন্দ্র বলিলেন, "কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে সটান লম্বা হয়ে শয়ন, এবং নাক ডাকিয়ে নিদ্রা দেওন!"

অজিত শুইয়া পড়িয়া হাসিমুখে বলিল, "ভেস্তে গেল সকল চাল্‌ই, সবি ফাঁকি—সবি ফাকি!"

কৌতুক নিম্নস্বরে বলিল, "'সইয়ের কলা শিকেয় তোলা',—এখনো তা জানতে বাকি।"

সন্ত্রস্ত হইয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "চুপ কর হে,—তোমার ছোট্‌দি-মণির 'সই' ঠাকরুণের নামটাম আর কোর না। আমার বে-আদবীতে তিনি যা চটেছেন, এর পর তোমরা যদি কেউ একটি কথা বল, তবে সত্তঃ সত্তঃই চাঁটি খাবে।"

অলক্ষিতে পরস্পরের মুখ চাহিয়া অজিত ও কৌতুক নিঃশব্দে হাসিল। হিতেন্দ্র তখন চোখ বুজিয়া ঘুমের চেষ্টা করিতেছেন।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কৌতুক বলিল, "সিগারেটের বাক্সটা চাই নাকি মশাই?"

হিতেন্দ্র বলিলেন, "তুমি চুরি করেছিলে বুঝি?"

কৌতুক বলিল, "চুরি-জোচ্চুরির মত ছোট কাজ করবার পাত্র আমি নই,—আমি যা করি, তা লোকের চোখের ওপর সোজাসুজি ডাকাতিই করি! আপনি তখন 'কার মাথা খাই' ক'রে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, চেয়ে দেখলেন না—আমার দোষ কি? নইলে বাকি সবাই দেখেছে! এই নিন্‌, ফিরিয়ে দিচ্ছি এবার!"

"আর নিয়ে কি করব? তোমার ছোটদি-মণি স'রে পড়েছেন, কাকে আর রাগাব? ফেলে রাখো এক পাশে!"

ঈষৎ হাসিয়া কৌতুক ইংরাজীতে বলিল, "এবার করুণ কণ্ঠেই বলতে ইচ্ছা হচ্চে,—ব্যাপারটা মোটেই আনন্দপ্রকাশের বিষয় হয়ে দাঁড়াল না, সহানুভূতি প্রকাশের যোগ্যই হয়ে পড়ল! যদি আপনি অপছন্দ না করেন!"

তন্দ্রাচ্ছন্ন হিতেন্দ্র জড়িতকণ্ঠে বলিলেন, "তোমার ছোট্দি-মণি চটেছেন আমার ওপর,—শিবে চটেছে তোমাদের ওপর! এ চটাচটির মাঝখানে চুপচাপ গম্ভীর হয়ে পড়বার চেষ্টা কর হে!—বাড়াবাড়ি করলেই এবার মরণং ধ্রুব!"

দশ

ঘণ্টা দুই পরে শিবচন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন। ঘরে ঢুকিয়াই বিস্মিত এবং উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন, "বাঃ! গোষ্ঠীসুদ্ধ সবাই নাকে তেল লাগিয়ে, তোফা ঘুম দিচ্ছে যে!"

কৌতুক ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।—আলস্য ভাঙ্গিয়া হাই তুলিয়া বলিল, "ঘুম খুবই পেয়েছিল বটে, কিন্তু ভরসা ক'রে ঘুমুতে পারলুম কই! আমি কেবল ভাবছি, শিবুমামা কতক্ষণে আসেন!"

হিতেন্দ্র চোখ রগ্ড়াইয়া সিগারেটের বাক্স হাতড়াইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কি হোল, শিবু?"

শিবচন্দ্র উকীল মানুষ। সস্তায় সংবাদ বিতরণ তাঁহার কার্য্য নয়।—সুতরাং গম্ভীরভাবেই চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া নিরুত্তরে জুতার ফিতা খুলিতে লাগিলেন।

হিতেন্দ্র সিগারেট ধরাইয়া দুই টান টানিয়া, পুনশ্চ বলিলেন, "কি খবর বল দেখি?"

অতিশয় গম্ভীর হইয়া শিবচন্দ্র বলিলেন, "খবর খুব ভালই! তুমি

এই সব ফাজিলদের সঙ্গে জুটে,—নাকে তেল দিয়ে আর একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও,—তাহ'লে তোমার পরকালের পথ পরিষ্কার হবে! সমস্তই ঠাট্টা-বাজী পেয়েছ কি না?"

শিবচন্দ্রের কার্য্যকরী বুদ্ধিবিবেচনার উপর হিতেন্দ্র যথেষ্টই আস্থা রাখেন। সুতরাং তাঁহার মুখে এই সব গুরুগম্ভীর বোলচাল্ শুনিয়া যথেষ্ট পরিমাণেই শঙ্কা অনুভব করিলেন। উদ্বিগ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "তোর বন্ধুটি চিঠিখানা দেখ্লেন?"

"দেখ্লেন বই কি।—তার কাছে অনেক খবরই জেনে এলুম। ব্যাপার বেশ 'সিরিয়াস্' হয়েই দাঁড়িয়েছে! ওরাও এই দলটাকে গ্রেপ্তার করবার সন্ধানে ফিরছে। এরা একদল পাঞ্জাবা ডাকাত!"

উৎকণ্ঠিত হইয়া হিতেন্দ্র বলিলেন "পাঞ্জাবী?—শিখ?"

"লোয়ার ক্লাসের।—এ ব্যাটাদের অসাধ্য কাজ পৃথিবীতে কিছুই নেই। দাগী আসামী,—পাঞ্জাব-পুলিশ এদের কাছে হার মেনেছে!—তাদের চোখে ধুলো দিয়ে এরা সে দেশ থেকে ফেরার হয়েছে!"

কৌতুক উদ্বেগ-ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "দুর্দ্ধর্ষপ্রতাপ বীর,—তাহ'লে বলুন?"

শিবচন্দ্র অসহিষ্ণু স্বরে বলিলেন, "ফের জ্যাঠামো করবে?—যাও, সকাল সকাল বোর্ডিংএর পথ ছ্যাখো।"

কৌতুক গম্ভীর হইয়া বলিল, "আপনার কথাটা ঠিক ঠাট্টার মত শোনাচ্ছে না যদিও,—তবুও ওটাকে ঠাট্টা বলেই নিতে বাধ্য হলুম। কেন না, রাত্রের নিমন্ত্রণটা ডাইনের হিসেবে বসাতে আমার মোটেই ইচ্ছে নেই।"

শিবচন্দ্র বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "না—নাঃ! রাত্রে আর নেমন্তন্ন, ফুলশয্যের আমোদ এ বাড়ীতে চলবে না আজ।—হিতু মামা, বাইরের ঘরটা খালি ক'রে দাও,—ওখানে দুজন পাহারাওয়ালা আজ রাত্রে থাকবে।"

অজিত এতক্ষণ চুপচাপ শুইয়া নিরীহ দৃষ্টিতে শিবচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।—এইবার সবিস্ময়ে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "পাহারাওয়ালা? সত্যি সত্যি কেস্ সিরিয়াস্ তাহ'লে?"—পরক্ষণেই দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া হাসি সামলাইতে সামলাইতে কৌতুকের দিকে চাহিয়া বলিল, "আয় কাতু,—আমরাও আজ রাত্রে গার্ড দেবার জন্যে এখানে থাকি তাহ'লে?"

শিবচন্দ্র তখন পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শার্ট খুলিতেছিলেন,—অজিতের হাসি দেখিতে পাইলেন না। হিতেন্দ্রও দেখিলেন না, তিনি তখন চিন্তাকুল ভাবে সিগারেট টানিতেছিলেন।

কৌতুক সসঙ্কোচে এদিক-ওদিক চাহিয়া—অলক্ষিতে অজিতের উদ্দেশে কি যেন এক ইঙ্গিত করিল। অজিত তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া, জানালার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বাহিরের দিকে কি-যেন কি একটা দেখিবার জন্য বিশেষ মনোযোগী হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে খুব কাসিতে লাগিল।

মামীমা বাহির হইতে বলিলেন, "হিতু, উঠেছিস্?"

ত্রস্তে সিগারেটটা মুখ হইতে নামাইয়া জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ—আসুন।"

মামীমা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা

কি করব শিবু? তোরা কে কি খাবি, বল্? কাতু, কি খাবে বাবা?"

কাতু অত্যন্ত বিনীতভাবে বলিল, "শিবু-মামা যা খেতে বলবেন, তাই খাব।"

এতখানি আনুগত্য স্বীকার দেখিয়া, শিবচন্দ্রের মন বোধ হয় কিঞ্চিৎ দ্রব হইল। ক্ষুণ্ণ করুণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "না বাবা,—আজ রাত্রে এখানে খাওয়ার ঝামেলা নিয়ে সবাইকার অন্যমনস্ক থাকলে চলবে না। আজকের রাত যদি ভালয়-ভালয় কাটে,—তবে ঢের খাওয়ার দিন পাওয়া যাবে। দিদিমা, ওবেলা বাপু ঢের খাইয়েছেন, এবেলা আর কোন কিছুর দরকার নেই। একটু চা'র ব্যবস্থা ক'রে দেন,— তাই খেয়ে আমরা বেলাবেলি চ'লে যাই।"

হিতেন্দ্র চিন্তিতভাবে বলিলেন, "তুই সুদ্ধু যাবি?"

শিবচন্দ্র ইংরাজীতে বলিলেন, "নচেৎ বিপদ আরো ঘনীভূত হবে। আমার ওপর সুদ্ধু বদমাইস্‌দের লক্ষ্য পড়েছে। আসবার সময় প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলুম।"

অতিশয় বিস্ময়-ভীত স্বরে কৌতুক বলিল, "তাই না কি! কি রকম? কি রকম?"

সে কথার জবাব না দিয়া শিবচন্দ্র দিদিমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"দিদিমা,—চায়ের ব্যবস্থার জন্যে বৌমাকে বলুন গিয়ে। আমরা আর বেশী দেরী করতে পারব না।"

একটু দুষ্টামীর হাসি হাসিয়া দিদিমা বলিলেন, "কেন পারবিনে? তোদের হলো কি?—কোত্থেকে কে ঠাট্টা ক'রে কি

চিঠি দিয়েছে, না কি করেছে, তাই নিয়ে তোরা ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠলি যে!—খাবি নে! কেন কি হয়েছে তোদের?”

মৃদুস্বরে কৌতুক বলিল, “তাই বটে!—শিবুমামা যা কাণ্ড সুরু করেছেন,—এ যেন সর্দ্দি-জ্বরের উপসর্গে টাইফয়েড্ ফিবারের প্রেস্‌ক্রিপস্থান্! খাব না কি মশাই? নিমন্ত্রণ বন্ধ করলে কি ভদ্রলোকের দিন চলে?”

ঈষৎ হাসিয়া দিদিমা বলিলেন, “বল তো বাবা! তুমি আমার বেশ,—বুদ্ধিমান্ ছেলে! বুঝিয়ে বল তো বাবা ওদের,—ওদের যেন একটু বুদ্ধি ফোটে! কে কোথা থেকে ঠাট্টা করলে, আর ওরা অমনি সেই ছুতো নিয়ে নাওয়া-খাওয়া বন্ধ ক’রে হুজুগে মেতে উঠল! কি নির্ব্বোধ এরা!”

সন্ত্রস্ত ভাব দেখাইয়া কৌতুক বলিল, “বলবেন না মামীমা, শিবুমামা উকীল মানুষ! এখ্‌খুনি মানহানির দাবীতে আপনার নামে নালিশ ঠুকে দেবেন হয় তো! তা ছাড়া আমি ওঁদের বোঝাব? গেছি আর কি তা হলেই!···ওঁরা একজন আইন-তত্ত্বজ্ঞ, একজন চিকিৎসা-তত্ত্বজ্ঞ,—ওঁরা যদি বোঝেন খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করাই এ সব ব্যাপারে আইনসঙ্গত উপকারজনক চিকিৎসা—তবে চুপচাপ ওঁদের সঙ্গে উপবাসব্রত গ্রহণই ভাল। তর্কে কাজ কি?”

মামীমা আসিয়া শিবচন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ছ্যাখ্, কাতুর যা বুদ্ধি আছে, তোদের তার কিছু নেই! ও তোদের একহাটে বেচে, আর একহাটে কিনে আনতে পারে, এটা নিশ্চয় জানিস্!”

গভীর অবজ্ঞাভরে শিবচন্দ্র—সেই সর্ব্বজনবিদিত সনাতন-প্রবাদ-বাক্যটি উচ্চারণ করিলেন, "মেয়েমানুষের বুদ্ধি কি না! আপনি আর এর বেশী কি বুঝবেন?"

মামীমা বলিলেন, "তোদের কপালে এখনো দুর্গতি রয়েছে, দেখ্‌ছি!—তা, যা বুঝিস্ কর্ গে,—কিন্তু রাত্রে না খেয়ে যেতে পাবি নে।"

শিবচন্দ্র বলিলেন, "হেঁটে যেতে পারব না, গাড়ীভাড়া দেবেন বলুন?"

মামীমা বলিলেন, "তা দেব। তা ব'লে না খেয়ে যাবি?—কিন্তু মিথ্যে তোরা ভেবে চিন্তে খুন হচ্ছিস্—ও চিঠি তোদেরই কেউ চেনা-লোক ঠাট্টা ক'রে লিখেছে, কেন ভাবছিস্?"

কৌতুক শুইয়া পড়িয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "মামীমা, ঘুমের নেশা ছাড়্‌ছে না। আপনি যান না, চা তৈরী করতে বলুন। ওঁদের সঙ্গে কেন মিথ্যে বক্‌ছেন?"

"তাই বটে বাবা! ওদের কপালে দুঃখু রয়েছে, কে ঘোচাবে বল? ওঁরা আবার মেয়েমানুষের বুদ্ধির দোষ দেন! কিন্তু ওঁদের নিজেদের বুদ্ধি যে কি,—তা আমি ভেবেই পাইনে!" কথাটা বলিয়াই মামীমা প্রস্থান করিলেন।

শিবচন্দ্র একটু চুপ করিয়া থাকিয়া,—ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "মেয়েদের মন কি হাল্কা ছাখো! ওবেলা চিঠির খবর পেয়ে প্রথম চোটে দিদিমা একেবারে ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন,—কিন্তু যেই একটু ভরসা দেবার জন্যে বলেছি, হয় তো কেউ

ঠাট্টা ক'রে লিখেছে, অমনি তাই স্থিরবিশ্বাস ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছেন! কি অল্প বুদ্ধি এঁদের!"

কৌতুক গম্ভীর হইয়া বলিল, "দেখুন মশাই, রাগ করবেন না। মেয়েদের বুদ্ধিকে আপনারা যখুনি ধিক্কার দেন, তখুনি আমার ইচ্ছে করে, উল্টে ধিক্কার দিই—আপনাদের সুবুদ্ধিকে! আপনারাই তো এঁদের বুদ্ধিচর্চ্চার পথ মেরে রেখেছেন। এঁদের বুদ্ধির উন্নতির সুযোগ দিচ্ছেন কই আপনারা?"

অসুবিধায় ঠেকিলে শিবচন্দ্র সনাতন বাক্যের দোহাই পাড়িতেন বটে, কিন্তু মনে মনে আধুনিকতার উপর কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধাও রাখিতেন। সুতরাং উদাসভাবেই বলিলেন, "ওঁরা উন্নতি করেন না কেন? আমরা কি ওঁদের বুদ্ধিকে নড়া ধ'রে আট্‌কে রেখেছি?"

"উহুঁ! গলা টিপে সদ্যঃ পাঁকে পুঁতেছেন—সত্যি কথা বলতে গেলে, এইটেই বলতে হয় মশাই, রাগটাগ করবেন না।"

সুবিদ্রূপ হাস্যে শিবচন্দ্র বলিলেন, "ওহে, মেয়েদের বুদ্ধি-বিকাশ হওয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপ! এই, ধর না,—আমাদের উকীল সমাজটার তা হ'লে চলবে কি নিয়ে? আমাদের উকীল সমাজের প্রকাণ্ড সামাজিক স্বার্থই জড়ানো রয়েছে মূর্খ বিধবা আর নাবালকদের বিষয়সম্পত্তির সঙ্গে!—এ অবস্থায় যদি মেয়েদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে চাঙ্গা ক'রে দাও,—তবে,—'ছেলে নাবালক; আচ্ছা বাবা, কুচ্‌ পরোয়া নাই, মা-বেটী বিষয় বুঝে নেবার ক্ষমতা রাখে'—এ অবস্থাটা যদি দাঁড় করাও,—তবে তো ল' ইয়ার'রা বিনা-বাক্যেই গোল্লায় গেছে! আর এই ডাক্তারগুলো?—বাবা, ভাগ্যে মেয়েরা

স্বাস্থ্যতত্ত্বের কিছু বোঝে না, তাই ওঁরা সস্তায় রোগী শিকার ক'রে চোখ বুজে চ'রে খেয়ে বাঁচছেন, কি বল মাতুল ?" শিবচন্দ্র হা হা শব্দে উচ্চহাস্য করিলেন।

হিতেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিলেন, "একবার নয় বাবা, এক-লাখ্‌বার !"—হিতেন্দ্র আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন,—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে সেই সময় বিদ্যুৎ কি একটা কাজের জন্য ঘরে ঢুকিল। তৎক্ষণাৎ হিতেন্দ্র সুর বদলাইয়া, কৌতুকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কিন্তু বুদ্ধির দৌড় নিয়ে যতই বল, যতই কও,—ওঁদের চেয়ে আমাদের মগজের ওজন তিন ছটাক বেশী আছেই! তা,—এটা অস্বীকার করবার জন্যে ওঁরা রাগের মাথায় যত পাগলামোই করুন, আর যত কান্নাকাটিই করুন।"—কথাটা শেষ করিয়া হিতেন্দ্র আড়চোখে বিদ্যুতের মুখের দিকে চাহিলেন। তারপর আবার মৃদুস্বরে বলিলেন, "গায়ের জোরেও আমরা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ !"

বিদ্যুৎ যে সেটুকু আড়চোখে লক্ষ্য করিল না, এমন নয়, কিন্তু সে যেন কিছুই দেখে নাই, কিছুই শুনে নাই,—এমনি উদাসীনভাবে হুকের উপর হইতে নিজের একটা জামা টানিয়া লইয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিল।

তাগ্‌ ফস্কাইল দেখিয়া হিতেন্দ্র কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন। অজিত ততক্ষণে জানালার পিঠে ভর রাখিয়া হেলিয়া দাঁড়াইয়া সহাস্যে বলিল, "যান্‌ মশাই, ও সব বাজে কথা ছেড়ে দিন! 'সব ছোট, আমি বড়, আমাকেই পূজা কর' এ থিওরী নিয়ে দুনিয়া জুড়ে সকলের সঙ্গেই সকলের মামলা চলছে,—আপনারা আর গায়ের

জোরের বড়াই নিয়ে মেয়েদের উদ্দেশে তাল ঠুকবেন না,—হাতী-ঘোড়াগুলো তা হ'লে আপনাদের চেয়ে ঢের বেশী শ্রেষ্ঠ দরের জীব হয়ে পড়বে।—এমন কি, মালগাড়ীর ইঞ্জিনগুলো পর্য্যন্ত তা হ'লে আরও বড়, উঁচুদরের সম্মান পাবার যোগ্য ব'লে প্রমাণিত হবে। আপনাদের এই সব গায়ের জোরের বড়াই শুনলে আমার কেবলি সেই গানটা মনে পড়ে,—'নিজেরে করিতে গৌরব দান, নিজেরে কেবলি করি অপমান,'—আপনারা যদি ভুলেও সেটা একবার মনে করেন!—যাক্ গে ও সব বাজে কথা,—এখন শিবু মামা, বলুন তো আপনি, কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পকেটে পূরে নিয়ে আপনি বাড়ী ঢুকলেন?"

শিবচন্দ্র অবাক্ হইয়া ক্ষণেক অজিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তার পর সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি তো মেয়েদের দিকে বড় পক্ষপাত করছ হে! তুমি না পুরুষমানুষ?"

সবিনয় হাস্যে অজিত বলিল, "আজ্ঞে, সেই জন্যেই তো কাপুরুষ-জনোচিত কাজ করতে কুণ্ঠা লাগে,—অহেতুক আস্ফালনে মেয়েদের 'অবাক্' ক'রে দিতে ঘৃণা বোধ করি! নিরপেক্ষ বিচার ক'রে যা সত্য ব'লে বুঝি, অকপটেই প্রকাশ ক'রে দিই—তাতে 'থাকে ফাঁড়া উৎরে যাবে', আপনারা দিন না হয় মাথায় দু'চার ঘা বসিয়ে! ডরাই নে। কিন্তু তার আগে, আপনার প্রত্যক্ষ প্রমাণটার হাল্ বয়ান্ করুন,—ওটা না শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারছি নে!"

সে কথার জবাব না দিয়া শিবচন্দ্র বলিলেন, "এ ছোক্রা

এবার উচ্ছন্নে যাবে, বুঝলে হিতু মামা! ওহে অজিত বাবাজি,—ভাল মুখেই গোড়া থেকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি,—মেয়েদের কাছে যদি খাতির চাও—তবে গোড়া থেকেই ও জাতটাকে প্রাণপণে অশ্রদ্ধা করতে অভ্যাস কর। না হলেই,—মরেছ!"

প্রশান্ত হাস্যে অজিত বলিল, "মরি বাঁচি, তাতে ক্ষতি নেই মশাই,—আফ্‌শোস্‌ও নেই কিছু!—সত্যিকার অশ্রদ্ধার জিনিস যা,—তা নিজেদের মধ্যেই আছে যথেষ্ট পরিমাণে! সে গলদ মখমল ঢেকে রেখে মেয়েদের জীবনটার ওপর জঘন্য বিদ্বেষ প্রকাশের আস্ফালন ক'রে, সস্তায় মহামহিম মান্যবর উপাধি নেব, এমন অধম কাপুরুষ আমরা নই!"

শিবচন্দ্র কিঞ্চিৎ হতবুদ্ধি হইয়াই উষ্ণকণ্ঠে বলিলেন, "উঃ, মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার 'ওপিনিয়ন্' বড্ডই 'হাই' দেখছি যে হে! বাবা, ফৌজদারী আদালতের কাণ্ড তো দেখনি, দেখলে বুঝতে!—মেয়েদের সম্বন্ধে যথার্থ সত্যের পরিচয় পেতে!—তোমার এ 'হাই ওপিনিয়ন্' সেইখানেই আদালতের চৌকাঠের কাছে জন্মের মত হোঁচট্ খাইয়ে রেখে মুখ চূণ ক'রে বাড়ী ফিরতে!"

কৌতুক তিক্ত বিরক্তির সহিত বলিল, "মনে করি, কথা কইব না, কিন্তু সাধে কথা কইতে হয়? ফৌজদারী আদালতে গোটাকতক হতভাগা মেয়ের চেহারা দেখে এসেছেন,—ব্যস্, তাই থেকেই দুনিয়ার সমস্ত মাতৃজাতির সঠিক সংবাদ আপনাদের নখ-দর্পণে সুবিদিত হয়ে গেল! কাজেই প্যাঁচে পড়ে, অগত্যা এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি, 'মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি মধুমিচ্ছন্তি ষট্‌পদাঃ!' দেখুন মশাই,

আপনারা ঐ একরোখা কুসংস্কার আর একচোখো বিবেচনাগুলোর দাসত্ব ছাড়ুন দেখি,—আপনাদের দ্বারা দুনিয়ার ঢের উপকারের আশা আছে!”

“দোহাই বাপধন, থামো! দুনিয়া আমাদের দ্বারা আর যা কিছু সম্ভব আশা রাখে রাখুক, উপকারের আশা যেন ভুলেও না রাখে, এই আমার সকরুণ অনুরোধ! বাপ্,—কি সব ডেঁপো ছেলেই হয়েছ তোমরা!”

“ ‘অকালে বাড়লেই সকালে যায়’—ব’লে অভিসম্পাত করুন,—আপত্তি নেই, কিন্তু সত্যি কথা বললেই আপনারা সিডিশনের দায়ে ঠেলে বসেন,—এই অবিচারটায় বড় দুঃখু লাগে! আচ্ছা মশাই, খাঁটি ন্যায়পরায়ণতার ওপর দাঁড়িয়ে বলুন তো,—মেয়েদের সম্বন্ধে আপনারা যে রকম ভাবে বিচার করেন, আপনাদের সম্বন্ধেও যদি ঠিক সেই রকম ভাবে বিচার করা যায়,…এই ধরুন, এই ভদ্রলোক হিতু-বাবুর ব্যাপারটা নিয়েই বিচার করুন,—এ ভদ্রলোকটির নাকের সামনে ছুরি তুলে দাঁড়িয়ে, সেই যে বর্ব্বর ক্লাশের বাহাদুর শর্ম্মারা, ঘড়ি-টড়ি নিয়ে চম্পট দিয়েছিলেন, তারাও পুরুষমানুষ,—অতএব আপনার বাবা মশাইটিও পুরুষমানুষ,—অতএব আপনার বাবাও যিনি বাহাদুর সিং-ও তিনি, এ কথা যদি আপনাদেরই ঐ লজিকের দোহাই দিয়ে বলি,—আপনি অস্বীকার করবেন, এ লজিক?”

দু-হাত যোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া শিবচন্দ্র বলিলেন, “দণ্ডবৎ তোমার চরণে মশাই! আমার ‘ঘাট’ হয়েছে—থামো বাবা!”

“বাবা যদি বলেন, তবে পুত্রস্নেহের খাতিরে সর্ব্বান্তঃকরণেই

ক্ষমা করতে বাধ্য হব। কিন্তু আপনাদের বুদ্ধি-শুদ্ধির কিঞ্চিৎ উন্নতি করুন,—না হ'লে বাবা ব'লে যতই ডাকুন, আমি সাড়া দেব না।" গম্ভীর মুখে মন্তব্যটা প্রকাশ করিয়াই কৌতুক প্রসন্নভাবে গৃহত্যাগ করিল।

এগার

শিবচন্দ্র ক্ষণেক গুম্ হইয়া রহিলেন। তার পর অপ্রসন্নভাবে বলিলেন, "এক ফোঁটা ফোঁটা ছেলের ডেঁপোমীর বহর দেখ্‌ছ? একেবারে ভয়ানক জেঠিয়ে গেছে।"

নরম সুরে অজিত বলিল, "যেতে দিন ওর কথা। এখন প্রত্যক্ষ প্রমাণটা কি দেখে এলেন, বলুন মামা।"

শিবচন্দ্র বলিলেন, "তুমি তো মুণ্ডুকাটা রাহুরই স্কন্ধকাটা ধড়—কেতু? তুমিও বিদেয় হও বাবা,—তোমাদের সামনে আর কথা নয়।"

সবিনয় অনুযোগের স্বরে অজিত বলিল, "আমার ওপর রাগ করছেন কেন? তর্কের তাল-ঠোকাঠুকির কথা ও-রকম অনেক হয়,—এর জন্যে···না শিবুমামা, আমায় মাপ করুন। আমার ওপর রাগ করবেন না,—কারুর বাবা-টাবা হবার লোভ আমার কস্মিন্‌কালেও নেই মশাই। আপনি খামকা আমায় সন্দেহ করছেন।—ও সব লোভ কাতুর যথেষ্ট আছে!···দেখছে কি না, তৈরী উকীল ছেলে, অমনি লোভে প'ড়ে গেছে! ভেবেছে,—

যো-সো ক'রে একবার বাবাত্বটা বাগিয়ে নেই তো, তারপর ব্যাটার বিয়ে দিয়ে নির্ভাবনায় দু-দশ হাজার পকেটস্থ করব! ওটা ভয়ানক লোভী, ভয়ানক লোভী!"

শিবচন্দ্রের যতই রাগ হউক, কৌতুকের চরিত্র সম্বন্ধে এই কৌতুকজনক সুন্দর ব্যাখ্যা শুনিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না; হিতেন্দ্রও হাসিলেন। একটা সিগারেট ধরাইয়া, তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া হেলিয়া পড়িয়া বলিলেন, "সে বেগতিক দেখে স'রে পড়েছে, তার ওপর আর রাগ জানানো নিষ্ফল! বল্ শিবে,—বাহাদুর সিংএর খবর কি জেনে এলি?"

শিবচন্দ্র বলিলেন, "যা শুনলুম, তা তো বাপু মোটেই সুবিধের নয়। ও ঘড়ির আশা ছেড়ে দাও, টাকা-ফাকা নিয়ে বদ্‌মাইসের আড্ডায় তোমার যাওয়া হবে না।"

হিতেন্দ্র বলিলেন, "তা তো যাব না-ই। সে আমি আগেই ঠিক ক'রে রেখেছি। তারপর,—বাহাদুর সিংএর পরিচয় কি জানলি?"

"একদল পাঞ্জাবী বদ্‌মাইস্ ফেরার হয়ে আছে। আমার বন্ধু সন্দেহ করেছেন, এটা তাদেরই দল।—তাই বল্লেন, 'আপনারা একটু সজাগ হয়ে থাকবেন, আজ রাত্রে।—কেন না, হেদোয় এসে তারা হিতুবাবুর দেখা না পেলে হয় তো বাড়ীতে গিয়েই হাজির হ'তে পারে।' তাই জন্যে দু-জন বিশ্বাসী কনেষ্টবল রাত্রে পাঠিয়ে দেবেন বন্দোবস্ত ক'রে এলুম।"

"তভটা কি সাহস করতে পারবে?"

"এদের গুণের কাহিনী যা শুনলুম, তাতে অসাধ্য ব'লে ব্যাটাদের কিছু আছে,—মনে হয় না তো। তারপর শোন, বন্ধুটির বাড়ী থেকে বেরুচ্ছি, দেখি, লুঙ্গি-টুঙ্গি পরে পাঞ্জাবী চেহারার একটা লোক সামনে পানের দোকানে ব'সে ঠায় একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে। খট ক'রে মনে সন্দেহ হোল, ব্যাটা পেছু নেয় নি তো?··· লোকটাকে ভাল ক'রে চিনে নেবার জন্যে আস্তে আস্তে পানের দোকানের কাছে গিয়ে পান কেনবার মতলব জানালুম। পানওয়ালা পান দিচ্ছে,—লোকটা হঠাৎ ব'লে উঠ্‌ল 'বাবু, লটারীর টিকিট কিনবেন'?"

অজিত সোৎসাহে বলিল, "ঠিক ঠিক, ওরা ঐ রকমেই প্রথমে কথাবার্ত্তা আরম্ভ ক'রে! এ নিশ্চয়ই তাদের দলেরই লোক,—তারপর? আপনি কি বললেন? টিকিট কিনলেন?"

"খেপেছ?···লোকটার মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে, তার চেহারাটা ভাল ক'রে দেখে নিয়ে,—একটু হেসে বল্লুম, 'কলকাতার কলের জল, আর বালাম চালের চেহারা চেন না? অন্য খদ্দের ছাখো'।"

মহা ক্ষোভের সহিত অজিত বলিল, "এঃ! বড্ড অন্যায় করেছেন! একখানা টিকিটও কিনলেন না? দু-পাঁচখানা অন্ততঃ কেনা উচিত ছিল।"

"বটে আর কি! তারপর তারা টিকিটের ঠিকানা ধ'রে আমার পিছু নিক্! তারপর—"

"আমি অন্ততঃ নিচ্ছি!"—বলিয়াই কৌতুক হাসিমুখে হঠাৎ

ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, "কি মশাই! আপনি তো আমার ওপর বড়ই খুসী হয়ে উঠেছেন,—কিছু লটারীর টিকিট কিনুন না আমার কাছে! আমরাও একটা প্রাইভেট লটারী করছি,—ফার্ষ্ট প্রাইজ সাত হাত লম্বা বাঁদরের ল্যাজ! রাজী আছেন?"

শিবচন্দ্র স্তব্ধ হইয়া কৌতুকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। হিতেন্দ্র মুখ হইতে সিগারেট নামাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "নাঃ, এ ছোক্‌রা এবার নেহাৎই শিষ্টতার সীমা লঙ্ঘন ক'রে চলেছে। দে শিবে,—ঠেসে কান দু'টি ম'লে দে।"

অকুতোভয়ে শিবচন্দ্রের দিকে চাহিয়া কৌতুক বলিল, "গুরুর কান! বুঝে-সুঝে কানে হাত দেবেন! বিশেষ ক'রে আপনি নিজেও আমার একজন গুরু,—অঙ্ক কষিয়েছেন, ঢের! মনে আছে?"

শিবচন্দ্র বিস্মিতভাবে ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "মনে থাক না থাক—কিছু এসে যায় না। কিন্তু তুমি ধনুর্দ্ধর যে কি লগ্নেই জন্মেছ বাবা,—আমি অবাক্ হয়ে তাই ভাবছি!"

কৌতুক গম্ভীর হইয়া বলিল, "তা হ'লে এই সময় একটু চা খাওয়া দরকার, ভাবনাটা তা হ'লে খেল্‌বে ভাল ক'রে মাথায়। ডাক্তার চট্‌পট্ উঠুন—চা তৈরী হয়ে গেছে।"

সকলে উঠিয়া বিনাবাক্যে চা খাইবার জন্য চলিলেন। চলিতে চলিতে অজিত বলিল, "তারপর শিবুমামা—আপনি টিকিট কিনতে অস্বীকার করলেন শুনে, লোকটা কি বললে?"

"তাড়াতাড়ি দোকান থেকে উঠে, পাশের একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমি অন্য গলিতে ঢুকে তদ্দণ্ডেই অন্তর্দ্ধান! যদিও

সে, দলের অন্য লোককে আমার সন্ধানে পাঠিয়ে থাকে, তা হ'লেও আপত্তি নেই। আমি বড় রাস্তায় পড়েই ট্রামে উঠে চম্পট!"

কৌতুক সুগম্ভীরে বলিল, "তা হ'লে ব্যাপার গুরুতর!"

শিবচন্দ্র কোন উত্তর দিলেন না এবার।

চা খাওয়ার আড্ডায় বিদ্যুৎকে দেখা গেল না। মামীমার নির্দ্দেশমত বামুনঠাকুরই সকলকে চা, জলখাবার পরিবেশন করিল। বিদ্যুতের অনুপস্থিতি কাহারও চোখে ঠেকিল না, ঠেকিল শুধু হিতেন্দ্রের। কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি কিছু বলিলেন না।

সন্ধ্যার সময় পুলিশ-প্রহরীদ্বয়ের আগমন-ব্যাপার লইয়া, অজিত ও কৌতুক আর এক প্রস্থ হল্লা করিয়া, শিবচন্দ্রকে খুব রাগাইয়া দিল। বাহাদুর সিং যে এই বাড়ীর আঁচিলে-পাঁচিলেই কোথাও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—এমন কি, শিবচন্দ্রের পকেটের ভিতর হইতেই যে সে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইতে পারে, এমনতর সম্ভাবনা লইয়াও তাহারা আলোচনার ত্রুটি রাখিল না। শিবচন্দ্র ভয়ানক ভাবে চটিয়া গিয়া তাহাদের দু'জনকে দুই থাপ্পড় উপহার দিলেন :

মহা খুসী হইয়া কৌতুক বলিল, "চলুন, এবার তাস নিয়ে বসা যাক্।"

উৎসাহভরে অজিত প্রস্তাবটা সমর্থন করিল। হিতেন্দ্র আপত্তির কারণ দেখিলেন না। শিবচন্দ্র এই আত্মসম্মানজ্ঞানহীন বেহায়াদের অপরিসীম নির্লজ্জতার কাছে নিতান্তই পরাভব মানিয়া নিজকে মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। শেষে কি মনে করিয়া তাস হাতে করিলেন। রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত তুমুল কোলাহলে আড্ডা

চলিল। খেলা যত হউক না হউক—কৌতুকের হাতের রংএর গোলামের ভিতর হইতে অথবা অজিতের হাতের সাহেব, বিবি, নায় নওলা দশের ভিতর হইতে এমন ভাবে বারে বারে ছোরা হাতে বাহাদুর সিং লাফাইয়া আবির্ভূত হইতে লাগিল যে, শিবচন্দ্র বিরক্ত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিলেন। এই সব বিপজ্জনক বুদ্ধিবিশিষ্ট, 'গোল্লায়' গমনোদ্যত, 'ভয়ানক ছেলের' অদৃষ্টে যে ভবিষ্যতে কি দুর্গতি ঘটিবে,—তাহা ভাবিয়া তিনি উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া উঠিলেন!

রাত্রে আহারের ডাকে আড্ডা ভাঙিল। আহারস্থানে পৌঁছিয়া এবার শুধু হিতেন্দ্র একাই নয়,—সকলেই সুস্পষ্ট চেতনায় উপলব্ধি করিলেন,—বিদ্যুৎ সেখানে নাই, এবং অনেকক্ষণ হইতেই আড্ডার সভ্য-চতুষ্টয়ের কেহই তাহাকে দেখিতে পায় নাই!—জিজ্ঞাসা করিতে, মামীমা বিরস-বদনে উত্তর দিলেন, বিদ্যুতের খোকা এবেলা অসুস্থ হইয়াছে এবং বিদ্যুৎ নিজেও খুব সুস্থ নাই। অবেলায় খাইয়া এবং আহারান্তে অন্য দিনের মত বিশ্রাম না করিয়া সে নাকি কি কি কাজে খুব ব্যস্ত ছিল, তারই ফলে সন্ধ্যার সময় অসুস্থতাবোধ করে। ছেলেটিও সেই সময় মাতৃ-দুগ্ধ খাইয়া, খুব বমি করিয়া, কাঁদিয়া-কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছে। মাতা-পুত্র এখন নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

সংবাদ শুনিয়া হিতেন্দ্র মনে-মনে যথেষ্টই অস্বস্তি ও বিরক্তি বোধ করিলেন। মামীমা সামনে দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না। কিন্তু এই কথাটাই তাঁহার বার বার বিশেষ-

ক্ষণে মনে পড়িল যে—সকলের তাড়াহুড়া এবং মামীমার উপর্য্যুপরি আহ্বান সত্ত্বেও যে বেলা দেড়টার সময় নিমন্ত্রিতরা ভোজনে বসিবার অবসর পাইয়াছিলেন, সে কেবল হিতেন্দ্রের সিগারেট টানিয়া সুদীর্ঘ সময়ক্ষেপণে এবং স্নানে বিলম্বের জন্যই।—তারপর সেই যে সমালোচনা-সভায় বিদ্যুৎকে সসৌজন্যে আমন্ত্রণ,—হিতেন্দ্রের এখন স্মরণ হইল, সেটা বিদ্যুতের বিশ্রামের সময় ছিল! হিতেন্দ্র মনে মনে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন,—তিনি না হয়, বে-হিসাবী ভুল করিয়াছেন,—বিদ্যুৎ হিসাব বুঝিয়া চলে না কেন? এবং সকলের শেষে, সব চেয়ে বেশী করিয়া হিতেন্দ্রের যে কথাটা মনে পড়িল, তাহা এই যে,—তুচ্ছতম পরিহাসপ্রসঙ্গে সামান্য উত্ত্যক্ত করিলেই বিদ্যুৎ আজকাল দিনের মাথায় পঁয়তাল্লিশবার রাগিয়া উঠে। আর ঐ রাগ, তাপ, হর্ষ, ত্রাসের অত্যধিক উত্তেজনা যে মাতৃ-দুগ্ধকে বিকৃত করিয়া ফেলিবার পক্ষে কেমন সহায়, সে সম্বন্ধে যত ডাক্তার যত কথা বলিয়া গিয়াছেন,—সমস্তই এখন হিতেন্দ্রের মনে পড়িয়া গেল! ক্ষোভের আতিশয্যে সকল দিকের হিসাব খতাইয়া হিতেন্দ্র স্পষ্টই বুঝিলেন, – সমস্তই বিদ্যুতের মূর্খতার ফল!

খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় কৌতুক উচ্চকণ্ঠে বলিল, "ছোট দি-মণি, খোকা এখন কেমন আছে?"

মুখ তুলিয়া হিতেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন, বিদ্যুৎ ঘোমটা দিয়া নীরব চরণে নিতান্ত ভালমানুষের মতই মামীমার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কৌতুকের প্রশ্নের উত্তরে সে মাথা নাড়িয়া নীরবে জানাইল, "ভাল আছে।"

মামীমা বিদ্যুতের শারীরিক কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে, বিদ্যুৎ তেমনি ভাবেই আর একটা "ভাল" জ্ঞাপন করিল। তারপর আহার-বিশ্রামে অমনোযোগিতার ত্রুটি উল্লেখ করিয়া মামীমা ভৎর্সনার উদ্যোগ করিতেই বিদ্যুৎ নিঃশব্দে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। হিতেন্দ্র বক্র কটাক্ষে চাহিয়া দেখিয়া মনে মনেই বলিলেন, "আচ্ছা দেখা যাক্!"

বিদ্যুৎ সেটুকু শুনিতে পাইল না, তাহার যে কিছু কৈফিয়ৎ দিবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে,—এমন কোন সংশয় বা দুশ্চিন্তা হিতেন্দ্রের মনে আদৌ স্থান পাইল না। পাওয়া সম্ভবও নয়। কারণ, যাহার উপর আমাদের রাগ হয়, তাহার 'সকল কিছুকেই' আমরা মন্দ দেখি। মাথা ঠাণ্ডা করিয়া, তাহার অপরাধগুলির হেতুকে বিচার করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি খুব কম লোকেরই থাকে, এবং প্রত্যেক সত্যেরই যে দুইটা দিক্ আছে,—এ কথা স্মরণ রাখিয়া চলেন, এরূপ লোক সংসারে খুব প্রচুর নাই।

"জয়, 'আমার বিদ্যে' সমালোচকগণের জয়"—বলিয়া কৌতুক ও অজিত আসন ত্যাগ করিল। শিবচন্দ্র তখন বাহাদুর সিং-ঘটিত দুর্ভাবনা-ধ্যানে বিশেষ অন্যমনস্ক ছিলেন, বে-আদব ছেলে দুইটির বাচালতায় কর্ণপাত করিলেন না। রুষ্ট হিতেন্দ্র খুব একটা কড়া রকমের শ্লেষ-তিক্ত বচন এই প্রসঙ্গে বর্ষণ করিয়া গায়ের জ্বালাটা কথঞ্চিৎ পরিমাণে মিটাইয়া লইবার সদুদ্দেশ্যে একবার চারিদিক্ চাহিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে বিদ্যুতের মূর্ত্তি কোথাও দেখিতে পাইলেন না। অগত্যা মূল্যবান্ বাক্যগুলিকে মুঠায় চাপিয়া ধরিতে বাধ্য

হইলেন। যদিও মনে মনে আক্ষেপ বোধ হইল যে, শিবচন্দ্র প্রভৃতির সামনে বিদ্যুৎকে নিরুত্তর অবস্থায় দাঁড় করাইবার সুযোগে, —মনের সুখে মামলা গাহিয়া একতরফা ডিক্রী লইবার সুবিধাটা হাতছাড়া হইয়া গেল।

গাড়ী আসিল। বিদ্যুৎ, মামীমা ও হিতেন্দ্রের সঙ্গে বিদায়-সম্ভাষণ করিয়া, শিবচন্দ্রের সঙ্গে অজিত ও কৌতুক চলিয়া গেল। শিবচন্দ্র পুনঃ পুনঃ বাড়ীশুদ্ধ সকলকে আজ রাত্রের মত সতর্ক থাকিবার জন্য বলিয়া গেলেন।—অজিত এবং কৌতুক গম্ভীর হইয়া উপদেশ দিল, আজ রাত্রে যদি কেহ রোগীর নাম করিয়াও হিতেন্দ্রকে ডাকিতে আসে, তাহা হইলেও হিতেন্দ্র যেন সাড়া পর্য্যন্ত না দেন। কি জানি, সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়াই যদি বাহাদুর সিং আচম্‌কা একটা শব্দভেদী বাণের মতই আসিয়া, হঠাৎ তাঁহার স্কন্ধের উপর আবির্ভাব ঘটাইয়া বসে! বিশ্বাস কি? সাবধানের মার নাই···ইত্যাদি।

হিতেন্দ্র তাহাদের বিদায় দিয়া আসিয়া প্রথমেই বিদ্যুতের শয়ন-কক্ষে গেলেন। বিদ্যুৎ ঘরে ছিল না,—হিতেন্দ্র আলো তুলিয়া লইয়া সন্তর্পণে ঘুমন্ত ছেলেটিকে নাড়িয়া চাড়িয়া পরীক্ষা করিতে বসিলেন। তারপর নিজের ডাক্তারী অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করিয়া নিঃসংশয়ে বুঝিলেন, ছেলেটির জন্য আপাততঃ কোন আশঙ্কার কারণ নাই। সে সুস্থশরীরেই ঘুমাইতেছে।

মনটা নিশ্চিন্ত হইল বটে, কিন্তু বুদ্ধিটা নয়! ভবিষ্যৎ যে একটা আছেই, এবং "ছেলে মানুষ করা" ব্যাপারটা যে ছেলেখেলা নয়,

—সে সম্বন্ধে মূর্খ বিদ্যুৎকে গোটাকতক মনের মত বচন সাধুভাষায় শুনাইয়া দিবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া, তিনি সেইখানেই হাতের উপর মাথা রাখিয়া আড় হইয়া চুপচাপ শুইয়া পড়িলেন।

সিগারেটের বাক্সটা কাছে নাই,—সে আক্ষেপটা স্মরণ করিয়া দু-একটা শোকাবহ দীর্ঘশ্বাস পড়িল বটে, কিন্তু উঠিয়া পাশের ঘরে গিয়া ধূমপান করিবার ইচ্ছাটা তিনি কষ্টে-সৃষ্টে সংযত রাখিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বারান্দায় মৃদু পদশব্দ হইল। হিতেন্দ্র গম্ভীর হইয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু নিষ্ফল! বিদ্যুৎ এ ঘরে না আসিয়া সোজা পাশের ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে পাখার বাতাস দিয়া হিতেন্দ্রের মশারি ফেলিয়া দিতে লাগিল। চারিদিকের জানালা খুলিয়া না শুইলে, হিতেন্দ্রের ঘুম হইত না, সেজন্য তিনি পাশের ঘরে শুইতেন।

মিনিট পাঁচেক পরেই সব সাড়া-শব্দ বন্ধ।—তারপর ক্রমে পনের-কুড়ি মিনিট কাটিল, তত্রাচ বিদ্যুৎ আসে না। ক্ষুব্ধ রুষ্ট হিতেন্দ্র অগত্যা নিজেই উঠিয়া পাশের ঘরে তাহার সংবাদ লইতে চলিলেন।

বার

নিজের শয়নকক্ষে ঢুকিয়া হিতেন্দ্র দেখিলেন, বিদ্যুৎ সেখানেও নাই। বিস্মিত হইয়া লাইব্রেরী-ঘরে গেলেন, দেখিলেন, মাথার পিছনে টেবিলের উপর আলো রাখিয়া বিদ্যুৎ ইজি-চেয়ারে শুইয়া,

দু-হাতে ধরিয়া একটা মোটা বই পড়িতেছে।—নিঃশব্দপদে পিছনে আসিয়া হিতেন্দ্র ঝুঁকিয়া দেখিলেন,—তাঁহারই ডাক্তারী বই। ডাক্তার বুল সাহেবের মা এবং শিশুপালন সম্বন্ধে উপদেশমূলক একটি বই।

কাসিয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "সর্ব্বগুণান্বিতই হয়ে পড়েছেন। এতক্ষণের পর মাতৃ-কর্ত্তব্যের খোঁজ নিতে বসা হোল! আর কেন? ও সব ফেলে দাও!"

বিদ্যুৎ কোন জবাব দিল না; যেমন পড়িতেছিল, তেমনই পড়িয়া চলিল।

হিতেন্দ্র ক্ষণেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর টেবিলের ওপর সিগার-বাক্সটার দিকে নজর পড়িতেই হাত বাড়াইয়া সেটা তুলিয়া লইতে লইতে তিক্ত স্বরে বলিলেন, "সকলটাই অনাচার! যাদের মা হ'তে হয়েছে, তাদের শরীরে ও-রকম অত্যাচার মোটেই চলে না।—অসময়ে খাওয়া, অসময়ে ঘুমুনো,—বাজে কথা নিয়ে রাগে আগুন হয়ে ওঠা,—এ সব তাদের পক্ষে বিষ! বিষ!"

বিদ্যুৎ তথাপি নিরুত্তর।

শেল্‌ফের উপর হইতে আর একটা বই টানিয়া লইয়া, সশব্দে বিদ্যুতের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া, হিতেন্দ্র বলিলেন, "কেবল বাজে বই নিয়ে হল্লা ক'রে বেড়ানো হয়! প'ড়ে ত্যাখো দেখি এটা,—ছেলের মাকে কি উপদেশ দেওয়া হয়েছে!"

"তা ব'লে মা-সরস্বতী পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়বেন—এমন কোন কথা ছিল না।"—অত্যন্ত ধীর-গম্ভীরভাবে বিদ্যুৎ কথাটা

বলিল। তারপর হেঁট হইয়া, বইখানা তুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। আবার কি মনে করিয়া হাতের বইখানা পুনরায় চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া খুব মৃদুভাবেই বলিল, "ব্রেণের ওজন তিন ছটাক কম হ'লে শাস্ত্র যাদের বুদ্ধিচর্চ্চায় নিরস্ত থাকবার জন্যে গালে চড়িয়ে শপথ ক'রে গেছে,—তাদের এ সব বিদ্যের খোঁজ রাখা ভয়ানক পাপ। এ সব তত্ত্ব নিয়ে অনধিকারচর্চ্চা করাও উচিত নয়। সেটা ঠিক হ'লেও হ'তে পারে, কিন্তু তবুও প্রাণের দায়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি,—আমি যদি ডাক্তার হতুম, আর আমায় যদি ছেলেদের মঙ্গলের জন্য কিছু উপদেশ রচনা করতে হোত, তবে ছেলের 'মাতার প্রতি উপদেশ' রচনা করবার আগে ছেলের 'পিতার প্রতি উপদেশ' প্রয়োগ করাই বেশী দরকার ব'লে মনে করতুম! কেননা গাছের গোড়া কেটে ডগে জল ঢাললে, তাতে ফুল-ফলের কোন মঙ্গল বা উৎকর্ষ-লাভের সম্ভাবনা আছে, তা মনে হয় না আমার।"

"সংবাদ শুনে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল! হুঁ! 'বচন-সুধায় যায় না ক্ষুধা,—বরং শেষে জ্বালাতন'!" অপ্রস্তুতভাবে ব্যঙ্গ-স্বরে কথাটা বলিয়া, হিতেন্দ্র জানলার কাছে একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলেন। সিগারেটের বাক্সটার দিকে ইসারা করিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "ধরাব?"

বইয়ের দিকে চোখ ফিরাইয়া লইয়া বিদ্যুৎ বলিল, "স্বচ্ছন্দে।" পরক্ষণেই বই বন্ধ করিয়া সে উঠিয়া পড়িতে উদ্যত হইল।

হিতেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার কাঁধ ধরিয়া বসাইয়া দিয়া বলিলেন, "নাঃ, ওগুলো দেখে নাও। দেখা দরকার তোমাদের।

আমি বরং বারান্দা থেকে খেয়ে আসছি!—এসে গোটাকতক কথা বলব, পালিও না।" তারপর দুয়ারের কাছে গিয়া, মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া বলিলেন, "এ-ও কিন্তু এক জাতের গোঁড়ামী, কোন পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীর উচিত নয়,—এতে আপত্তি করা!"

প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টি তুলিয়া বিদ্যুৎ বলিল, "পতিপ্রাণা মানে কি? নেশাগত-প্রাণা হওয়া?"

মাথা চুলকাইয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "তা নয় তো কি? কিন্তু গোড়াতেই যে গলদ! এমনি অক্ষম দুর্ব্বল স্নায়ু তোমাদের যে দশ হাতের মধ্যে গন্ধ এলেই নাকের ডগে হোঁচট্ খেতে সুরু কর! গলায় দড়ি দাও।...এ-সব কি সহধর্ম্মিণীর যোগ্য কর্ত্তব্য?"

বিদ্যুৎ নিরুত্তর রহিল।

হিতেন্দ্র বাহিরে গিয়া সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে পুনশ্চ বলিলেন, "সাধে বলতে হয়, মগজের ওজন তিন ছটাক কম? এ সব উচ্চাঙ্গের শাস্ত্রজ্ঞানে তোমাদের কিছুমাত্র দখল নেই বলেই বড় দুঃখেই বলতে হয়!"

বিদ্যুৎ সে কথারও কোন উত্তর দিল না, যেমন পড়িতেছিল, পড়িতেই লাগিল। হিতেন্দ্র বারান্দায় পায়চারী করিতে করিতে ধূমপানে বিভোর হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু জোর টানে তাড়াতাড়ি সিগারেট খাইতে গিয়া হিতেন্দ্রের শ্বাসনালীতে ধোঁয়া আট্‌কাইয়া গেল। সুরু হইল কাসি—প্রচণ্ড কাসি। সিগারেট ফেলিয়া দিয়া ডান হাতটি বুকের উপর সজোরে চাপিয়া তিনি ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিলেন। চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া

কিছুক্ষণ হাঁপাইতে লাগিলেন। তারপর আবার অবিশ্রান্ত কাসি তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

বিদ্যুৎ বই ফেলিয়া, ক্ষণেকের জন্য চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল; তারপর আস্তে আস্তে উঠিয়া গিয়া এক গ্লাস জল আনিয়া সামনে রাখিল; কিছু না বলিয়া চেয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া,—একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

অন্ততঃ দশ মিনিট ধরিয়া হিতেন্দ্রের কাসির জের চলিল। জল খাইয়া, ঝোঁক সামলাইয়া, ক্লান্ত স্বরে হিতেন্দ্র বলিলেন, "উঃ, আমার বুক টাটিয়ে গেছে!—এই রকম কড়া-কাসির ধমকেই বুকের শির-ফির ছিঁড়ে যায়, মানুষকে যক্ষ্মারোগে ধরে।"

বিদ্যুতের মনে মনে আশঙ্কাও যেমনি হইয়াছিল, রাগও তেমনি হইতেছিল।—হিতেন্দ্রের এই ধূমপানে অত্যধিক আসক্তির ঝোঁকটা ছাড়াইবার জন্য সে বরাবরই বিনয়-অনুনয়, এমন কি, সময় সময় রাগারাগি পর্য্যন্ত করিয়াছে। কিন্তু সংসারের বাজারে জেদ্ জিনিসটা না কি বড়ই সুলভ,—বিশেষ করিয়া অবাধে মুরুব্বিয়ানা চালাইবার পক্ষে অসুবিধাটা সেখানে বেশী কিছু নাই,......কাজেই হিতেন্দ্র বেশ নির্ভাবনাতেই টানের মাত্রা বাড়াইতেছিলেন, এবং ইহার জন্য তাঁহার হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা সময় সময় যেমনিই বাড়িতেছিল, মাথার রক্তও সময় সময় চড়িতেছিল তেমনি,—অতি অকস্মাৎ! স্বভাবতঃই তিনি প্রসন্ন ধীরপ্রকৃতির মানুষ, কিন্তু টানের মাত্রা যে দিন বাড়াইতেন, সে দিন অল্পেই অধৈর্য্য হইয়া উঠিবার মত একটা রুক্ষ-বিরক্তির ভাব তাঁহার প্রকৃতির উপর আসিয়া পড়িত, ইহাও তিনি

স্পষ্ট বুঝিতেন। রাগের মাথায় সময় সময় ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া ইচ্ছাও করিতেন, কিন্তু ইচ্ছাকে কাজে সফল করিবার পক্ষে যতখানি মনের জোর প্রয়োগ করা প্রয়োজন, সেটা প্রয়োগে অবহেলা করিতেন; কাজেই ইচ্ছাটা নিষ্ফল বাসনামাত্রেই পর্য্যবসতি হইয়া থাকিত। তা ছাড়া অধিকাংশ ভদ্রলোকেই যখন এ নেশাটাকে সভ্যতার একটা অঙ্গ বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন, তখন হৃৎপিণ্ড-দৌর্ব্বল্যের ভয়ে ইহাকে পরিত্যাগ করা যে কাপুরুষোচিত ব্যাপার, এমন সব বীরত্ব-গর্ব্বিত উক্তিও বিদ্যুৎকে নরম সুরে শুনাইয়া দিবার পক্ষে ত্রুটি রাখিতেন না।

আজ যখন নেশার ধাক্কায় বড় ক্লেশ পাইয়াই তিনি বিদ্যুতের সামনে ঐ সব করুণ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তখন রাগের মাথায় বিদ্যুতের ইচ্ছা হইল, সেও এই ছুতায় খুব খানিকটা কাঁদিয়া-কাটিয়া যথাসাধ্য অনর্থ বাধাইয়া তোলে। কিন্তু মানুষটি নিজের বুদ্ধির দোষে দণ্ড যে পরিমাণ পাইয়াছেন, সেটা বিচার করিয়া বিদ্যুৎকে রাগ সামলাইতে হইল।—খানিকটা গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া,—ধীরে ধীরে সে বলিল, "শুয়ে পড় গে।"

মাথা নাড়িয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "উঁহু, তুমি পড়।"

বিদ্যুৎ বলিল, "আমি আর পড়তে পারব না।"

"কেন?"

"ভাল লাগ্‌ছে না।"

"ভাল লাগা মন্দ লাগার কথা এখানে চল্‌বে না,—ছেলের মঙ্গলের জন্যে যা তোমাদের জানা দরকার, জেনে নাও।"

রুষ্টস্বরে বিদ্যুৎ বলিল, "আমাদের কোন কিছু জানা না জানায় পৃথিবীতে কারই বা কি এসে যাচ্ছে? এই তো তুমি একজন মানুষ··· তুমি নেশার অপকারিতা সম্বন্ধে কি না জানো? তুমি কি না···শুনছ আমার কথা একটাও?"

সিগারেটের বাক্সটা তুলিয়া জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "এই নাও!······হোল তো? ওই শাপগুলো লেগেই তো আমার গলায় ধোঁয়া আট্‌কে গেল!"

"আর কিছু নয়?" বলিয়া বিদ্যুৎ ম্লানভাবে একটু হাসিল। ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "নাঃ, এ সব দেখতে আমার ভয়ানক মন খারাপ হয়ে যায়! একটা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক নেশার দাসত্বই তোমাদের কাছে এত বড় হয়ে উঠল যে, আত্মহত্যার পথটা পর্য্যন্ত মুক্ত ক'রে ফেলছ? এমনি নেশার টান যে, কারুর মঙ্গলের মুখ চাইতে রাজী নও,—এ কি রকম স্বার্থপরতা?"

"বলি, তুমি এখন একটু পরার্থপর হও না, ছেলেটার মঙ্গলের মুখ চেয়ে—"

"কি করে হব? আমি সহধর্ম্মিণী। একপক্ষ স্বার্থপর হ'লে, আমার পরার্থপরতা টিকবে কিসের জোরে?"

শ্লেষের আঘাতে বিচলিত হইয়া হিতেন্দ্র রাগতস্বরে বলিলেন, "তোমায় সহধর্ম্মিণী হ'তে হবে না, যাও! যা বলছি, শোনো।"

বাধা দিয়া বিদ্যুৎ ধীরভাবে বলিল, "বলছ তো অনেক-রকম কথাই, কিন্তু শুনব কোন্‌টাকে? আদেশগুলো যে সবই পরস্পর-বিরোধী! ও আদেশ একটাকে পালন করতে গেলে আর একটাকে লঙ্ঘন করা

ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।—নেশা-টেশা করতে পারিনে ব'লে, এই তো খানিক আগে সহধর্ম্মিণীর অযোগ্য-টযোগ্য ব'লে কত-কিই গালাগালি দিলে ; এমন কি, গলায় দড়ি দেবার অর্ডার পর্য্যন্ত পাশ ক'রে দিয়ে গেলে, এখন আবার—'তড়ি-ঘড়ি' মত বদলে গেল, বলছ কি না, সহধর্ম্মিণী হ'তে হবে না! এখন কোন আদেশটা পালন করি?"

চেয়ারের পিঠে হেলিয়া পড়িয়া হিতেন্দ্র মৃদু হাস্যে বলিলেন, "তা হ'লে আর বলছি কি? পালন করতে হবে সব আদেশকেই। কোনখানেই অনুষ্ঠানের ত্রুটি রাখলে চল্‌বে না।"

"আমিও তো ইচ্ছে করি না যে, কোথাও ত্রুটি থাকে।—কিন্তু আদেশগুলো এমনি অবিচারের সঙ্গে দেওয়া হয় যে, নির্ব্বিচারে তাদের পালন করবার পথ—কোন দিকেই দেখতে পাইনে। এখন উপায়? আগে গলায় দড়ি দেওয়ার আদেশটা পালন করব?"

"তা হ'লে বাকী আদেশগুলো?"

"তারপর ফুরসৎ পাই তো চেষ্টা ক'রে দেখব—যাতে পালন করবার সুযোগ পাই।"

"ম'রে? ভূত হয়ে?"

"অগত্যা। হুকুমের ফর্দ্দ যে রকম বিশাল বিপুল হয়ে উঠেছে,—কোন জ্যান্ত মানুষের পক্ষে তাকে তামিল করা সম্ভব ব'লে তো মনে হয় না।—তা ছাড়া ক্ষুদ্রশক্তি মানুষের মন নিয়ে—দেবতার মন যোগানোর চেষ্টাটা যে কত বড় দুঃসাহসিক দুশ্চেষ্টা, সেটা তো চারদিকের কলহ-কিচ্‌কিচির ঠেলা থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারছি।"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "আমাদের দয়াময়কে

জিজ্ঞাসা করো না, সে বলবে,—মানুষের অসুরের মত শক্তি থাকাই ভাল এবং অসুরের মত তা প্রয়োগ করাও ভাল।"

বিদ্যুৎ সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল।—ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া,—খুব ধীর-সংযত-কণ্ঠে বলিল, "ছাখো, তোমার নিজের যা বলবার আছে, আমায় স্পষ্ট করেই বোলো,—কিন্তু ঐ পরম ভক্তি-ভাজন দয়াময় করুণাময় মহাপুরুষদের উক্তি আমায় কিছু শোনাতে এসো না। আমি ক্ষুদ্রপ্রাণ মানুষ,—মহাপুরুষদের বচনের অর্থ অত বুঝতে পারিনে!"

হিতেন্দ্র তৎক্ষণাৎ সমান মাত্রায় গাম্ভীর্য্যের ওজন চড়াইয়া, বিদ্যুতের মুখের দিকে প্রখর, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি স্থাপন করিয়া, খুব কোমল সুরেই বলিলেন, "কিন্তু তোমার সইকে জানিও,—যাঁদের অনুগ্রহ-নিগ্রহের ওপর তোমাদের সমস্ত মেয়ে জাতটার জীবন-মরণ নির্ভর করছে,—তোমাদের সম্বন্ধে সে অনুগ্রহবান্‌দের সদয় মন্তব্যটা এর চাইতে এক পয়সাও বেশী নয়। তিনি যেন স্মরণ রাখেন, পুরুষজাতির চরমতম পৌরুষের বাণীই—এই!"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিদ্যুৎ বলিল, "আর তুমি অনুগ্রহবান্‌! সেই একই জাতের, সুতরাং একই দলের?"

"দোহাই তোমার! নির্ব্বংশ হবার অভিশাপ দিও না। আমি কোন দলেরই নই, সেটা অকপট চিত্তেই স্বীকার করছি। তবে আমি চিকিৎসক মানুষ,—অসুরশক্তির কল্যাণে দু-দশটা মাথা ফাট্‌লে বা সন্দেহজনক মৃত্যুগুলোকে 'নিঃসন্দেহে মৃত্যু' ব'লে দাঁড় করিয়ে, চোস্ত ভাষায় মেডিকেল সার্টিফিকেট্‌ ঝেড়ে দিতে পারলেই, আমার

কিঞ্চিৎ রেস্ত লাভের আশা !—সুতরাং মনে যাই থাক, প্রাণ থাকতে ভরসা ক'রে তো অহিংস সংগ্রামকে সমর্থন করতে পারছি নে !"

অকস্মাৎ অত্যন্ত উষ্ণ হইয়াই বিদ্যুৎ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তা পারবে কেন ? তোমরা সবাই সমান পৌরুষমন্ত তো ? কিন্তু রেস্ত লাভ ক'রে রাখবে কোথা ? ভোগ করবে কে ?"

মহা বিস্ময়ের ভাণ করিয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "কেন ? তুমি ভোগ করবে ! তোমার বাক্সয় তুলে রাখবে !···কিন্তু না—না—না, মাপ কর আমায়······"

আর তখন 'মাপ কর' !······উত্তেজিত বিদ্যুৎ তীব্রস্বরে বলিল, "আমার ভোগশক্তি তত প্রচণ্ড ধৈর্য্যশীল নয় ! তুমি যাঁদের কাছে ঐ চরমতম পৌরুষের বাণী' শিখে এসেছ, তোমার সেই দয়াময়বাবুদের ভোগ করতে দিও, তাঁরা ভোগ ক'রে কৃতার্থ হ'য়ে যাবেন, আর তুমিও ধন্য হবে।"

বিদ্যুৎ হেঁট হইয়া, শিশুপালন সম্বন্ধে মাতৃ-কর্ত্তব্য-বিষয়ক বইখানি তুলিয়া লইয়া প্রস্থানের উপক্রম করিল—হিতেন্দ্র হঠাৎ চেয়ার সরাইয়া লইয়া দুয়ার আগলাইয়া বসিলেন।—হাসি-হাসি মুখে বিদ্যুতের মুখের দিকে চাহিয়া রীতিমত কৈফিয়ৎ তলবের সুরেই বলিলেন, "বলি—আমার ওপর চট্‌ছ কেন ? বিশ্বাস কর, আমি সত্যি সত্যি দয়াময়বাবু নই।"

এই দয়াময়বাবু নামে পরিচিত ব্যক্তিটির সম্বন্ধে অনেকগুলোই ইতিহাস-দুর্লভ, ঐতিহাসিক তথ্য ইতিপূর্ব্বে হিতেন্দ্রের মারফৎ-ই বিদ্যুতের কর্ণগোচর হইয়াছিল। সেগুলোর সমস্ত বিবরণ অপ্রকাশ

থাকাই মঙ্গল।—তবে মোটের উপর অবস্থাটা এই দাঁড়াইয়াছিল যে, দয়াময়বাবুর নামের দোহাই পাড়িয়া হিতেন্দ্র 'তেমন তেমন' কিছু শুনাইতে আসিলেই, বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিত।

একে তো বিদ্যুৎ যথেষ্ট পরিমাণেই উষ্ণ হইয়াছিল, তার উপর হিতেন্দ্র যখন অতিরিক্ত ভদ্রতা জানাইয়া নিজেকে 'দয়াময়বাবু নয়' বলিয়া পরিচিত করিবার চেষ্টা করিলেন, তখন বিদ্যুতের মনের রাগ আরও বাড়িয়া গেল। চেয়ারের পাশ কাটাইয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিতে করিতে সে বলিল, "সরো, বেশী বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না।"

প্রবল মুরুব্বিয়ানার সহিত হাত-মুখ নাড়িয়া হিতেন্দ্র বিশেষ বিজ্ঞতা-পূর্ণ স্বরে বলিলেন, "আরে, তোমাদের ভাল লাগা মন্দ লাগার তোয়াক্কা রাখে কে? 'জিস্‌কা লাঠি, উস্‌কা মাটী,'—এই তো সনাতন সত্য চোখের সামনে প'ড়ে আছে! এরপর আবার 'ভাল লাগার' দোহাই পাড়ছ কেন?"

রাগে ক্ষোভে প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়াই বিদ্যুৎ বলিল, "ছাখো, এবার সত্যি সত্যিই আমার ভয়ানক কান্না পাচ্ছে কিন্তু!"

শশব্যস্তে হিতেন্দ্র বলিলেন, "ওহো,—ওটা কোর না! কান্না-কান্না আমার মোটেই ভাল লাগে না বাপু! তার চেয়ে বরং রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছি,—যাও। কিন্তু ছাখো,—রাত দুটো পর্য্যন্ত আমায় জাগতে হবে,—সমস্তক্ষণটা—একলা একলাই জাগব? আর আধ ঘণ্টাটাক্ থাকো না—তুমি তো সাড়ে বারোটায় খোকাকে দুধ খাওয়াবে? এই তো মোটে বারোটা, আর একটু বোসো।"—হিতেন্দ্রের ভাবগতিক নিতান্তই অনুনয়-কোমল হইয়া উঠিল।

বিদ্যুতের প্রকৃতিটাও নিতান্তই স্বচ্ছ লঘু। হিতেন্দ্রের এই আকস্মিক বিনয় ও শিষ্ট ব্যবহারে মনের জমাট ক্রোধ লঘু হইয়া আসিল। চপল-কৌতুকে ভরিয়া উঠিল বিদ্যুতের মন। কিন্তু বাহিরের দিকে হালকা হওয়াটা সে সময় নিরাপদ নয় দেখিয়া,—কণ্ঠস্বরে ক্রোধটা যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া বলিল, "কোথায় বসবো? তোমরা যে রকম বীরত্ব আর লাঠালাঠির ধুম দেখাও, কোথাও কি শান্তিতে বসবার উপায় আছে?"

"আহা, তোমার মাথার ওপর তো আর কেউ সে রকম অসীম বীরত্ব প্রকাশ করতে আসছে না! তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন?"

"যা সব পৌরুষের নজীর দেখতে পাচ্ছি, তাতে এ ভিড়ে মাথাটা গুঁড়িয়ে না যাওয়াই আশ্চর্য্য।"

বিদ্যুৎ সরিয়া গিয়া নিজের চেয়ারটায় বসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া,—কি একটা কথা ভাবিয়া সহসা যারপরনাই অসন্তোষভরে বলিল, "আর তুমিই কি কম? তোমরা সবাই—বদমাইসি-বুদ্ধিতে ঠিক,—কাঁটায় কাঁটায় সমান! কেউ কম যাও না!—আচ্ছা, বল তো সত্যি ক'রে,—'আমার বিত্তে' সমালোচনা করাবার কি এত মাথাব্যথা পড়েছিল তোমার?—যা হোক, অমনি হিংস্কুটিপণা ক'রে, পরের সঙ্গে লাগতে পারলেই হোল, নয়?"

হিতেন্দ্র বলিলেন, "দোহাই ধর্ম্ম, সত্যি বলছি—তোমার 'সই'য়ের ওপর আমার লেশমাত্রও রাগ নেই।—তোমাদের বন্ধুত্ব জন্ম জন্ম অক্ষয় অমর হয়ে থাক্, কোন দুঃখু নেই আমার!—আর সে বন্ধুত্বের ওপর হিংস্কুটে দৃষ্টি সঞ্চালনের অবসর যে আমার

এক মুহূর্ত্তও নেই, এটা হলপ ক'রে বলছি, বিশ্বাস কর।—এত ছোট মন নয় আমার!···তবে তিনি না কি বড্ড বাজে বিষয় নিয়েই চর্চ্চা ক'রে অনর্থক শক্তিক্ষয় করছেন, তাই মনে করেছিলুম, একবার গিয়ে দেখা ক'রে তাঁকে গোটাকতক গুরুগম্ভীর বিষয়ের জন্যে ভেবে দেখবার অনুরোধ ক'রে আসব।—তা, ঠিকানা চাইবার ভাষাটায় একটু গোলমাল হয়ে পড়াতেই তুমি অমনি আমার আপাদমস্তকে অভদ্রতার চিহ্ন আবিষ্কার ক'রে ফেললে! এতে কি পেরে ওঠা যায়? ঠিকানাটা যদি দিতে,—তবে তোমার সইয়ের একটু উপকার করেই দিয়ে আসতুম। তা তো দিলে না! বন্ধুর কাল্পনিক অপমানের আশঙ্কায় তাঁর সত্যকার মঙ্গলকেই হারালে! ঐ জন্যেই তো তোমাদের কোন উন্নতি হয় না!"

বিদ্যুৎ দু-হাতের মধ্যে মুখ ঢাকা দিয়া, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল,—তারপর একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "তা সইকে কি গুরুগম্ভীর বিষয়ের জন্যে পরামর্শ উপদেশ দেবে, একবার বল না, আমি একটু শুনি।"

ঘোরতর তাচ্ছিল্যের স্বরে হিতেন্দ্র বলিলেন, "আরে যাও,—তুমি ছেলেমানুষ, তোমার মাথায় সে সব ঢুকবে না।"

"আর সই বুঝি আমার চেয়ে খুব বেশী বড় মানুষ?"

"বড় মানুষ কি ছোট মানুষ, তা জানিনে,—তবে 'লেখার মানুষটা'র বুদ্ধিশুদ্ধি যে তোমার মত যাচ্ছে-তাই অপদার্থ নয়, সেটা টের পেয়েছি, এই মাত্র।"

হঠাৎ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বিদ্যুৎ বলিল, "সত্যিই লেখার

মানুষটা আমার মত নয়! আমার নিজেরই হাসি পায়,—আমার কথা ভেবে!"—পরক্ষণেই হঠাৎ অপ্রস্তুতভাবে থামিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, হাসি-হাসি মুখে বলিল, "আচ্ছা, যদি সত্যিসত্যিই সইয়ের উপকার করো, তবে তার ঠিকানাটা তোমায় দেব। কিন্তু সন্ধান পেয়ে শেষে শত্রুতায় লাগবে না তো?"

"এমনিই অপদার্থ কাপুরুষ আমি?"

"ভয়ানক ফাজিল যে তুমি! ঐ জন্যে তোমায় বিশ্বাস করতে আমার মোটেই ভরসা হয় না।"

হিতেন্দ্র মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন, "ধরাবো সিগারেট?"

বিদ্যুৎ হাসিয়া বলিল, "সাধে অপদার্থ হ'তে হয়—এই সব অপদার্থতার জ্বালায়!—কিন্তু বারোটা বাজছে, চললুম,—তুমি শোও গে যাও!"

"দাঁড়াও, বাহাদুর সিং যদি দেখা করতে আসে, একটু জেগেই থাকি!—সেইজন্যে দিনেই ঘুমিয়ে রেখেছি খানিকটা।"

সবিদ্রূপ হাস্যে বিদ্যুৎ বলিল, "হিংসা পাপ অতি মন্দ কভু নহে ভাল—এই কথাটা যদি মনে রেখে চলতে, অর্থাৎ আমার সইয়ের বিদ্যে-বুদ্ধিতে যদি ঈর্ষা-ক্ষুব্ধ হয়ে না উঠতে, আর সেই ছুতোয় যদি 'যুদ্ধং দেহি' ব'লে না দাঁড়াতে, তবে তোমায় কোন দুঃখই ভোগ করতে হোত না, এটা ঠিক মনে রেখো। যাই হোক, বাহাদুর সিং-কে যখন আমার ভাই-ই ক'রে দিয়েছ—তখন আমিই তোমায় অভয় দিচ্ছি—আজ রাত্রে আমার ভাইরা কেউ ঘুম ভাঙিয়ে তোমার

সঙ্গে রসিকতা করতে আসছে না, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোওগে, আমি অভয় দিচ্ছি।"

ব্যঙ্গভরে হিতেন্দ্র বলিলেন, "ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শটা ঠিক হয়েই আছে না কি ?"

গম্ভীর হইয়া বিদ্যুৎ বলিল, "কেনই বা থাকবে না ? ভাইয়ের মত ভাই হলেই—তিনি ভগিনীস্নেহের মর্য্যাদা রেখে চলেন। এখন ভাল মুখে বলছি, কথা শোনো। ঘুমোও গে।"

বিদ্যুৎ চলিয়া গেল। হিতেন্দ্র হাসিলেন। অনুচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "ছাখা যাক, তোমার ভাইটি কতদূর ভদ্র। কিন্তু তুমি রাত্রে ওঘরে একলা থাকতে পারবে তো ? ভয় করবে না ?"

বিদ্যুৎ উত্তর দিল, "কিছুমাত্র না! আমার ভয় পাবার শক্তিটা তোমাদের মত অত ভীষণ বলিষ্ঠ—বলবান্ নয়। তুমি সেজন্যে নিশ্চিন্ত থাক।"

তের

সকালবেলা উঠিয়া চা খাইতে খাইতে হিতেন্দ্র বলিলেন, "কই গো,—তোমার ভাই বাহাদুর সিং তো কাল রাত্রে এলেন না। মিছি-মিছিই পাহারাওলা দুটোকে বখশিস্ দিতে হোল! কবে সত্যি ক'রে আসবেন—একটু ব'লে দাও না আগে থেকে!"

বিদ্যুৎ ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছিল। প্রশ্ন শুনিয়া গম্ভীরমুখে

বলিল, "ভাইয়ের ফুরসুৎ হলেই আসবে। তোমার মত নিকামায়ে দর্জ্জি তো নয়—যে, রাতদিন পরের সঙ্গে খুন্‌সুটি করবার জন্যে ওৎ পেতে ব'সে আছে!"

চায়ের পেয়ালা নামাইয়া, ঈষৎ হাসিয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "তুমি যে রকম পোলিটিক্যাল্ কায়দায় মন্তব্য প্রকাশ করছ—বাস্তবিক বলছি, অন্যের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত যে, সত্যি-সত্যিই বাহাদুর সিং-এর সঙ্গে তোমার নিকট-সম্পর্ক নেই!"

অধিকতর গম্ভীর হইয়া বিদ্যুৎ বলিল, "অন্যের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত হয় তো হোক, কিন্তু তুমি তো বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছ যে, তোমার সঙ্গে বাহাদুর সিং-এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে?"

মাথা চুলকাইয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "তা অগত্যা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি বৈকি,—তোমার দৌলতে!"

"ভাগ্যে কাল কথাটা শিখিয়ে দিয়েছিলুম!—কিন্তু ঐ জুতোর শব্দ,...ছেলেমামা খবর নিতে আসছেন। তুমি এক কাজ কর দেখি,—উনি অনেক কষ্টে পাহারাওলা-টলা ঠিক ক'রে রেখে গেছেন। কাল বাহাদুর সিং একদম আসেনি শুনলে ওঁর মনে বড় দুঃখু হবে,—তুমি বল যে, রাত্রে বাহাদুর সিং এসেছিল, শুধু জানালা দিয়ে উঁকি মেরে পাহারাওলা দেখে, ভয় পেয়ে চ'লে গেছে। বল দয়া ক'রে। ছাখো না কি মজা হয়,—লক্ষীটি, আমার মাথা খাও।"

চায়ে চুমুক দিতে দিতে হিতেন্দ্র গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "মাথা খেতে রাজী আছি।—ও জিনিসটা চায়ের সঙ্গে পেলে—খাওয়ার পক্ষে মন্দ নয়। কিন্তু মিথ্যা কথা বলতে আমি মোটেই রাজী নই।

আর তুমিও তো আচ্ছা লোক!—আমার মত একজন ভদ্রলোককে কি না মিছা কথা বলতে বলছ?"

অসন্তুষ্টভাবে বিদ্যুৎ বলিল, "উঃ! ভারী নিষ্ঠাবান! আর এ দিকে দিনের ভিতর ছিয়াশীবার আমার কাছে মিথ্যে বলা হচ্ছে—তার বেলা দোষ হয় না?"

"তোমার সত্য মিথ্যার জ্ঞান কতটা আছে, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার।"

শিবচন্দ্র তখন বারান্দায় আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিদ্যুৎ বেশী কিছু বলা-কহার সময় নাই দেখিয়া শুধু একবার হিতেন্দ্রের দিকে দারুণ অপ্রসন্ন দৃষ্টি হানিয়া, মাথায় কাপড় টানিল। হেঁট হইয়া ছেলেকে দুধ খাওয়াইতে লাগিল।

শিবচন্দ্র অগ্রসর হইয়া উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিল, "কি খবর মাতুল?"

সপ্রতিভ গাম্ভীর্য্যে হিতেন্দ্র উত্তর দিলেন, "বিশেষ মারাত্মক! তুই এখন একটু চা খাবি, বলতে পারিস?"

"আঃ!—চা খাওয়া পরে হবে। বলি, রাত্রের খবর কি?"

"সাংঘাতিক দুশ্চিন্তাপূর্ণ! ভয়ানক গুরুতর।"

"গোল্লায় যাও তুমি!—ফাজ্‌লামোয় তুমি যে আবার···"

"দোহাই বাপধন! তোরা সবাই মিলে আমায় অমন জোর-তালে গোল্লায় যাবার অনুরোধ করিসনে!—অনুরোধের ঠ্যালা সামলাতে না পেরে সত্যি সত্যিই তা হ'লে গোল্লায় চলে যেতে বাধ্য হব একদিন।"—কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুতের দিকে অতি সুমধুর, মৃদু, বঙ্কিম কটাক্ষ করিলেন!

বিদ্যুৎ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিল না। গম্ভীরমুখে ছেলেকে দুধ খাওয়ান শেষ করিয়া নীরবে উঠিয়া গেল।

শিবচন্দ্র আবার বাহাদুর সিং-য়ের সম্বন্ধে নূতন দুশ্চিন্তাজনক আলোচনা লইয়া পড়িলেন। বাহাদুর সিং যে তাহার প্রিয় হিতুবাবুকে কাল রাত্রে নিরুপদ্রবে সুখ নিদ্রাভোগ করিতে দিয়াছে,—ইহার কারণ যে খুব সাধুজনোচিত হিতৈষিতা প্রদর্শন নয়—এ কথা শিবচন্দ্র বাজি রাখিয়া বলিতে পারেন!···শিবচন্দ্রের ধ্রুব বিশ্বাস, ইহা একটা চাল! ইহা কেবল হিতেন্দ্রকে অন্যমন অসতর্ক করিয়া, শেষে তাহাদের সুযোগমত হঠাৎ এক সময় শক্ত ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা মাত্র।—অতএব, অতঃপর সর্ব্বদা সাবধান হইয়া চলা আবশ্যক।

শেষের যুক্তিটার সারবত্তা হিতেন্দ্র অস্বীকার করিলেন না! কিন্তু শিবচন্দ্রের মত ব্যাপারটাকে এতখানি আশঙ্কাজনক মনে করিতে তাঁহার দ্বিধা বোধ হইল।—মাথা চুলকাইয়া, একটু করুণ কোমল আপত্তির উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু শিবচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সজোরে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "নাঃ! তুমি মনে কর, দুনিয়ার সমস্ত মানুষই তোমার মত সৎস্বভাবের ভদ্রলোক!—নয়?"

এরূপ ব্যবহারিক কাণ্ডজ্ঞান বর্জ্জিত ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে হিতেন্দ্র নিজের তরফ হইতে আপত্তি ও অস্বীকার জানাইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু বিদ্যুতের দুর্ভাগ্য; কি একটা কাজের জন্য সেই সময় সে সেখান দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র হিতেন্দ্র তৎক্ষণাৎ সোজা ভাষার আপত্তিটা ভিন্নসুরে ঘুরাইয়া বলিলেন, "বাস্তবিকই আমি আগে মনে করতুম, পৃথিবীর সবাই

আমারি মত সৎ আর ভদ্র! কিন্তু—এই,—কাছাকাছির মধ্যেই দু'এক জনের সঙ্গে দৈবক্রমে মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হতেই টের পেলুম, আমার ধারণাটা ভুল! আমার কপালে শিং না থাকলেও, আর কারুর মাথায় যে সেটা গজাবে না, বা আর কেউ যে সে বস্তুর সদ্ব্যবহার করবেন না, এ কথা মনে করাই মিথ্যে! এমন কি, ধারালো দাঁত-নখের পর্য্যন্ত অভাব কারুর কারুর দেখ্‌তে পাইনে, সত্যি শিবে!"

বিদ্যুৎ চলন্ত প্রস্তর-প্রতিমার মতই নির্ব্বিকার-নিরুদ্বিগ্ন ভাবে প্রস্থান করিল।

শিবচন্দ্র সে কথাটা সাধারণভাবেই গ্রহণ করিলেন। আরও কিছুক্ষণ বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া শেষে আদালত স্মরণ করিয়া উঠিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, দু-এক দিন অন্তর আসিয়া তিনি এ বাড়ীর সংবাদ লইয়া যাইবেন।

একজন প্রফেসারের সহিত আজ সকালে হিতেন্দ্রের দেখা করিবার প্রয়োজন ছিল, তিনিও অবিলম্বে সাজসজ্জা করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বেলা বারোটার সময় বাড়ী ঢুকিয়া, স্নান করিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, বাঁ হাতে আয়না ধরিয়া চিরুণী ব্রুসের সাহায্যে টেড়ি কাটিতে কাটিতে তিনি বিদ্যুতের ঘরে ঢুকিলেন। বিদ্যুৎ তখন লকেট-বাক্সের গায়ে নিপুণ তূলিকায় রং ফলাইতেছিল। হিতেন্দ্রকে দেখিয়া ত্রস্তে রাখিয়া দিয়া, পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, ছেলের শুক্‌না জামাগুলা 'পাট' করিতে লাগিল।

হিতেন্দ্র বলিলেন, "খাওয়া হয়েছে?"

বিদ্যুৎ নিরুত্তর।

বিরক্তির স্বরে হিতেন্দ্র বলিলেন, "যা হোক কুসংস্কার সব শিখেছেন।—বলি, এর পর ভুগবে যখন, তখন আমাকেও যে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হ'তে হবে!"

বিদ্যুৎ নীরব।

হিতেন্দ্র চুপ করিয়া ক্ষণেক কেশবিন্যাস করিলেন। তার পর বিদ্যুতের সামনে আগাইয়া আসিয়া, সবিদ্রূপ হাস্যে, মিনতি-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা,—আমি কেমন ভদ্রলোক, বল দেখি? বেশ চমৎকার, নয়?"

বিদ্যুৎ গম্ভীরমুখে নিরুত্তর!—তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হিতেন্দ্রও গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বলি, তোমার রাগটা কি বড্ডই বেশী হয়েছে?"

বিদ্যুৎ এবার মৌনভঙ্গ করিল। অতিশয় গম্ভীরভাবে বলিল, "দাঁত, নখ, শিং কত কি বৈভব জুটেছে, এর ওপর যদি রাগ করি, তা হ'লে তো স্থষ্টিকর্ত্তাকে ফাঁসী দেওয়ার হুকুম হবে!"

সকৌতুকে চোখ টিপিয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "দেখ্‌ছ তো!—ভাগ্যে আমরা ছিলুম,—তাই তোমাদের 'কত-কত' উন্নতির ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি! ভগবান্ তোমাদের যে সম্পদে বঞ্চিত করেছেন, তা পর্য্যন্ত আমরা অকাতরে দান ক'রে দিচ্ছি! একটু কৃতজ্ঞ হও, কৃতজ্ঞ হও।"

বিদ্যুৎ উদাস-গম্ভীর মুখে বলিল, "আজ্ঞা শিরোধার্য্য! প্রতি-পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। নির্ব্বিচার লাঞ্ছনাটা এ দেশের

মেয়েমাত্রেরই ন্যায্য প্রাপ্য পুরস্কার,—আমি একা দুঃখু করব কেন ? —কিন্তু মানুষমাত্রেরই ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে, সেটা এই সময় স্মরণ করিয়ে রাখ্‌ছি ।"

কপট শঙ্কায়, সন্দিগ্ধ গাম্ভীর্য্যের অভিনয় করিয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "রকম কি ? বৈরাগ্য-যোগ সুরু হবে নাকি ?"

বিদ্যুৎ অধিকতর উদাসভাবে বলিল, "যোগ বিয়োগ যা-হোক্ একটা কিছু হবে ।"

"সর্ব্বনাশ !"—বলিয়া হিতেন্দ্র হাত-মুখ নাড়িয়া সুর করিয়া গান ধরিলেন—

"বৈরাগ যোগ কঠিন উধো—
হামি সে কর্‌বে না ।"

বিদ্যুৎ অটল গাম্ভীর্য্যে উত্তর দিল, "তা হ'লে—আমারও বল্‌বার আছে,

বৈরাগ যোগই বহুৎ আচ্ছা—
হামি সে ছোড়্‌বে না !"

উচ্চ উচ্ছ্বাসে হো হো করিয়া হাসিয়া হিতেন্দ্র পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "যা হোক···। অসাধ্য একেবারে, নেহাৎ অসাধ্য !······"

বিদ্যুৎ অপ্রস্তুত হাস্যে সকোপে বলিল, "বলি—রকম কি ? মামীমা এখনো খেতে পাননি,—বামুন ওদিকে হেঁসেল নিয়ে ব'সে আছে ! আর উনি এখন এলেন—হো হো ক'রে হাসতে ! লজ্জাও করে না একটু !···এই সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলতে গেলেই···

আমার কথায় শিং বেরোয়, আমি অপদার্থ হই,···আরও কত কি! কিন্তু—"

হিতেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন, "আর্সি-চিরুণী রইল, তুমি রেখে এসো ওঘরে।"—পরক্ষণে চলিয়া গেলেন।

আহারের পর সমস্ত দুপুরটা কাজ-কর্ম্মের অভাবে নিরুদ্বেগে নিদ্রায় কাটিল। বৈকালে ঘুম হইতে উঠিয়া যখন হিতেন্দ্র ঘরের বাহিরে আসিতেছেন,—শুনিলেন বহির্দ্বারে কে ডাকাডাকি করিতেছে। চাকর নিকটে ছিল না, সেজন্য নিজেই সাড়া দিয়া বাহিরে গেলেন, দেখিলেন, কৌতুকদের বোর্ডিং'এর দরোয়ান একখানা খামের চিঠি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। চিঠিখানা হাতে লইয়া হিতেন্দ্র দেখিলেন, অনেক বিচিত্র লতা-পাতা ফল-ফুলের ছবি আঁকিয়া তার মধ্যে বিদ্যুতের নাম বসানো হইয়াছে। খামের উল্টা পিঠে লাল কালিতে সাড়ে চুয়াত্তর লিখিয়া তার নীচে লেখা রহিয়াছে ঃ—

'ছোট্ দি-মণির চিঠি,—মালিক ভিন্ন অন্য কেউ যদি খোলেন, তবে ভাল হবে না বল্‌ছি! আমার মাথা খাবেন, আমায় কেটে সেই রক্তে পা ধোবেন, আর যা যা বড় বড় দিব্যি আছে, সব দিব্যির পাপ তাঁকে লাগবে। দোহাই চাটুজ্যে মশাই,—চিঠিখানা পাবামাত্তর ছোট্‌দিকে দেবেন। আমার মাথার দিব্য রইল। —ইতি—প্রণত কৌতুক।'

ছেলেমানুষ কৌতুকের উৎকণ্ঠাময় মনের ভাব এবং নানারকম শপথ বাক্যের বহর দেখিয়া হিতেন্দ্র নিঃশব্দে একটু হাসিলেন।

দরোয়ানকে বিদায় দিয়া বাড়ী ঢুকিলেন। বিদ্যুৎ কল-ঘর হইতে কাপড় কাচিয়া বাহিরে আসিতেছিল,—তাহার হাতে চিঠিখানা দিয়া বলিলেন, "কাতুটা কি ছেলেমানুষ ছাখো! দিব্যির ভারেই চিঠি আষ্টে-পৃষ্ঠে জখম! ছাখো তো প'ড়ে কি খবর দিয়েছে?"

চিঠিখানা মুষ্টিগত করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে প্রবল ঔদাস্যে বিদ্যুৎ বলিল, "খবর ছাই আর ভস্ম!—আজ প্যারালেল্ বার্ এক্সারসাইজ করেছেন, কি ছ'বার ডিগবাজি খেয়েছেন, এমনিতর কিছু বীরত্বের কাহিনী আর কি!"—সঙ্গে সঙ্গে সে অদৃশ্য হইল।

মুখ ধুইয়া, চা খাইয়া হিতেন্দ্র পড়ার ঘরে আসিয়া বসিলেন। কাল রাত্রির পর হইতে হিতেন্দ্র আর সিগারেট খান নাই। আর খাইবেন না বলিয়াই একটা দৃঢ় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ঊনিশ ঘণ্টার সংযম রক্ষার পর এই কর্ম্মহীন সন্ধ্যাযাপনের পক্ষে,—অন্ততঃ পক্ষে একটা সিগারেটের সাহায্য যে মন্দ হইবে না, কোন অপকারের আশঙ্কাও ইহাতে নাই, এমনিতর একটা যুক্তি তাঁহার মাথায় আসিল! গোঁফে তা দিয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন,—হঠাৎ হাস্যোৎফুল্ল-মুখে বিদ্যুৎ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "সিগারেট খাবে?"

আশ্চর্য্য হইয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "ঐ নাও!—বলেছি আমি খাব?"

"বলবে কেন? মনে মনে হচ্ছে।—আচ্ছা খাও—তারপর আমি এসে একটু পড়া-শোনা করব। এখন আর বেরিও না।"

"কি পড়বে?"

"এই—ছেলেদের অসুখ-টসুখ সম্বন্ধে কতকগুলো কথা ভাল বুঝ্‌তে পারিনি। সেইগুলো দেখে দেবে।"

"দেব। মা সরস্বতীর ওপর যেটুকু দয়া কর, সেইটুকুই মঙ্গল।"

বিদ্যুৎ চলিয়া যাইতেছিল, হিতেন্দ্রের কথায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কথাটা ঠিক স্বদেশীর মত লাগছে না, বিলিতী থেকে চুরি করেছ বুঝি ?"

"চুরি-জোচ্চুরি বুঝি না, বুঝি—মানুষের মঙ্গলকে খোঁজা দরকার সকলেরই। তা ছাড়া শরীরগুলোকে যখন বয়ে বেড়াতেই হচ্ছে—অশরীরি-প্রাণী যখন সত্যি নও,—তখন শরীর-বিজ্ঞানকে এড়িয়ে চললে হবে কেন ? যে অত্যাচার করে, সেই যে শুধু একা মরে, এমন তো নয়,—তার সঙ্গে ভুগে মরে যে আবার অনেকেই। তাদের কষ্টের কথা ভেবে,—অন্ততঃ স্বার্থপরতা কমানো উচিত।—এ দেশের মেয়েরা এ সব বোঝেন না, এ বড় মুস্কিল !"

"মেয়েদের এ সব বুঝতে হ'লে, তাতে কিঞ্চিৎ সময় চাই। সে অবকাশটা তাদের জন্যে তোমরা দয়া ক'রে রেখেছ কি ?"—কথাটা বলিয়াই বিদ্যুৎ বিদ্যুদ্বেগেই অন্তর্দ্ধান করিল। হিতেন্দ্র সিগারেট ধরাইয়া নীরবে ভাবিতে লাগিলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে বিদ্যুৎ আসিয়া পুনশ্চ দেখা দিল। হিতেন্দ্র কি একটা ডাক্তারী বই পড়িতেছিলেন, পদশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন, "খোকা ঘুমিয়েছে ?"

বিদ্যুৎ উত্তর দিল, "এই এতক্ষণে ঘুমুলেন দয়া ক'রে !"

হাসিয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "ও-ও দয়া করতে শিখেছে এর মধ্যে ?"

"শিখবে না ? দেখছে, একান্ত অসহায়, নিরুপায়, কৃপার পাত্রী

এরা,—নেহাৎ আমাদেরই কৃপার জোরে এরা ভব-যন্ত্রণা ভোগ করবার জন্যে টিকে আছে, তাই অনেক ভেবে-চিন্তেই···বড় দুঃখে দয়া ক'রে, কৃপা করে !"

"না হ'লে করত না যে,—এ কথাটা অত্যন্তই ঠিক ! আচ্ছা, আমাকেও এখন—" হিতেন্দ্র একটু থামিলেন। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "অন্ততঃ ছেলেটাকে মানুষ ক'রে দেবার খাতিরে, গরজ বুঝে ভেবে চিন্তেই চলতে হবে। নাও, একটু বড় রকমের কৃপা করছি, পড়তে বসো !"

"অনেক ধন্যবাদ। ছোট মন নিয়ে ছোট কৃপার অত্যাচার,—ওতে আর যে খুসী হয় হোক, আমার ওটা ভাল লাগে না। হ্যাঁ,—দাঁড়াও বড় মন নিয়ে, দেখাও বড় কৃপার মহত্ত্ব,—দাও আমাদের বড় সাধনার সুযোগ,—তা হ'লে হয় তো একদিন তোমার বড় কাজে,—বড় প্রয়োজনে আত্ম-নিয়োগ করেই জীবনে ধন্য হবার সুযোগ পাব, তোমাদেরও প্রাণ খুলে ধন্যবাদ দিয়ে কৃতার্থ হব !"

সবিদ্রূপ হাস্যে হিতেন্দ্র বলিলেন, "অন্যথা ?"

"অন্যথা,—যে ভাবে কান মুচ্‌ড়ে সুর বাঁধবে, ঠিক সেই সুরেই বীণা গাইবে। কিন্তু পড়াবে,—না, তরজা গাওয়াই চল্‌বে ?"

"বাহ্‌ ! গাইছ তো তুমিই !"

"আমি !—তুমিই তো রাতদিন যা তা বকাচ্ছ ! যাও, আর কথা নয়, শোন পড়ছি।"

বিদ্যুৎ বই খুলিয়া পড়িতে বসিল। মিনিট দুই পরেই,—দুয়ারের বাহির হইতে চাকর বলিল, "বাবু, ডাক দিয়ে গেছে।"

হিতেন্দ্র বলিলেন, "দিয়ে যাও।"—সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি, কাতু কি লিখেছে গা ?"

চাকর ততক্ষণে খান দুই পোষ্টকার্ডের চিঠি ও একটা মোড়কবদ্ধ মাসিক পত্রিকা আনিয়া সামনে রাখিয়া প্রস্থান করিল। বিদ্যুৎ তাড়াতাড়ি মাসিক পত্রিকাখানি তুলিয়া লইয়া, টেবিল হাতড়াইয়া ছুরির পরিবর্ত্তে কাঁচিখানা সামনে পাইয়া তারই সাহায্যে মোড়ক খুলিতে বসিয়া গেল। হিতেন্দ্রের প্রশ্নটা সে ভিড়ে চাপা পড়িয়া গেল। হিতেন্দ্রও অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন—প্রবাসী বন্ধুদের পত্র দু'খানি লইয়া।

চিঠি পড়িতে পড়িতে হিতেন্দ্র হাসিমুখে বলিলেন, "এই মরেছে ! জ্যোতে হতভাগা যে বিয়ে করছে গো !"

মাসিক পত্রিকা পড়িতে পড়িতে বিদ্যুৎ উদাসভাবে বলিল, "তোমাদের মধ্যে কোন্ সৌভাগ্যবান্ই বা দয়া ক'রে ও কাজটি বাকী রেখেছেন, তাই, উনি ভদ্রলোক একলাই হতভাগা হ'তে যাবেন ? এতদিন যে করেন নি, এইটুকুই তাঁর মহত্ত্ব।"

"কথাটা জানাব নাকি তাকে ? তোমার জবানীতেই ? কিন্তু এ কি ?···তোমার হাত দিয়ে যে রক্ত পড়ছে ?"

মাসিক পত্রিকাখানা বাঁ হাতের উপর হইতে সরাইয়া বিদ্যুৎ বিস্মিতভাবে নিজের করতলের দিকে চাহিল। মনে পড়িল, মোড়ক খুলিবার সময় অসাবধানে বুড়া আঙুলের মূলে একবার কাঁচির ডগের খোঁচা লাগিয়াছিল এবং চিন্ চিন্ করিয়া একটু জ্বালাও করিতেছিল।

চাহিয়া দেখিল, সেইখান হইতেই রক্ত ঝরিতেছে!—ঈষৎ হাসিয়া, একটু চুপ-চাপ থাকিয়া, হঠাৎ কি মনে পড়ায় মাসিক পত্রিকাটা উল্টাইয়া দেখিল, সেটার পিঠেও রক্ত লাগিয়াছে।—মুহূর্ত্তে স্নিগ্ধ-কৌতুকোজ্জ্বল মুখে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া কবিতাচ্ছন্দে আওড়াইল ঃ—

"প্লাবি করতল স্নিগ্ধ পরশে
শোণিতের স্রোত বহিয়া হরষে
রঞ্জিল মোর,—সাধন অর্ঘ্য
নীরব-বেদনা-কাহিনী!—
হের, নিজে বীণাপাণি, নেছেন শোণিত
আমি যাহা দিতে চাহি নি!"

পরক্ষণেই সেই মাসিক পত্রিকার কভারের পাতা সোজা করিয়া হিতেন্দ্রের সামনে রাখিয়া, তর্জ্জনী-সঙ্কেতে দেখাইল, সেটার নাম বাস্তবিকই "বীণাপাণি"!

কিন্তু বিদ্যুতের ঐ শারীরিক সুখ-দুঃখ, বোধাবোধ সম্বন্ধে অসাবধান এবং যত্নের অভাব দেখিয়া হিতেন্দ্র চটিয়া গেলেন! পায়ে মাথায় বাধিয়া হোঁচট্-ঠোক্কর খাইতে, হাত-পা কাটিয়া-কুটিয়া রক্তপাত ঘটাইতে বিদ্যুৎ সর্ব্বদাই বিশেষ সুদক্ষ ছিল। অনেক দুঃখ কষ্ট নীরবে উপেক্ষা করিতে তাহার মনোবলের অভাব কোন দিন দেখা যাইত না। তবে এ সব হাস্যোদ্দীপক বিপদগুলো সকলের চোখের আড়ালে ঘটিলেই বেশ নিরাপদে আনন্দ উপভোগ করা সম্ভব, অন্যথায় নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য পরের কাছে বকুনি খাওয়া অনিবার্য্য!

কিন্তু মুখে লঘু-চপলতার দৌরাত্ম্যটা অসমসাহসে চালাইলেও, মনে মনে বিদ্যুতের আশঙ্কা হইতেছিল,—এই বুঝি অদৃষ্টে 'কান-মলা' লাভ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে!…কিন্তু সৌভাগ্যবশে হিতেন্দ্র বেশী কিছু বলিলেন না; ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে বিদ্যুতের মুখের দিকে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া, ঈষৎ রুষ্ট স্বরে বলিলেন, "যাও। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! তোমার আবার লেখাপড়া হবে!—অ—স্থি—র্! ওয়ার্থলেস্ কোথাকার!"

এর উপর,—বেশী ঘাঁটানো নিরাপদ্ নয় দেখিয়া বিদ্যুৎ আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। ঘরের কোণে একটা শেল্ফের উপর হইতে লকেট-বাক্স, রঙ, তূলিকা ও একটি ঔষধের শিশি তুলিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মিনিট কয়েক পরেই সে আবার ঘরে ঢুকিল। হিতেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন, রক্ত ধুইয়া ক্ষত-মুখে জলপটি দেওয়া হইয়াছে, একটা ঔষধের মৃদু গন্ধও যেন পাওয়া যাইতেছে!—সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে বিদ্যুতের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি ডাক্তারীটা ক'রে আসা হোল? আর্ণিকা?"

বিদ্যুৎ নীরবে মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল, "হ্যাঁ।"

হিতেন্দ্র কিছু বলিলেন না। মাসিক পত্রিকাখানা টানিয়া নিজের ডাক্তারী বইখানার নীচে চাপিয়া খুব গম্ভীর হইয়া ডাক্তারী বইটা পড়িতে লাগিলেন।

এ ইঙ্গিতের অর্থ বিদ্যুৎ বুঝিল। কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া নীরবে সে একটু হাসিল। ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল, কয়টা

বাজিয়াছে, তারপর নিজস্থানে বসিয়া পড়িয়া,—প্রসন্নবিনয়ে নম্রভাবে নিজমনেই বলিতে লাগিল, "বড়লোকদের মেজাজই এক আশ্চর্য্য জিনিষ! গরীবদের প্রাণ-সঙ্কট পায়ে পায়ে,—হায় রে গরীবের অদৃষ্ট!—আমি বিদ্যুৎ,—বিদ্যুতের গতিই অস্থির চঞ্চল! কিন্তু কেই বা শোনে সে দুঃখের কথা?—উল্টে হলুম কি না অপদার্থ! তা যাক্ গে,—অপদার্থ হওয়া বরং সয়, কিন্তু সুস্থির হওয়া এ ধাতে একদম অসহনীয়! কিন্তু কেই-বা তা বিচার করছে? বড়লোকদের বড় বড় কাণ্ড! ভীমরুলও সব নাকের ডগে পোষা আছে, দরকার হলেই—অমনি মুখে কামড়ে দেয়।"

চেষ্টা সত্ত্বেও হিতেন্দ্র হাসি সামলাইতে পারিলেন না।—এবং নিজের হাসিতে অপ্রস্তুত হইয়াই,—লজ্জায় ধাক্কা সামলাইবার জন্য ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "আর মাথুর-কীর্ত্তন গাইতে হবে না,—থাম! আমি যদি নিজের হাত নিজে কেটে অমনি ক'রে, কারুর কাছে ভৎ‍র্সনা ধিক্কার লাভ করতুম, তা হ'লে ইহজন্মে তার সামনে আর ঘাড় তুলতে পারতুম না!"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিদ্যুৎ ক্ষোভ-করুণ কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, কথাটা যখন অত স্পষ্ট করেই বললে, তখন ঘাড় হেঁট ক'রে এই সময়ে প্রস্থান-ই—মঙ্গল!"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে,—দ্রুতপদে বারান্দায় আসিতে আসিতে অধীর উৎকণ্ঠায় শিবচন্দ্র হাঁকিলেন, "হিতু মামা,—ব্যাপার কি?"

বিদ্যুৎ ঘোমটা টানিয়া, নিরীহভাবে প্রস্থান করিল।—শিবচন্দ্রের অতখানি উৎকণ্ঠা-ব্যগ্রতা, তাহার নির্ব্বিকার ঔদাস্যের মাঝে এতটুকুও চাঞ্চল্য বা ঔৎসুক্যের সঞ্চার করিতে পারিল না।

চৌদ্দ

এমন সময় শিবচন্দ্র কোন দিনই বেড়াইতে আসেন না। তার উপর সেই ত্রস্ত-উৎকণ্ঠিত ভাব দেখিয়া হিতেন্দ্র বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন, সবিস্ময়ে বলিলেন, "খবর কি ? বাড়ীর সব ভালো তো ?"

"এ বাড়ীর খবর ? বাহাদুর সিং তোমার কি করেছে ?"

"আমার !—কই ? কি ?"

"কোন কাণ্ডই হয় নি ?"

"কিছুই না ! ব্যাপার কি ?"

"আমিও তাই ভাব্‌ছি ! বাপ্‌ !"—বলিয়া শিবচন্দ্র ক্লান্তি-অবসন্ন দেহে একটা চেয়ারে ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িলেন ! উপর্য্যুপরি ঘনশ্বাস ফেলিয়া, দম্‌ লইয়া, রোষোত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কৌতুক কি ভয়ানক ছেলে ! ডাকাত ! ডাকাত ! পুরো ডাকাত ! চিঠি ছ্যাখো !"

পকেট হইতে চিঠি বাহির করিয়া সে হিতেন্দ্রের সাম্‌নে ফেলিয়া দিল। হিতেন্দ্র তুলিয়া পাঠ করিলেন :—

"নমস্কার,

শিবু মামা, পত্রপাঠ রাত আট্‌টার মধ্যে এবাড়ী আসুন ; বাহাদুর সিং ভয়ানক কাণ্ড বাধিয়েছে, হিতুবাবু বিষম বিপন্ন।—শীঘ্র আসুন, সাক্ষাতে সব জানতে পারবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের 'বাবা' কৌতুক।

পুনশ্চ, কারুর কাছে কিছু প্রকাশ করবেন না। বিপদের খবর এখন গোপন আছে। ইতি।"

আশ্চর্য্য হইয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "এর মানে তো মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝলুম না। সে কি ঠাট্টা করছে? আমি তো কোন খবরই জানিনে।"

শিবচন্দ্র ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বোঝ! চিঠির বয়ানের বাহার ছাখো দেখি একবার! কি ক'রে যে এই সমস্ত পথটা এসেছি, জানিনে!...এমনি রাগ ধরছে কাতুর ওপর! ইচ্ছে হচ্ছে, তাকে পেলে কাণ ধ'রে গালে ঠাস্ ঠাস্ থাব্ড়া লাগাই! নন্সেন্স্ ছেলে!" তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অলেষ্টারের বোতাম খুলিয়া, দুয়ারের পাশে আন্লায় সেটাকে রাখিয়া দিয়া, যার-পর-নাই অপ্রসন্নভাবে বলিলেন, "ঊর্দ্ধশ্বাসে এমন ছুটে এসেছি যে, ঘেমে নেয়ে গেছি! এই দারুণ শীতের রাত্রে,—খামোখা দুর্ভোগ আমার!"

হিতেন্দ্রও মনে মনে সেটুকু খুব সহানুভূতিভরে স্বীকার করিলেন। কিন্তু এ সময় বেশী কিছু সমবেদনা প্রকাশের চেষ্টা করিলে, পাছে শিবচন্দ্রের ক্ষোভটা দ্বিগুণ ত্রিগুণ বাড়িয়া উঠে, সেই ভয়ে একেবারে নিরুত্তর হইয়া গেলেন। শিবচন্দ্র পুনরায় বলিলেন, "আদালত থেকে এসে সেই মাত্র জল খেয়ে উঠছি, ডাকপিওন গিয়ে চিঠিখানা দিলে। চিঠি পড়েই তো আমার রক্ত হিম হয়ে গেল!—অলেষ্টারটা টেনে নিয়েই,—পড়ি তো উঠি ক'রে ছুটে এসেছি,—আমি ঠিক ভেবেছিলুম, এসে দেখব, তুমি ছোরা-টোরা খেয়ে রক্ত-গঙ্গায় ভাস্ছ,...উঃ! কি ভাবনাই যে হয়েছিল।"

উদ্বিগ্ন হইয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "দিদি-টিদিকে কিছু বলিস্-নি তো ?—"

"মার কাছে চেপে এসেছি বটে, কিন্তু বাবার কাছে সেটা পারিনি। আসবার সময় তাঁকে—"

শিবচন্দ্রের মুখের কথা মুখেই রহিল, তিনি যেখানে চেয়ারে বসিয়াছিলেন, সেই চেয়ারের পিছনে জানালা হইতে অকস্মাৎ উৎকট ভৈরবনাদে হুঙ্কার উঠিল,—"হুঁ—হুম্! হুম্!"

দু'জনেই চমকিয়া জানালার দিকে চাহিলেন। কলিকাতা সহরের মধ্যে, এই সন্ধ্যা রাত্রে, মজবুত গরাদে,—জানালা, দুয়ার-বেষ্টিত বাড়ীর মধ্যে বসিয়া,—ভয় পাইবার কারণ কিছু নাই বটে, কিন্তু জানালায় যে বিকটাকৃতি সুদীর্ঘ কাল-লোম-ঢাকা, ভীষণ বন্য গরিলা মূর্ত্তিটা দেখা গেল—সে মূর্ত্তিকে লৌহ-গরাদে-বেষ্টিত আলিপুরের চিড়িয়াখানায় দর্শকের আসন হইতে দেখা, আমোদজনক হইলেও—নিরস্ত্র অবস্থায়, নিজের ঘরের জানালায় আবির্ভূত হইতে দেখিলে, কোন বাঙালী ভদ্রলোকের অনভ্যস্ত স্নায়ু সে সাংঘাতিক দৃশ্য হঠাৎ সহ্য করিতে পারে না! শিবচন্দ্র ও হিতেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

গরিলা মহাশয় মুখ খিচ্‌মিচ্ করিয়া, সশব্দে মুলার মত দীর্ঘ দন্ত বাজাইয়া, দৃঢ় মুষ্টিতে গরাদে মুঠাইয়া ধরিয়া ক্রুদ্ধ পদাঘাতে জানালা ভাঙিয়া ফেলিবার আয়োজন করিলেন। ঘরের ভিতরে প্রাণী দুইটির তখন, পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সমস্ত লোমগুলি শিহরিয়া খাড়া হইয়া উঠিয়াছে!…এ কি আকস্মিক বিপদুৎপাত রে বাপু?

লাফাইয়া উঠিয়া, টেবিলের উপর হইতে রুলগাছটা তুলিয়া লইয়া হিতেন্দ্র জানালার দিকে ছুড়িয়া মারিবার উদ্যোগ করিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—শিবচন্দ্র ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "চোর, চোর! আমার অলেষ্টার চুরি করছে!"

মুহূর্ত্তে জানালার গরিলা-প্রবর অদৃশ্য! হিতেন্দ্র উদ্যত রুল সামলাইয়া তীরবেগে ফিরিয়া দেখিলেন,—তুয়ারের পাশের আল্‌না হইতে বাস্তবিকই শিবচন্দ্রের অলেষ্টার অন্তর্হিত হইয়াছে!—আর সেই সঙ্গে দেখিলেন, বারান্দার অন্ধকারের ভিতর দিয়া,—ঢিলা পায়জামা পাঞ্জাবী ও বৃহৎ পাগড়ী-পরা একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি ছুটিয়া গিয়া বিদ্যুতের শয়ন-কক্ষে ঢুকিল!

বিদ্যুৎ!…কোথায় বিদ্যুৎ?…আর খোকা! দুজনেই ও'ঘরের মধ্যে রহিয়াছে নয়?…মুহূর্ত্তে হিতেন্দ্রের মাথার ভিতর বজ্রাগ্নি চম্‌কাইয়া, সমস্ত শিরা-উপশিরায় অন্ধ-উত্তেজনার তীব্র উদ্বেগের জ্বালা ছড়াইয়া দিল!

"ঐ ঘরে শিবে,—ঐ ঘরে—" বলিয়া হিতেন্দ্র দ্রুত সেই দিকে ছুটিলেন।—শিবচন্দ্র কোথাও কিছু সুবিধামত অস্ত্রশস্ত্র না পাইয়া ঘরের কোণ হইতে হিতেন্দ্রের ছাতাটা তুলিয়া লইয়া মাতুলের সাহায্যার্থে দ্রুত অগ্রসর হইলেন।

তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া দু'জনে বিদ্যুতের ঘরে ঢুকিলেন,—কিন্তু কোথায় চোর?—বিদ্যুৎ বিছানায় বসিয়া আড় হইয়া, বালিসে মুখ গুঁজিয়া একটা অস্পষ্ট অব্যক্ত শব্দ করিতেছে। হিতেন্দ্র মুহূর্ত্তে বুঝিলেন, সে আকস্মিক ভয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া

পড়িয়াছে। খোকাটি তার পাশে শুইয়া নিরুপদ্রবে শান্তিতে ঘুমাইতেছে।—ঘরের কোনখানেই চোর বা চুরির কোন চিহ্নই নাই!

"কই চোর?" মাতুল ও ভাগিনেয় পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন। হিতেন্দ্র রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন, "এই ঘরে ঢুক্‌তে দেখেছি।"

উত্তেজিত শিবচন্দ্র বলিলেন, "আমিও দেখেছি, কিন্তু পালাল কোথা? বৌমা কি রকম হয়ে গেছে ছাখো,—ওঁকে ছাখো তুমি, আমি এ দিক্‌টা দেখ্‌ছি।"

মূর্চ্ছিতাকে টানিয়া সরাইবার চেষ্টায় উদ্যত হিতেন্দ্রকে চম্‌কাইয়া দিয়া, পরক্ষণেই শিবচন্দ্র হেঁট হইয়া খাটের নীচে উঁকি দিয়া সত্রাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "এই যে আমার অলেষ্টার মুড়ি দিয়ে, এখানে লুকিয়ে ব্যাটা!"

"এঁ্যা ওখানে!" হিতেন্দ্র রুলটা বিদ্যুতের পাশ হইতে তুলিয়া লইতে লইতে, হঠাৎ মূর্চ্ছিতা বিদ্যুৎ উঠিয়া বসিয়া—বিদ্যুদ্বেগে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল। প্রবল হাস্য-ঝঙ্কার-রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কাতু, কাতু, থাম। অত ভয় ভাল নয়!"

"কাতু!"

"কাতু!"—প্রচণ্ড বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া মাতুল ও ভাগিনেয় ক্ষণিকের জন্য নির্ব্বাক্!

আপাদমস্তক দীর্ঘ অলেষ্টারে আবৃত হইয়া ধীরগম্ভীরভাবে কৌতুক খাটের নীচ হইতে বাহির হইয়া দু'হাত কপালে ঠেকাইয়া বলিল, "নমস্কার মশাই, ভাল তো?"

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শিবচন্দ্র বলিলেন, "সত্যিই তাই! বাপ্, বাপ্, বাপ্!—কি ছেলেই পৃথিবীতে এসেছ বাবা?"

সুগম্ভীর মুখে কৌতুক বলিল, "ত্রিসত্য ক'রে যখন পিতৃত্বে বরণ করলেন, তখন আর আত্মগোপন করা উচিত নয়—সবিনয়েই জ্ঞাপন করছি, আমিই সেই একান্ত অনুগত বাহাদুর সিংহ শ্রীযুতদ্বয়! রাগ করবেন না!"

মুক্তদ্বার পথে গুটি গুটি চরণে ভিতরে ঢুকিয়া অজিত বলিল, "আর আমিও এবার আপনা থেকেই, বিনা তলব-তাগাদায় আত্মপ্রকাশ করছি—এর পর আপনারা অপরাধ নেওয়ার কথা মনে ঠাঁই দেবেন না, এইটুকু দয়া করবেন! আপনাদের অনুগত এই অধমই বাহাদুর সিংহের সেই ধামাধরা টাইপিষ্ট, সেদিনের সেই পত্রের মুদ্রাকর, এবং অদ্য সন্ধ্যায় আপনাদের জানালার বাইরে আল্‌সেনিবাসী বীরবিক্রম গরিলা বাহাদুর!"

হিতেন্দ্র এবং শিবচন্দ্র দু'জনেই স্তব্ধ!

মুখের উপর রুমাল ঘষিতে ঘষিতে অজিত দুঃখিতভাবে বলিল, "সবই ঠিক হয়েছে,—কিন্তু মুখে আল্‌কাৎরা মাখলে যে মুখ এত জ্বালা করে, এটা আমি আগে জানতুম না।—এখন জ্বালার চোটে টের পাচ্ছি! ডাক্তার বাবু, জ্বালাটা থামাবার ব্যবস্থা করুন মশাই,—অনেক ধন্যবাদ দেব।"

গালে হাত দিয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "এসব সর্ব্বনেশে প্ল্যান তোমাদের মাথায় এল কি ক'রে?"

সপ্রতিভ গাম্ভীর্য্যে কৌতুক বলিল, "এই মশাই, আপনাদেরই কৃপার দৌরাত্ম্যে !······নিন্ শিবুমামা, অলেষ্টারটা নির্জ্জলা ডাকাতি করেছিলুম, এবার খুসী হয়ে আপনাকে বখশিস্ দিচ্ছি।—আর চাটুজ্যেমশাই, আপনার ঘড়ীটার সম্বন্ধে,—স্রেফ্ নম্বরটা আপনার ডায়েরী থেকে চুরি করা ছাড়া, আর কোন পদার্থের সন্ধান পাই নি। সেই জন্যেই পত্রযোগে যথাকালে জানিয়ে রেখেছি, ঘড়ী পাবেন না —ওর জন্যে দুঃখিত হবেন না !"

অলেষ্টার ঘাড়ে ফেলিয়া, গজেন্দ্রগমনে প্রস্থান করিতে করিতে শিবচন্দ্র ভূত-ভয়-পীড়িত নিরীহ ব্যক্তির মতই কাতর-কণ্ঠে আওড়াইয়া গেলেন, "রাম, রাম, রাম !"

অজিত বলিল, "মামীমাকে চায়ের বন্দোবস্ত করাতে ব'লে এসেছি মামা, রান্নাঘরের দিকে চলুন। ভয় খেয়ে গলা শুকিয়ে গেছে, এবার চা খাওয়া উচিত তো ?"

শিবচন্দ্র বাহির হইতে বলিলেন, "ধন্যবাদ, আমার দিদিমাকেও তাহ'লে গরিলা-পর্ব্বের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে ?"

"রামচন্দ্র বলুন ! গরিলা-পর্ব্বের মধ্যে স্থান শুধু—বাহাদুর সিংহের দাপটভয়ে অস্থির বীরবরদ্বয়ের ! আমরা শুধু মায়ের আশীর্ব্বাদ আর বোনের সাহায্যে,—মহাশয়দের বীরত্বের বহর পরিমাপ ক'রে ধন্য হলুম মাত্র। এগোন।"

"তথাস্তু !"—বলিয়া শিবচন্দ্র বারান্দা পার হইয়া গেলেন।

হিতেন্দ্র খাটের পাশে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণেক গুম্ হইয়া কি ভাবিলেন, তার পর ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "এ সব বেয়াড়া দুষ্ট-

বুদ্ধি,—এ সমস্তই তোমার ছোট্‌দিমণির মাথা থেকে তৈরী! আমি এবার সব বুঝতে পারছি,—সত্যি ক'রে বল তো অজিত?"

শিবচন্দ্র সামনে দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়া বিদ্যুৎ অনেক কষ্টে ভদ্র-সংযত মূর্ত্তি ধরিয়া, এতক্ষণ বালিসে মুখ চাপিয়া প্রাণপণে ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিল;—এবার মাথা তুলিয়া মুক্ত উচ্ছ্বাসে সহসা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "নাও! এবার আমার মাথার ওপর তাল পড়্‌ল! অভিনয় করলেন সকলে মিলে, সমান দক্ষতায়!—এবার বেয়াড়া দুষ্টু বুদ্ধির জন্যে দায়ী হলুম আমি! এরকম খোসনামী যাঁরা দিতে পারেন, তাঁদের খুসী হয়ে বখশিস্ দেওয়াই উচিত! কি বলিস্ কাতু?"

কাতু গম্ভীর চালে—উচ্চ নিনাদে হাঁকিল, "এই দণ্ডে! নিয়ে আয় অজু, চূণের ভাঁড় আর কালির দোয়াত!"

"রক্ষা কর!" বলিয়াই হিতেন্দ্র দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

পনের

সহস্র বিস্ময়-নমস্কারের সঙ্গে অজস্র কটূক্তি বর্ষণ করিয়া কৌতুকের পিতৃদেবের জাতিধর্ম্ম সম্বন্ধে শিবচন্দ্র অনেক আপত্তিজনক মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। তারপর চা খাইয়া, তাড়াতাড়ি বিদায় লইবার উদ্যোগ করিলেন। পিতা বাড়ীতে দুর্ভাবনা-উদ্বেগ ভোগ করিতেছেন, এখনই গিয়া তাঁহাকে সত্য সংবাদ জানাইয়া নিশ্চিন্ত করিতে হইবে।

দিদিমাকে বিদায় প্রণাম করিবার সময় শিবচন্দ্র ক্ষোভকাতর চিত্তে প্রশ্ন করিলেন,—দিদিমা যদি কৌতুকের এই সব বাঁদ্রামোর সংবাদ পূর্ব্বাহ্ণেই জানিতে পারিয়াছিলেন, তবে শিবচন্দ্রকে সেগুলো জানান নাই কেন ? শিবচন্দ্রের সহিত এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করা দিদিমার মোটেই উচিত হয় নাই······ইত্যাদি।

দিদিমা হাসিমুখে বলিলেন, "কাতু যে তোমাদের এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিনে আনতে পারে, সেটা তোমাদের জানিয়ে দেওয়া চাই।—আগে বিশ্বাস করতে না, এবার শিখলে তো ?"

ক্ষুণ্নভাবে শিবচন্দ্র বলিলেন, "শিখলুম বটে, কিন্তু তাও স্বীকার করছি,—বৌমা যদি ওদের সাহায্য না করতেন, আর আপনি যদি আমাদের বিপক্ষে না থাকতেন, তাহ'লে ওদের এত বিক্রম প্রকাশের সাহসও হ'ত না, শক্তিও ছিল না। আপনাদের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিল বলেই—ওরা মনের সুখে এক হাত

খেলে জিতে গেল! আপনারা আমাদের দলে থাকলে—দেখতুম, ওরা কি করতে পারত?"

কৌতুক নিকটেই কোথায় লুকাইয়া ছিল, তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিল, "সে কি মশাই? মেয়েদের বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর যে আপনাদের অগাধ অশ্রদ্ধা! সেইটেই যে আপনাদের পৌরুষের প্রধান লক্ষণ গো! ওই শ্লাঘাটুকুর দাপটেই যে পৃথিবীতে অবাধে দস্যিবিত্তি ক'রে বেড়াতে পারছেন গো! এখন আবার উল্টোসুর কেন? পৌরুষ জাহির করা গেল কোথায় এখন? দিদিমার বুদ্ধির অল্পতা নিয়ে সেদিনও যে খুব জোর-জবর বচনে যথেষ্ট বীরত্ব প্রকাশ করেছেন, এখন আবার দিদিমার সাহায্য পান নি ব'লে অনুতাপ কেন?"

অপ্রস্তুত হাস্যে শিবচন্দ্র বলিলেন, "ওহে, এমন অবস্থায় পড়লে সবারি মত বদলায়! আচ্ছা, তোমায় কিন্তু আমি দেখে নেব, এবার!"

গভীর ভৎর্সনার স্বরে কৌতুক বলিল, "এখনো সাধ মেটেনি বুঝি? হুঁ! ঐ দুঃখেই তো 'অঙ্গদ রায়বার' আমদানী করতে হয়, ঐ জন্যেই তো বলতে ইচ্ছে হয়, 'সর্ব্বশাস্ত্র পড়ি বাছা হলি হতমূর্খ!' আচ্ছা, এখন বাড়ী গিয়ে বাঁড়ুয্যেমশাইকে সুসংবাদ দেন, তিনি কাল আমায় খুসী হয়ে অভিনন্দন করুন, আমি আজ তো আপনার বাবা হয়েছি?"

শিবচন্দ্র ইহার পর আর কোন উত্তর দিলেন না, নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন।

কৌতুক এবং অজিত মামীমাকে প্রণাম করিয়া বোর্ডিংএ ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া লাইব্রেরীর বারান্দায় গিয়া উপস্থিত হইল। হিতেন্দ্র বারান্দায় অন্ধকারে পায়চারি করিতে করিতে সিগারেট টানিতেছিলেন। কৌতুক যুক্তকরে নমস্কার করিয়া বলিল, "আসি তাহ'লে মশাই।"

জ্বলন্ত সিগারেটসুদ্ধ হাত কপালে তুলিয়া হিতেন্দ্র ততোধিক নম্র সৌজন্যের অভিনয় করিয়া বলিলেন, "আসুন মশাই! ভয়ানক শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়েছি, এ অবস্থায় যত শীগ্রী শীগ্রী বিদায় নেন, ততই মঙ্গল!"

"বড় অনুগৃহীত হলুম শুনে! শিবু মামার সঙ্গে প্রত্যক্ষে বোঝাপড়া হয়ে গেছে, এবার আপনার সঙ্গে পরোক্ষে! বন্ধুভাবেই পরামর্শ দিচ্ছি, ভবিষ্যতের জন্যে একটা কথা মনে রাখবেন যে, পরচর্চ্চা জিনিসটা ভয়ানক পাপ, আর পরহিংসা জিনিসটা নেহাৎ অনর্থ স্থষ্টিকর! মনে থাকবে তো?"

গরিলা-সজ্জার সাজ-সরঞ্জাম-পূর্ণ ব্যাগটা হাতে দোলাইয়া, অজিত কৌতুকপূর্ণ হাস্যে বলিল, "না থাকে, আগেই বলা হয়েছে, পুনশ্চ না হয় আর একবার ব'লে দিচ্ছি, সইয়ের কলা শিকেয় তোলা থাকে, এটা মনে রেখে চলবেন!"

"চল্‌ব! আচ্ছা, আজ বাসায় গিয়ে ঘুমোও, কাল সকালে আলিপুরের চিড়িয়াখানা থেকে পলাতক গরিলাকে ধরবার জন্যে সশস্ত্র প্রহরীর দল যখন বোর্ডিংএ গিয়ে পৌঁছুবে, তখন তাদের কি কৈফিয়ত দাও, তা' দেখ্‌ব!"

হাসিয়া অজিত বলিল, "আচ্ছা মশাই, এ উপকারটা যদি করতে পারেন, তবে গরিলার সেই মুলোর মত দাঁতওলা মুখোসটা আপনাকে খুসী হয়ে পুরস্কার দিয়ে দেব। কিন্তু বারণ ক'রে দিচ্ছি, আর আমাদের ছোট্‌দিমণির সঙ্গে শত্রুতার চেষ্টা করবেন না! তা'হলে আপনাকে ভুগতে হবে কিন্তু!"

হিতেন্দ্র হাসিলেন। সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "প্রশান্ত বেচারা একলা বোর্ডিংএ রয়েছে, তোমরা আর দেরী কোর না ভাই। যাও শীগ্রী!"

নমস্কার করিয়া দুই বন্ধু প্রস্থান করিল।

হিতেন্দ্র লাইব্রেরীর মধ্যে ঢুকিলেন। বিদ্যুৎ তখন ডাক্তারী পুস্তকের নীচে হইতে মাসিক পত্রিকাখানা উদ্ধার করিয়া, আলোর কাছে হেঁট হইয়া একান্তমনে পড়িতেছিল। হিতেন্দ্র নিকটে আসিয়া একটা চেয়ার লইয়া বসিলেন;—বলিলেন,—"ওস্তাদ! তোমার সইয়ের ঠিকানাটা লিখে দাও তো,—কাল প্রাতঃকালেই সাক্ষাৎ করতে যাব।"

বই পড়িতে পড়িতেই বিদ্যুৎ গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "সইয়ের এখন সাক্ষাৎ করবার সময় নেই।"

"লিখেছেন না কি?"

"হুঁ।"

"কই, দেখি চিঠি।"

"অনধিকারচর্চ্চার উৎসাহটা নেহাৎ ভদ্রতা-বিগর্হিত!"

"সম্ভব। কিন্তু সইয়ের ঠিকানাটা আদায় করবার জন্যে সমস্ত

কিছু ভদ্রতাকে আমি ধামাচাপা দিতে রাজী আছি। সই কোথায় থাকেন, ঠিক ক'রে বল দেখি।"

বিদ্যুৎ এতক্ষণ হেঁট হইয়া পড়িতে পড়িতেই কথা বলিতেছিল। এবার মুখ তুলিয়া সুগম্ভীরে বলিল, "সই শব্দটার মানে কি, জানো ?"

ইতস্ততঃ করিয়া, মাথা চুলকাইয়া হিতেন্দ্র বলিলেন, "ঠিক জানিনে। ডিক্সনারি খুলে কাল দেখে নেব। আজ ঠিকানাটা দাও তো।" দোয়াত, কলম ও একখানা শাদা খাম তিনি বিদ্যুতের সামনে রাখিয়া বলিলেন, "লেখ।"

"কি ?"

"তোমার সইয়ের ঠিকানা।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ঈষৎ হাসিয়া বিদ্যুৎ বলিল, "যদি বলি, আমি জানি নে ?"

"তাহ'লে তোমার সত্যবাদিতা সম্বন্ধে সন্দেহ করব। কিন্তু সেটা হ'তে দেওয়া তোমার উচিত নয়, লেখ।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিদ্যুৎ কি একটু ভাবিয়া, হাসিমুখে বলিল, "লিখতে রাজী আছি, কিন্তু যা লিখব তার জন্যে দায়ী হ'তে আমি রাজী নই, এ সর্তে স্বীকার আছ ?"

"আঃ, কেন জ্বালাতন কর! লেখ-না, দ্যাখো, তোমার সইয়ের সেই, 'আমার বিদ্যে' সমালোচনা করতে গিয়ে আমায় বারবার কত বিপদে পড়তে হয়েছে, একবার ভেবে দ্যাখো। তোমার প্রাণে কি দয়া-মায়া ব'লে একটা জিনিস নেই ?"

"আহা মরি মরি! কি হিতৈষী মিত্রবর আমার!"

"বলি, কেন জ্বালাচ্ছ ? লেখ না, পঞ্চাশবার বলছি, তবু ঠাট্টা ?"

"আচ্ছা, তুমি উঠে যাও, আমি লিখে রাখ্‌ছি।" বলিয়া বিদ্যুৎ ঘাড় হেঁট করিয়া আবার পড়ায় মন দিল। হিতেন্দ্র ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, "ঠাট্টা হচ্ছে না তো ?"

"তা যদি সন্দেহ কর, তাহ'লে আমি নাচার ! কিন্তু অকপটেই সত্যি বলছি, সইয়ের ঠিকানা আমি যেটুকু জানি, সেইটুকুই আমি শুধু লিখে দিতে পারি। এতে হতাশ হও তো আমার দায়-দোষ নেই।"

"আচ্ছা, আমি মামীমাকে একটা কথা ব'লে আসি, এসে যেন ঠিকানা পাই।"

হিতেন্দ্র চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি পুনরায় লাইব্রেরী-ঘরে ঢুকিলেন। দেখিলেন, বিদ্যুৎ মাসিক পত্রিকাখানা লইয়া পাততাড়ি গুটাইয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছে ! শুধু সেই খামখানা, কতকগুলি অক্ষর-মালা বুকে ধরিয়া নিস্পন্দ নির্ব্বিকারভাবে, আলোর সামনে বিরাজ করিতেছে ! সাগ্রহে খামখানা তুলিয়া লইয়া হিতেন্দ্র, বিদ্যুতের 'সই'য়ের ঠিকানা দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িলেন। বিদ্যুৎ শিরোনামা স্থলে ছোট ছোট অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে :—

"তারে ধরবে কোথা মুঠোর মাঝে
বিদেহী সে নেহাৎ বিদেশী !
তারে দেখবে কোথা, চোখের দেখায়
সে যে দূরের, সুদূর-প্রবাসী !